



স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নিয়ে সরকারকে নোটিশ হাইকোর্টের

হিংসা রুখতে এখনই
কড়া ব্যবস্থার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২১ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা পরবর্তী সন্ত্রাস ও হিংসাত্মক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জনস্বার্থ মামলা নিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি (ভারপ্রাপ্ত) টি অমরনাথ গৌড় ও বিচারপতি অরিন্দম সোয়ের ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করে। ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলায় রাজ্য সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে জনবীি হলফনামা দিতে বলেছে। হিংসা ও সন্ত্রাসের আর কোনও ঘটনা যেন না ঘটে তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

গত ২ মার্চ বিধানসভা নির্বাচনের গণনা দিন থেকে রাজ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস প্রভুত্বাবে বেড়ে যায়। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী এবং সমর্থকরা তো বটেই, শাসক দলের সম্বেদহাজন কর্মীরাও ক্ষমতাসীনের পর আক্রমণাত্মক দুর্বৃত্তদের উদ্ভাত আক্রমণ



থেকে রেহাই পায়নি। গত ৯ মার্চ ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে বরিস্ট আইনজীবী পুরষোত্তম রায় বর্মণ নির্বাচনোত্তর হিংসা ও সন্ত্রাস বিষয়ে উচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করার আবেদন জানান। দুই বরিস্ট আইনজীবী শংকর

দেব ও হরিবল দেবনাথের উপস্থিতিতে এই আবেদন জানানো হয়। এ আবেদনের প্রেক্ষিতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টি অমরনাথ গৌড় বরিস্ট আইনজীবীকে নির্বাচনোত্তর হিংসা ও সন্ত্রাস বিষয়ক বিশদ তথ্য রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে প্রদানের নির্দেশ দেন। দুই বরিস্ট আইনজীবী শংকর

১৩ মার্চ বরিস্ট আইনজীবী পুরষোত্তম রায় বর্মণ নির্বাচন পরবর্তী হিংসা ও সন্ত্রাসের বিশদ তথ্য ও প্রমাণ উচ্চ আদালতে দাখিল করেন।

গণনা পরবর্তী হিংসায় বহু মানুষের ঘরবাড়ি, দোকানপাট পুড়েছে। অসংখ্য বাড়িঘর ভেঙেছে দুর্বৃত্তরা। বহু মানুষ রক্তাক্ত আহত হয়েছেন। হাজারো মানুষ ঘরছাড়া। দোকান, রাস্তার বাগান পুড়িয়ে, পুকুরে বিষ দিয়ে মাছচাষ নষ্ট করে, এমনকি ফসলের ক্ষেতের সবটি পর্যন্ত নষ্ট করে মানুষের আয়-উপার্জনের মাধ্যমকে বিনষ্ট করেছে দুর্বৃত্ত দল। জীবিকার উপর আক্রমণ করে। মানুষের সম্পদ গ্রাস করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় নির্বাচনোত্তর হিংসার অসংখ্য ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। ছবি-ভিডিও বেরিয়েছে। পুলিশের ডায়েরিতে বহু ঘটনা নথিভুক্ত থাকলেও এরূপ ক্ষেত্রে এক আই আর নেতা হয়নি। এক আই আর হলেও তদন্ত না

● *দ্বিতীয় পাতায় দেখুন*

পুলিশকে চ্যালেঞ্জ
জানিয়েই চলছে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২১ মার্চ : আগরতলা শহরে পুলিশ ঘাঁটা করে ১৮ জন চোর ধরেছিলো। এর ২৪ ঘণ্টা মধ্যেই পুলিশকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানালো চোরের দল। পুলিশকে বোকা বানিয়ে বহু স্থানে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

বি জে পি জোট রাজ্যে চোরের উপদ্রবে অতীত মানুষ। পুলিশি নিক্টিয়তার ফলেই জামালার বিপুল ক্ষতি হচ্ছে। চোর ধরার ক্ষেত্রে সামান্যতম সাফল্য পেলেও তা ঘটা করে প্রচার করতে ভুলে না পুলিশ। কিন্তু কতো শত বাড়িতে চুরি হচ্ছে তার হিসাব পুলিশ রাখে না বলে সাধারণ মানুষের অভিযোগ। সোমবার রাজধানীতে ১৮ জন চোর ধরা পড়ার খবর টাউন করে প্রচার করেছিলো পুলিশ। এরপর থেকে নেন 'উৎসব' এর মেজাজে মাঠে নামে চোরের দল। রাতেই পূর্ব আগরতলা থানা এলাকার

● *দ্বিতীয় পাতায় দেখুন*

শান্তিরবাজারে সি পি
আই (এম)-র অফিসবাড়ি
নির্মাণের জন্য রাখা রড
লুট করল বি জে পি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২১ মার্চ : শান্তিরবাজারে সি পি আই (এম)'র অফিসবাড়ি তৈরির জন্য রাখা রড লুট করলো বি জে পি। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা সম্পদ লুটে আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পুলিশের সামনেই এই রড লুটের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে শান্তিরবাজারে।

সি পি আই (এম) শান্তিরবাজার মহকুমা কর্মকর্তার অফিস নির্মাণের জন্য ২০ টন রড কিনে রাখা হয়েছিলো। মঙ্গলবার বেলা ১১টা নাগাদ প্রকাশ্যে এই রড লুট করে নিয়ে গেছে বি জে পি দুর্বৃত্তরা। তিনটি গাড়ি করে মানুষের সামনে দিয়েই রড লুট করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলেও আসে। কিন্তু

● *দ্বিতীয় পাতায় দেখুন*

বক্সনগরে তোলাবাজির
নতুন ফর্মুলা : আতঙ্কিত
মানুষ প্রতিরোধের পথে

আগরতলা।। ২১ মার্চ: বক্সনগর এলাকায় তোলা আদায় চলছে। রাজনৈতিক আবহাওয়ায় কাজে লাগিয়ে চলছে তোলাবাজি। এজন্য এজেন্ট নিয়োগ হয়েছে। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুসছেন মানুষ। যে কোন সময় বিক্ষোভের ঘটে যেতে পারে।

অভিযোগ, ২০২৩ এর নির্বাচনে পরাস্ত হওয়ার পর বি জে পি নেতারা বক্সনগর এলাকায় পরাজিত বি জে পি প্রার্থীর মদতে ২০/২৫ জনের একটি কমিটি গঠন করেছে। থানার নাকের ডগায় একটি দোতলা ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। বিশাল তোলা

● *দ্বিতীয় পাতায় দেখুন*

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২১ মার্চ : গেরুয়া সন্ত্রাসের অন্যতম আঁতুড় ঘর হিসেবে পরিচিত জিরানীয়ার শাসক দলের দুর্বৃত্তরা উদয়পুরে গিয়ে প্রাণঘাতী হামলা চালালো সি পি আই (এম) কর্মীর উপর। জিরানীয়ার পাটি কর্মী অসীম অসীম সাহা। ঘটনা মঙ্গলবার উদয়পুরের মাতাবাড়িতে রেল স্টেশন যায়। আহত কর্মীর চিকিৎসা চলছে আগরতলার আই জি এম হাসপাতালে।

বিলোনিয়া মহকুমাজুড়ে বিজেপি-র হিংস্রতা ব্যাপক চেহারা নিয়েছে। দৈহিক আক্রমণ, বাড়িঘর ভাঙচুর, দোকান বন্ধ করে দেয়া, অটোরিকশা বন্ধ করে দেয়া, মিড ডে মিল কর্মী ও রাসার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মতো ঘটনা অরহ।

উদয়পুরের খবর : জিরানীয়ার

বিজেপি'র দুর্বৃত্ত বাহিনীর মারে আহত

হালেন সেখানকার সিপিআই(এম) কর্মী

অসীম সাহা। ঘটনা মঙ্গলবার

উদয়পুরের মাতাবাড়িতে রেল স্টেশন

সংলগ্ন স্থানে। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর

নির্দেশেই এই আক্রমণ করা হয় বলে

অভিযোগ। আহত সি পি আই (এম)

কর্মী বর্তমানে আগরতলার আই জি এম

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা যায়, ২০১৮ সালে রাজ্যে

সরকার পরিবর্তনের পরই বিজেপি

দুর্বৃত্তদের ভয়ে বাড়িঘর ছাড়া অসীম

সাহা। দুর্বৃত্তরা তাকে মেরে ফেলার জন্য

টার্গেট করে বলে অভিযোগ। তখন



● *জিরানীয়ার সি পি আই (এম) কর্মী অসীম সাহাকে দেখতে আই জি এম হাসপাতালে মানিক দে।*

থেকে উদয়পুরে থাকছেন তিনি। সেখানে তিনি রংমস্তুর কাজ করে পরিবার প্রতিপালন করছিলেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম)-র কান্ডকর্মে অংশ নেন। ভোটের ফল ঘোষণার পর থেকে ফের বি জে পি দুর্বৃত্তদের টানা হুমকি ও আক্রমণজনিত কারণে তিনি আবার উদয়পুরে ফিরে যান। উদয়পুরে যে বাড়িতে থাকেন তিনি সেখানে থেকে মাতাবাড়ির দিকে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন

অসীম সাহা। ঠিক তখন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী ও জিরানীয়ার যুব মোর্চার এক বাহিনী মাতাবাড়িতে পূজা দিতে যাচ্ছিলো। দুপুর একটা নাগাদ রাস্তায় হঠাৎ জামে আটকে যাওয়ায় অসীম সাহাকে মন্ত্রী ও তার সাগরেন্দরা দেখে ফেলে। অভিযোগ, এরপরই মুহুর্তে মন্ত্রীর নির্দেশে হামলা চালাতে তার বাহকের পেছনে তাড়া করে শাসক দলের দুর্বৃত্তরা।

● *দ্বিতীয় পাতায় দেখুন*

নীতি আয়োগের রিপোর্ট : রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবা লাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২১ মার্চ : স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অবনমন ঘটেছে রাজ্যের। নীতি আয়োগের প্রকাশিত তথ্যেই উঠে এসেছে এ চিত্র। ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ সালের কর্মদক্ষতার নিরিখে প্রকাশিত 'ইনডেক্সে' জি পুরার পাশে 'ডিটেরিওরেটেড রেক' শব্দটিই বানানো হয়েছে।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে রাজ্যে শাসন ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নানা অভিযোগ উঠে আসতে শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে সমস্যা আরও প্রকট হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেগুলি তো বটেই। বেহাল দশা দেখা দেয় জি বি হাসপাতালের পরিষেবাকেও। বি জে পি -আই পি এক টি জোট সরকার নানা

যোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে উন্নত পরিষেবা। একটা সময়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেও সরিয়ে দেওয়া হয় মন্ত্রিসভা থেকে। তারপর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে রাখা হয় স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব। সাধারণ মানুষের চিকিৎসার কথা না ভেবে জি বি হাসপাতালে উদ্যোগ নেওয়া হয় রোগীর খাবারের দাম বৃদ্ধি, বেড ভাড়া চাপানোর। অন্যদিকে প্রয়োজনীয়

চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রাথমিক, কমিউনিটি, মহকুমা, জেলা হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার সমস্ত ভার বর্তায় রোগীর পরিবারের উপর। সামান্য তুল্য, ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, সালাইনের নল প্রভৃতি জিনিসও কিনে দিতে হচ্ছে রোগীর পরিবারকে। কোন স্তরেই হাসপাতালে গুণ্ড মিলছে না। অভিযোগ, রেফার একটি নতুন রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেনতেন প্রকারে রোগীকে জি বি কিংবা ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দিতে পারলেই বেঁচে যান প্রাথমিক, মহকুমা, জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা। বিনা চিকিৎসা, ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নীতি আয়োগের প্রকাশিত রিপোর্টে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্যের অবনমনকে চলতি আবহাওয়ার ফল হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রস্তুতকালীন মৃত্যুর হার, ৫ বছরের নিচে মৃত্যুর হার, প্রাকৃতিক প্রসব, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় প্রধান প্রধান পদগুলিতে সিনিয়র চিকিৎসকদের হার, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রাপ্তি, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ততা, স্বাস্থ্য পরিষেবার অনুমোদিত ব্যবস্থাদির

কার্যকারিতা, জন্ম ও মৃত্যুর রেজিস্ট্রেশন, টি বি রোগের চিকিৎসায় সফলতার হার প্রভৃতি ২৪ টি বিষয়ে ভিত্তি করে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত রাজ্যের 'রেক' তৈরি করেছে নীতি আয়োগ। রিপোর্টে শিরোনাম রাখা হয়েছে 'হেলদি স্টেটস্‌, প্রোগ্রেসিভ ইন্ডিয়া'। ২০১৭ সাল থেকে এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশ করে আসছে নীতি আয়োগ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের সাথে আলোচনাক্রমে এবং বিশ্বব্যাপক কারিগরি সহায়তায় নীতি আয়োগ স্বাস্থ্য বিষয়ক 'ইনডেক্স' তৈরি করে আসছে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০২০ সালের সার্বিক উন্নয়নের চিত্র এতে স্থান পেয়েছে। নীতি আয়োগের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা এহেন রিপোর্ট প্রকাশের লক্ষ্য।

রিপোর্টে বেসালা, তামিলনাড়ু ও

তেলেঙ্গানাকে সার্বিক কার্যদক্ষতায়

সবচেয়ে এগিয়ে রাখা হয়েছে। ছোট

রাজ্যগুলির মধ্যে মিজোরাম,সিকিম ও

মেঘালয়কে 'ইস্প্রোভড' হিসেবে

চিহ্নিত করা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের

অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা, মণিপুর

ও অরুণাচল প্রদেশের স্থান হয়েছে।

ফতোয়া মোদি সরকারের

কেন্দ্রীয় কর্মীদের সব ধরনের
প্রতিবাদ, আন্দোলন নিষিদ্ধ

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা কোনও প্রতিবাদ, নিষিদ্ধ, ধর্মঘটে অংশ নিতে পারবেন না। এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকার ফতোয়া জারি করেছে। আপাত উপলক্ষ্য, পুরানো পেনশন প্রকল্প ফিরিয়ে দেবার দাবিতে নাশনাল জয়েন্ট কাউন্সিলের ডাকা প্রতিবাদ কর্মসূচি। এই কর্মসূচি ছিল মঙ্গলবারই। রাজ্যে রাজ্যে, জেলা ভিত্তিতে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু শুধু এই কর্মসূচি নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সোমবার জারি করা নির্দেশিকায় সব ধরনের প্রতিবাদই কেন্দ্রীয় কর্মীদের জন্য নিষিদ্ধ করতে চাওয়া হয়েছে। কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের তরফে জারি করা নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরের সচিবদের কাছে। বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীরা কোনো ধরনের ধর্মঘট, গণকাজ্যুলি লিভ, গো শ্লো, অবস্থান ধরনা করতে পারবেন না যা ধর্মঘটে মদত দেয়। সরকারি কর্মচারীদের কাজের আচরণবিধি ৭ নম্বর ধারা লুপ্ত হওয়ায় এমনি কোনও কাজই নিষিদ্ধ।

এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কর্মচারীদের ধর্মঘটে যাবার কোনও অধিকার বিধিবদ্ধ ধারায় নেই। সুপ্রিম কোর্টও বিভিন্ন রায়ে একমত হয়েছে ধর্মঘট করা সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে গুণ্ডরত আচরণবিধি লঙ্ঘন করা। এই ধরনের কোনও আচরণ আইন মোতাবেক মোকাবিলা করা

দরকার। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, যে কোনও ধরনের প্রতিবাদ করলেই পরিণতি ভোগ করতে হবে। বেতন কাটা ছাড়াও যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সচিবদের কথা হয়েছে, কর্মীদের এই প্রতিবেশে বলা জানিয়ে দিতে হবে। প্রতিবাদসহ যে কোনও ধরনের ধর্মঘটকে থেকে তাঁদের বিরত রাখতে হবে। যদি ধরনা, প্রতিবাদ, ধর্মঘট হয় তাহলে কতওন সেখানে অংশ নিয়েছেন তা সেদিনই সন্ধ্যায় কর্মীবর্গ মন্ত্রককে জানাতে হবে।

পুরানো পেনশন প্রকল্প ফেরানোর দাবিতে রাজ্যে রাজ্যে সরকারি কর্মীরা আন্দোলনে রয়েছেন। ইতোমধ্যেই একাধিক অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে এই প্রকল্প ফিরিয়ে আনার ঘোষণা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরাও এখন এই প্রকল্প ফেরানোর দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। ২০০৪ সালে চালু হওয়া নতুন পেনশন প্রকল্পের জটিলতা ও ব্যর্থতা দেখে সরকারও কিছু অংশের কর্মীদের বিকল্প বেছে নেবার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নির্দেশিকা শুধু এই দাবিতে আন্দোলনের কথাই বলেনি, সাধারণভাবে সমস্ত প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনের

অধিকার কেড়ে নেবার কথা বলেছে। শুধু ধর্মঘটই নয়, 'প্রতিবাদ' করাতো বলাও বলা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘটে অংশ নিলে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার জন্য তৎপর থাকে রাজ্যের তৃণমূল সরকার। ১০ মার্চ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্তদের সম্মিলিত ধর্মঘট আটকাতোও একাধিক ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে 'ডায়াসন না', চাকরি জীবনে একদিনের ছেদ, বেতন কাটার কথা ছিল। এতদসত্ত্বেও সেই ধর্মঘট বেনজির সাফল্য অর্জন করেছে। এখন রাজ্য সরকারি কর্মী ও শিক্ষকদের হেস্তা করতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই শিক্ষকদের বেতন ট্রেজারিতে যাবার সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ধারণা ধরা হচ্ছে, ধর্মঘটি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দেওয়া নির্দেশিকায় 'নিষিদ্ধ' তালিকার বহর আরও প্রশস্ত। সেখানে ধর্মঘট তো বটেই এমনকি ধরনাও নিষিদ্ধ। কার্যত ট্রেড ইউনিয়নের ন্যূনতম অধিকারের ওপরেও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে।

বছরের প্রথম ৩ মাসে বিশ্বজুড়ে
ছাঁটাই হলেন ১ লক্ষ ৬০ হাজার

নিউইয়র্ক।। ২১ মার্চ : বিশ্বজুড়ে সন্মার জেরে বর্তমান বছরের চলতি সময় পর্যন্ত বিভিন্ন সংস্থা থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে প্রায় ১ লক্ষ ৬০ হাজার কর্মীকে। সোমবারই অ্যামাজন থেকে ছাঁটাই হয়েছেন আরও ৯ হাজার কর্মী। এর আগে অ্যামাজন থেকে ১৮ হাজার কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

ছাঁটাই সংক্রান্ত গুয়েবসাইট layoff-fyi-এর সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, বিশ্বজুড়ে ৫০৩ টি প্রযুক্তি কোম্পানি এখন পর্যন্ত ১,৪৮,১৬৫ জন কর্মী ছাঁটাই করেছে।

২০২২ সালে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি সংস্থা এবং স্টার্টআপ থেকে কমপক্ষে ৬.৬ লক্ষ কর্মচারীকে ছাঁটাই কোন ভাবেই এগিয়ে না। প্রায় দু'ধ্বতা অতিক্রান্ত। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির সাঁটা। আগরতলাগামী বেশ কয়েকটি গাড়িতে রয়েছে রোগী।

কিন্তু রাস্তা খোলার কোন উদ্যোগ নেই। গাড়ির জানালা দিয়েই যাত্রীরা একে পর এক ক্ষোভ উগরে দিচ্ছিলেন। বলাছিলেন পাঁচ বছরে একটা সরকারি একটা রাস্তা সম্পূর্ণ করতে পারলো না।

করেছে। জানুয়ারিতে যে সংখ্যা ছিল ১,০২,৯৪৩। এখনও পর্যন্ত প্রযুক্তি কোম্পানিগুলি থেকেই বেশি পরিমাণে ছাঁটাইয়ের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

গত সপ্তাহে, মোটা প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও মার্ক জুকরবার্গ অগামী মাসে বড়ো সংখ্যায় ছাঁটাই করার কথা আগাম ঘোষণা করেছেন। জানা গেছে তার সংস্থা থেকে ছাঁটাই করা হবে আরও ১০ হাজার কর্মীকে। গত বছরের নভেম্বরে তিনি ১১,০০০ কর্মী, বা কোম্পানির মোট কর্মীবাহিনীর ১৩ শতাংশ, ছাঁটাই করার মাত্র চার মাস পর ফের ছাঁটাইয়ের পথে ছাঁটতে চলেছেন।

জুকারবার্গ জানিয়েছেন পুনর্গঠনের পরে, মোটা প্রতিটি গ্রুপে নিয়োগ এবং স্থানান্তর বন্ধ করার পরিকল্পনা করেছেন।

অ্যামাজন সোমবার অ্যামাজন জানুয়ারিতে ১৮ হাজার ছাঁটাই করেছিল এবং জানিয়েছিল "আমরা এই মাসে আমাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপটি সম্পন্ন করতে চলেছি। যেখানে অতিরিক্ত আরও ৯ হাজার কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে।"



পালাবদল ঘটে রাজ্যে। ক্ষমতায় আসে বিজেপি জোট সরকার। ঘোষণা দেয়া হয় এখন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে একই সরকার ডবল ইঞ্জিনের জমানায় কোন কাজ আর ধীরগতিতে হবে না। অভাব হবে না টাকারও। বাস্তবে ডবল ইঞ্জিনের সুফলে মানুষের জীবন

ওষ্ঠাগত। তার বড় প্রমাণ আঠারোমুড়ায় জাতীয় সড়ক।

গত পাঁচ বছর ধরে বৃষ্টি হলেই এপথে নেন্দে আসছে বিপর্যয়। কখনও ধস পড়ে, কখনও কাজের অভূহাত দেখিয়ে। রাজ্যের বিজেপি জোট সরকার বলে আসছে আগামী বর্ষার

মরশুমে জনগণকে আর দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। এই আগামী বলতে বলতে পাঁচ বছর অতিক্রান্ত। কিন্তু জন দুর্ভোগ এতটুকুও কমেনি। মঙ্গলবারও সামান্য বৃষ্টিতেই আঠারোমুড়ায় বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক। ৪২ মাইল এলাকায় গাড়ি পৌঁছাতেই দেখা যায়

মাতাবাড়িতে ২৮ কোপ লাগল পাঁঠাবলিতে!

উদয়পুর, ২১ মার্চ - মঙ্গলবার মাতাবাড়িতে বলির ইতিহাসে ঘটলো বিরলতম ঘটনা। একটি পাঁঠাকে বলি দিতে ২৮ বার খণ্ডের কোপ বসাতে হয়েছে। এই ডি ডি ও ভাইগাল হয় সামাজিক মাধ্যমে। তার আগে এতবার খণ্ডের কোপে কোন পাঁঠাকে বলি দিতে হয়েছে এরকম ইতিহাস নাকি নেই -- জানানো পুরোহিতরা। একবার ১৬ বার কোপ বসাতে হয়েছিল। গত ১৪ মার্চ, মঙ্গলবার বলি দিতে নিয়ে আসা মহিষের তাম্বব মানুষের মনে একে দিয়ে গিয়েছিল নানা প্রশ্ন।

মন্দিরে পশুবলি নিয়ে বহুকাল ধরে বিতর্ক বিদ্যমান। ধর্মের বশে অবলা প্রাণীর জীবন না নেওয়ার জন্য সোচ্চার সমাজের নানা অংশের মানুষ। তবে পর পর দুই মঙ্গলবারে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে কখিনকালে কেউ দেখেননি বলেই অভিমত।

বলি বন্ধ করে গোবিন্দ মাণিক্যকে সিংহাসন ছাড়তে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এ নিয়ে রচনা করেন রাজর্ষি উপন্যাস। তাতে একটি সংলাপ ছিল, বাবা এত রক্ত কেন? হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ-এ কিন্তু কোথাও ধর্মের নামে বলির কথা উল্লেখ নেই। বরং পশুকে ভালোবেসে পালন করার কথাই আছে।

মাতাবাড়ি ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের বলিপ্রথা নিয়েও ২০১৯ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্টও বলিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। আদালত একই সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছে, “মন্দিরে পশুবলি সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের পরি পন্থী এবং কোনও ধর্মীয় অনুশীলন ১৯৬০ সালের পশুহিন্সা প্রতিষেধক আইনের উপর নয়।” একইসঙ্গে আদালত সরকারকে “সাংবিধানিক মূল্যবোধ এবং ভালবাসা, মনুষ্যত্ব পশুপাখির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ব্যাপারে মানুষকে সচেতন” করতে বলেছিল।

সাময়িক বলি বন্ধ থাকার পর রাজ্য সরকার ২০১৯ সালেই বলিপ্রথা চালুর দাবিতে দেশের শীর্ষ আদালতে লিড পিটিশন দাখিল করে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুসারে পুনরায় মাতাবাড়ি মন্দিরে বলিপ্রথা চালু হয়। পাঁঠাটি ২৮ বারে বলি হয় এটি নিয়ে এসেছিল খোয়াই-এর সন্নয় তীর্ডি।

ব্যবস্থার নির্দেশ

● *প্রথম পাতার পর*

করে অপরাধীনের খোলা ঘুরতে দেয়ার অভিযোগ আগরতলার বৃকেই রয়েছে। সর্বোপরি সাংসদ দল ত্রিপুরায় নির্বাচনোত্তর হিসার ঘন্টা সরেকমিমে পেরদনিম বলেচিৎ এলে তাদের হুডাড পেরদনিম দুর্বৃত্তরা। বিশালগড়ে র নেহেলচক্রনগরে সাংসদ দলের উপর আক্রমণ করে তাদের কনভয়ের গড়ি ভাঙুর চেষ্টা হয়। মোহনপুরে তাদের সফরে বাধা দেয়া হয়।

এমন দুই হাজারের উপর ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য, একাধিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সংবাদ, ভিডিও ফুটেজ সম্বলিত পেনা ড্রাইভ, এফ আই আর, হিন্সা সস্ত্রাসের বিভিন্ন ছবি ইতাদি হাইকোর্টে জমা করেন বরিশ্ত আইনজীবী। এসব দেখে বুধবার উচ্চ আদালত স্বতঃপ্রসঙ্গিতভাবে জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করেছে। মামলা গ্রহণের পাশাপাশি হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে হিন্সা ও সস্ত্রাসের আর কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

লুট করল বি জে পি ● *প্রথম পাতার পর* দল শাসন ক্ষমতায় থাকার সুবাদে এই দুর্বৃত্তরা পুলিশকে পাগল না দিয়েই লুট চালিয়ে যায়। তিনটি গাড়ি দিয়ে চার থেকে পাঁচ ভাট টানা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে সি পি আই (এম) শান্তিবাজার মহকুমা কমিটির অফিস বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নির্মাণের জন্য রডগুলি ক্রয় করে পাটি অফিসের কাছেই মজুত করে রাখা হয়েছিলো। ২০১৮ সালে বি জে পি জোট ক্ষমতায় আসার পর পাটি অফিস নির্মাণের কাজ করা যায়নি। ঐ সময় রডগুলি বি জে পি দুর্বৃত্তরা অনেকবার লুট করার চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর তারা বিরোধী দলের অফিস নির্মাণের রড লুট করতে সক্ষম হয়। এদিন রড লুটের সময় পুলিশ ছিল নীরব দর্শক। সি পি আই (এম) শান্তিবাজার মহকুমা কমিটি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, বিরোধীদলের নেতা, কর্মী, সমর্থকদের উপর সস্ত্রাস, বাড়িঘরে আক্রমণই শুধু নয়, বি জে পি বিরোধী দলের সম্পত্তি লুট করছে। রাজ্যে আইনের শাসন নেই বলে জানায় পাটরি মহকুমা কমিটি। রড লুটের ঘটনায় খাণীয়া মামলা করা হবে বলে পাটরি পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে আসামে ছাত্র অনশন দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত



● *আসামে এস এফ আই-এর অনশন দ্বিতীয় দিনেও অব্যাহত।*

বিশ্বজিৎ দাস, গুয়াহাটি, ২১ মার্চ : শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আসামে এসএফআই কর্মীদের অনশন অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলবার অনশনের দ্বিতীয় দিন তিনজন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এদিকে অনশন ভাঙতে পুলিশ দিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে হিমন্তুবিশ্ব শর্মা সরকার। অনশনকারীদের তুলে দিচ্ছে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে পুলিশ। দুর্দিন ধরে গুয়াহাটিতে টানা বৃষ্টি। সঙ্গে রয়েছে বাতাস। এতে অনশন মঞ্চের পাশে জল জমে গেছে। ত্রিপাল টাঙিয়ে বৃষ্টি আটকানোর চেষ্টা করা হলেও তীব্র বাতাসে মঞ্চ ভিজিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টির জন্য উই দিয়ে মঞ্চ উঁচু করতে চাইলেন অনশনরতরা। কিন্তু এতে পুলিশ বাধা দিচ্ছে। মঙ্গলবার অনশনরত তিনজন ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাদের রক্তচাপ ও সুগারের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নিচে নেমে এসেছে। এরমধ্যে দেওয়ান ইফতিকার হোসেন নামের এক ছাত্রের ঘনঘন বমি হচ্ছে। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য আদোলনের দুজন চিকিৎসক অনশনরত ছাত্রদের শারীরিক পরীক্ষা করছেন। তবে দাবি আদায় না করা পর্যন্ত আদোলন থেকে

একটুলও পিছু হটবেন না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন ছাত্রা। সোমবার রাত্তে অনশন মঞ্চে সেবা’র যুগ্মসচিব এসে অনশন তুলে দিতে বলেন। তিনি ছাত্রদের বলেন, প্রশ্নপ্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার সিআইডি তদন্ত চলছে। তদন্তে যারা দোষী হবেন,তখন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু ছাত্রদের তরফে এসএফআইর রাজ্য সম্পাদক সঙ্গীতা দাস যুগ্মসচিবকে স্পষ্টভাবে জানান, আলোচন থেকে পিছু হঠার প্রস্তুি উঠে না। দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলনে অনড় থাকবে এসএফআই। সেবা আধিকারিককে দাস বলেন, শিক্ষামন্ত্রী ও সেবা অধ্যক্ষকে স্ব পক্ষে বহাল রেখে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভব নয়। কারণ, সেবা ও শিক্ষা বিভাগের যোগসাজশ ছাড়া প্রতিদিন মাধ্যমিকের প্রশ্ন পত্র ফাঁস হতে পারে না। তাই এই দুজনকে পদত্যাগ করতে হবে। এছাড়া, সিআইডির বদলে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

এসএফআই’র রাজ্য সভাপতি হর্ষজিৎ দাস বলেন, পুলিশ দিয়ে

ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন মুখামন্ত্রী হিমন্তুবিশ্ব শর্মা। কিন্তু দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এসএফআই একটুলও পিছু হঠবে না। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে বিজেপি সরকার। মধ্য শিক্ষা পর্ষদের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দিতে চাইছে হিমন্তুবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকার। তা ধ্বংস হতে দেবে না এসএফআই। ছাত্রদের স্বার্থে লড়াই চালিয়ে যাবেন তারা। দাস বলেন, শিক্ষা মন্ত্রী ও সেবা অধ্যক্ষকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন মুখামন্ত্রী। তিনি দস্ত দেখাচ্ছেন। ছাত্ররা তার দস্ত চূর্ণ করবে।

গানে-স্রোগানে-কবিতায় অনশন মঞ্চ মুখরিত করে রেখেছেন ছাত্ররা। বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্ররা অনশন মঞ্চে এসে তাদেরকে সহতি জানাচ্ছেন। মঙ্গলবার অনশন মঞ্চে এসে সহতি জানান, ইলোর বিজ্ঞান মঞ্চ, এআইএসপিএন,বিশ্বং কর্মচারী সংগঠনের নেতৃত্ব, ডিওআইএফআই, এআইডিওয়াইএ নেতৃত্ব। এছাড়াও এসএফআইর প্রাক্তনীরা এসেও সহতি জানাচ্ছেন।

অবশেষে আইএমএফ থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার ঋণ পাচ্ছে শ্রীলঙ্কা

কলম্বো। ২১ মার্চ : প্রায় এক বছর ধরে আলোচনার পর আইএমএফ এর কাছ ক্রেত ও বিলিয়ন ডলার ঋণ পাওয়ার জন্য সমঝোতায় পৌঁছাতে পেরেছে অর্থনৈতিক সংকটে ঝুঁলতে থাকা শ্রীলঙ্কা। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে খারাপ সময় পার করতে থাকা শ্রীলঙ্কা এমনিতেই বিপুল ঋণের ভারে জর্জরিত। কিন্তু বিদেশি মুদ্রার সংকটে করুণ দায়ের মধ্যে আইএমএফ এর ওই ঋণ শেপশি টিরে থাকার সহায় হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শ্রীলঙ্কার বিশেষমন্ত্রী আলি সাবরি বলেনছেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর পূর্ণগঠন এবং বিমান পরিবহন সংস্থার বেসকারিকরণের মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণে সরকার।

তবে, বিশ্লেষকরা সতর্ক করে

বলেছেন, এই সংকট উদ্ররণে কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে শ্রীলঙ্কাকে। মহামারীর মধ্যে পটনি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি বড় শঙ্কা খায়। বড় বড় পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য চড়া সুদে নেওয়া বিদেশি ঋণ তখন হয়ে উঠে গেলার কীটা। বিশেষি মুদ্রার অভাবে জ্বালানি, খাদ্য, ওষুধসহ জরুরি পণ্যের অভাবে বন্ধ হয়ে যায় এক পর্যায়ে। মূল্যস্ফীতি ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। জনগণকে শান্ত রাখতে শ্রীলঙ্কার সরকার কঠমিয়েদিয়েছিল, তাতে হিতে বিপরীত হয়, রাজস্ব আদায় কমে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যায়।

এ পরিস্থিতিতে তুমুল জনরোষের মধ্যে ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কায় সরকারের পতন ঘটে। ওই বছরই মে মাসে

ইতিহাসে প্রথমবারের মত ঋণ খেলাপি

হয় শ্রীলঙ্কা। আইএমএফ এর সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছানোর আগে এক পর্যায়ে সাক্ষাৎকারে বিশেষমন্ত্রী সাবরি বলেন, “কোনো কিছুই আমাদের সাথের মধ্যে নেই। আমাদের ভালো না লাগলেও এখন কঠিন কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে পারে, যেগুলো খুবই অজ্ঞপ্রিয় হবে।” “সীল্ডা গ্যাবশত, রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত ইউনিয়নগুলো ছাড়া দেশের অধিকাংশ মানুষ পরিস্থিতিটা বুঝতে পেরেছে। আমি জানি তারা খুশি নয়, কিন্তু তারা এটাও বোঝে যে আমাদের কোন বিকল্প নেই।” রাজস্ব আদায় বাড়াতে এ বছরের শুরু দিকে শ্রীলঙ্কা পেশাজীবীদের ওপর আয়কর আরোপ করেছিল।

প্রাণঘাতী হামলা, ভাঙুর, ছাঁটাই

● *প্রথম পাতার পর*

মাতাবাড়ি থেকে গেল স্টেশন যাওয়ার মুখে তার বাইকটিকে একটি দোকানের সামনে রেখে তাকে টেনে হিঁচড়ে দুর্বৃত্তরা তাদের গাড়িতে তে ভালো। উদয়পুর রেল স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ব্যাপকভাবে মারধর করে। তাকে ফেলে রেখে দুর্বৃত্তরা ফিরে এসে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীসহ মাতাবাড়িতে গুজা দেয়। হামলার খবর পেয়ে উদয়পুরের এক সিপিআই(এম) কর্মীকে পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। তিনি অসীম সাহায্যে উদ্ধার করে আগরতলায় পাঠান। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আই জি এম হাসপাতালে গিয়ে অসীম সাহাকে দেখে আসেন ও চিকিৎসার খোঁজ খবর ও তার স্ত্রীকে সি পি আই (এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মালিক দে। সঙ্গে ছিলেন পাটরি রাজ্য কমিটির সদস্য মধুসূদন দাস, পাটিনেতা তপন দাস প্রমুখ।

সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি, সি আই টি ইউ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী ও জিরানীয়া মহকুমা কমিটি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে সিপিআই(এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি বলেছে, দেশীয় শ্রমিক অসীম সাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এই আক্রমণ করা হয়েছে। লাগামহীন নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বাস্তবিকায়ী জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছে জেলা কমিটি।

বিলোনীয়ার খবর : বিজেপি-র শাসনে গণতন্ত্রের নিধনবজ্র ব্যাপকরূপ নিয়েছে বিলোনীয়া মহকুমায়। প্রতিদিন শাসক দলের আক্রমণে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকরা দৈহিকভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। বিজেপি দুর্বৃত্তদের আক্রমণে

আহত স্বাম্যম্বি বিধানসভার নলুয়ার তপন পাটারি ও তার স্ত্রী নন্দিনী ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। সিপিআই(এম) বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার নলুয়া বাজারে সাপ্তাহিক হাটবার ছিল। সেদিন বাজারে সজি বিক্রি করতে যান দিলীপ মহান্তি, সমীরণ দেবনাথ, স্বপন দাস, জলধর চৌধুরীসহ আরো ৬ - ৭ জন বিজ্ঞেতা। পেরোয়া বাহিনী প্রকাশ্যে তাদের উপর বেসম্মারভাবে আক্রমণ চালায়। তাদের বাজার থেকে তাড়িয়ে দেয়। সোমবার রাত্তে তপন পাটারির বাড়িতে আক্রমণ করে। বাড়িঘর ভাঙুর করে এবং তার স্ত্রীকে মারধর করে। তপন পাটারিকে তার বাড়ি থেকে দেড়শো মিটার দূরে একটি টিনাডো নিয়ে ফেলে দিতে আসে বিজেপি দুর্বৃত্তরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ আহত তপন পাটারি ও তার স্ত্রীকে উদ্ধার করে প্রথমে সোমবার হাসপাতালে পাঠায় ও পরে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রাজনগর বিধানসভার ভাতখলায় কার্তিক বগ্নি, স্বপন নাহার, নেপাল ত্রিপুরার বাড়িসঙ্গে ১৪ জনের বাড়িতে সোমবার রাত্তে ভাঙুর করা হয়। বিলোনীয়া বিধানসভার আইছরার মানিক বিশ্বাস, জিরতলির গণেশ দাস, স্বাম্যম্বি বিধানসভার নলুয়ার স্বপন দাস, হিমাংশু দাস, লিটন দাস, নিখিল দেবনাথ, হিমাংশু শীল, ধনঞ্জয় দেবনাথের বাড়ি ভাঙুর করে। সুভাষ দেবনাথের দোকান ভাঙুর করে জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায়। স্ব্যাবম্বের হরিপুরে সন্নয় দাসের একটি বাইক ভেঙে গুড়িয়ে দেয়। রামনগর এলাকার যুবক প্রশান্ত সেনকে বাড়ি

থেকে জোরপূর্বক স্ব্যাম্যম্ব মণ্ডল অফিসে তুলে নিয়ে দৈহিক আক্রমণ করে।

স্বাম্যম্ব বিধানসভার সোনাইছড়ির রিয়াং পাড়ায় প্রায় ৭৭ পরিবারের বসবাস। গোটা এলাকার পানীয় জলের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয় বলে অভিযোগ। এছাড়াও স্বাম্যম্বের শ্রীপুর, রায়গাংপুরের পাশ কাশানি, মতাই, দক্ষিণ মতাইয়ের বিস্তীর্ণ এলাকা এবং গজারিয়া এলাকার বাম কর্মী - সমর্থকদের বাড়ির পানীয় জলের লাইন জোরপূর্বক কেটে দেয়।

অভিযোগ, শত্রুপাড়া হাইস্কুলের মিড ডে মিল কর্মী রমা চৌধুরী, শিপ্রা দেবনাথ বিশ্বাস এবং রজনী সর্পার শিপ্রা এস বি স্কুলের মিড ডে মিল কর্মী অর্পণ দে রায়কে জোরপূর্বক কাজ বাততে এই দুর্বৃত্তদের মিলে দিয়েছে শাসক বিজেপি। উত্তর সোনাইছড়ি সরকারি রাবার এগার্সি শেলেজে দুজন, সোনাইছড়ি এগার্সি শেলেজের সর্পার সিপ্রা টি এফ টি পি সি বাগান থেকে আট জন রাবার শ্রমিককে জোরপূর্বক ছাঁটাই করে দিয়েছে। সিপিআই(এম) এবং বামফ্রন্ট করার অপর্যবে স্বাম্যম্বের ১৭ টি, গাবুড়ছড়ার একটি, সোনাইছড়ির পাঁচটি অটোরিকশা ও একটি গাড়ি রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। উত্তর সোনাইছড়ির তিনটি এবং দক্ষিণ সোনাইছড়ির একটি দোকান জোরপূর্বক বন্ধ করে দিয়েছে। বিজেপি দুর্বৃত্তদের এক এলাকাগুলিকে শান্তি - সশস্ত্রিতি বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে দাবি জানিয়েছে।

পাঁচ মিনিটের জন্য অফিসে আসুন বলে কাশ্মীরের সাংবাদিককে গ্রেপ্তার এনআইএ’র

শ্রীনগর, ২১ মার্চ : পাঁচ মিনিটের জন্য আমাদে অফিসে আসুন বলে কাশ্মীরের এক সাংবাদিককে ডেকে পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করলো এনআইএ। গ্রেপ্তারির খবর পরিবারের কারোকে না জানিয়েই মঙ্গলবার তাকে চালান করা হয়েছে দিল্লিতে। এনজিওকে সস্ত্রাসবাদের জন্য অর্থ দেওয়ার অভিযোগে ইরফান মেহরাজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই একই মামলায় কাশ্মীরের মানবাধিকার কর্মী খুররম পারভেজকেও গ্রেপ্তার করে জেলে রেখে দিয়েছে এনআইএ।

ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ইরফান মেহরাজ টিসিএল লাইভের সম্পাদক। কারাভান ম্যাগাজিন, আর্টিস্টেল ১৪, আল জজিরার মত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংবাদ মাধ্যমে কাশ্মীরের পরিস্থিতি তুলে ধরতেন। দিল্লিতে ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর করা এক এফআইআরের ভিত্তিতে ইরফানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে এনআইএ জানিয়েছে। তার বিরুদ্ধে অসংখ্য ধারায় অভিযোগা দায়ের করা হয়েছে। এরমধ্যে সস্ত্রাসবাদী কাজের জন্য তহবিল গঠন, সস্ত্রাসবাদী কাজের জন্য যড়যন্ত্র, সস্ত্রাসবাদী সংগঠনের সদস্যপদ সংক্রান্ত অপরাধ, সস্ত্রাসবাদী সংগঠনকে সমর্থন ইত্যাদি। পাশাপাশি দানবীয় ইউএপিএ ধারাতেও অভিযোগ দায়ের করে দেওয়া হয়েছে। যাতে একটানা বছরভর অন্তত জেলে রেখে দেওয়া যায়।

ইরফানের বাবা মেহরাজ উদ্দিন ভাট একটি নিউজ পোর্টালকে জানিয়েছেন, এনআইএ যখন ইরফানকে ফোন করে তখন সে একটা খবর সংগ্রহের কাজে ছিল। এনআইএ’র আধিকারিকরা তাকে বলেন, শ্রীনগরে তাদের চার্চ লেনের অফিসে পাঁচ মিনিটের

‘মিথ্যার উপরেই নির্মিত হিন্দুত্ব’, টুইট করে গ্রেপ্তার কন্নড় অভিনেতা

বেঙ্গালুরু, ২১ মার্চ : “হিন্দুত্ব মিথ্যার উপরেই নির্মিত। সাধারণর: যখন রাবণকে হারিয়ে রাম অযোধ্যায় ফিরলেন, তখন থেকে ভারত ‘রাষ্ট্র’ শুরু হলো- একটি মিথ্যা। ১৯৯২: বাবরি মসজিদ ‘রামের জন্মভূমি’-একটি মিথ্যা। ২০২৩: উরীগৌড়া-নানজিগৌড়া টিপূর ‘হত্যাকারী’-একটি মিথ্যা। হিন্দুত্বকে পরাভূত করা সম্ভব সত্যোর দ্বারা- ‘সত্যই সমতা’। একটি টুইট এবং গ্রেপ্তার। কারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের এই টুইটে নাকি ভাবাবেগে ভীষণ আঘাত লেগেছে। ওপরের বয়ানটি কন্নড় অভিনেতা চেতন কুমারের। যিনি চেতন কুমার অহিংসা নামেই পরিচিত। সোমবার অভিনেতা এইটুইট করেন, তারপরেই চলেই দল হিন্দুত্ববাদে আঘাতের কথা বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে।এরপরেই মঙ্গলবার তাকে বেঙ্গালুরুর সোশালিপুরম থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে হিন্দুত্ববাদীদের তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রথম নয়, তাকে এবারই প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়, তাও নয়। করণচিরে বিজেপি সরকারের পুলিশ বারে বারে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে। অভিনয়ের পাশাপাশি চেতন অহিংসা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে নিজের মতামত জোরের সঙ্গে রাখেন। বিশেষ করে আদিবাসী এবং দলিতদের অধিকার নিয়ে সর্বদা সোচ্চার চেতন কুমারের ‘ভূত কোলা’ নিয়ে মন্তব্য করায় বেজায় চটেছিল। কিছুদিন আগে দক্ষিণী ছবি ‘কান্তারা’ বক্স অফিসে দারুণ সাফল্য পায়। ছবিটি হিন্দিততেও মুক্তি পেয়েছিল। ওই ছবিতে ‘ভূত কোলা’ উৎসব দেখানো হয়েছিল। সেই নিয়ে টুইট করেছিলেন অভিনেতা চেতন কুমার।তিনি বলেছিলেন, ‘ভূত কোলা’ পরম্পরা হিন্দু ধর্মের অংশ নয়। হিন্দু ধর্ম আসার অনেক আগে থেকে ‘ভূত কোলা’ পরম্পরা চলে আসছে। নেভারে লোকের উপরে হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনই মানুষের উপরে হিন্দুত্ব চাপিয়ে দেওয়া যায় না। চেতন কুমার স্পষ্ট করে বোঝেন, ‘ভূত কোলা’ আদিবাসীদের পরম্পরা। হিন্দু ধর্মের অংশ নয়। এই

আতঙ্কিত মানুষ প্রতিরোধের পথে

● *প্রথম পাতার পর*

বাণিজ্য কায়মে করার লক্ষ্যে ছাউনি পেতেছে। ঘোষিত লক্ষ্য ও কোটি টাকার তহবিল গঠন করা। তাতে নিয়মাবলিও তৈরি হয়েছে, কোন দোকানদার, কোন কলিকটকার, কোন কর্মচারীকে কত করে তোলা দিতে হবে। এই তোলা আদায়ের নিন্দা থেকে বৃথ কনভেনার এমনকি পুঠা প্রমুখও বাদ যাচ্ছে না। তাছাড়া কালোবাজারি থেকে নেশাকারবারি সকলের জন্যই রয়েছে তোলা আইন।

অভিযোগ দমনোত নিজেই বরফানগরে কোনো চুক্তি করে সাংকরদেরপে পাঠিয়ে টাকা সংগ্রহ করে নিচ্ছেন। ব্যক্তিগত তোলাার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ লক্ষ টাকা। ১০ লক্ষ টাকা বলতে কেমন লাগে। তাই নাম অন্যরকম একশ - একলক্ষ, দুইশ - দুই লক্ষ এক হাজার - দশ লক্ষ ইত্যাদি। তেমনি স্থানে স্থানে আলাদা এজেন্সি, যেমন আনন্দপুর, কলম নগরে নির্দিষ্ট বি জে পি এজেন্টের মাধ্যমে তোলা নিয়েয়া হচ্ছে। এই তোলা আদায়ের সাথে কোন রাজনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধ থাকার কথা কল্পনাও অতীত। সরকার যদি এধরনের কুকর্মের সমর্থক না হন- তাহলে অবিলম্বে ঘটনার তদ্যতা ও দলীয় সংগঠন অথবা সরকারি দপ্তর থেকে অনুসন্ধান করে অবিলম্বে তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেওয়ার পিরি জাণিয়েনো এলাকাবাসী। এমনিতেই ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে যেতে পারে তোলাবজার। অপর ভবিষ্যতে তোলাবাজারি বিরুদ্ধে প্রতিরোধে সাধারণ জনগণ এগিয়ে আসতে বাধ্য হবে বলে ধঁশিয়ার দিয়েছেন মানুষ।

চ্যালেঞ্জ জানিয়েই চলছে চুরি

● *প্রথম পাতার পর*

মধ্য ডুকলি ঘোষপাড়ায় কালী মন্দিরের শাটর ও দরজা ভেঙে স্বর্ণালঙ্কারসহ প্রণামী বাস্কের চুরি-পয়সা নিয়ে গেছে চোর। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি নজরে আসে। মন্দিরে টাকার ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়। খবর পেয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষজন ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। এ নিয়ে তিনবার এই মন্দিরে চুরি হয়েছে বলে খবরীয়া জানান। ঘটনায় জড়িত চক্রটিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মঙ্গলবার দুপুরে আগরতলা শহরের গ্যালেস কম্পাউন্ড এলাকায় একটি বাড়িতে চুরি করতে এসে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক চোর। জনৈক আবার ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে লোহার পাইপসহ অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি হয়। জিনিসগুলি নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকার লোকজন চোরকে ধরে ফেলেন। উত্তেজিত জনতা তাকে উত্তম মাধ্যম দেন। বাড়ির মালিক জানান এর আগেও বেশ কয়েকবার তাদের বাড়িতে এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে। দিন-দুপুরে চুরির ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক দেখা দেয়। অভিযুক্তের পুলিশধরে এসে তুলে দিচ্ছেন এলাকাবাসী।

বটতলা ফাঁড়ি নাকের ভগায় সোমবার রাত্তে ৯টি ফলের দোকানে চুরি হয়েছে। বটতলার ফুটপাথে থাকা এই ফলের দোকানগুলি থেকে ব্যবসায়ী ফল ও ফুচরো টাকা নিয়ে গেছে চোর।

সোমবার রাত্তে বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে চুরি হয় বাইক। ১১ টার পর বিশ্রামগঞ্জ বাজারস্থিত কালীবাড়ি থেকে অ্যোভেঞ্জার বাইকটি চুরি হয়েছে। বাইকের মালিক আদিবাসী কলোনীর সমুদ্র দেববর্মা। মঙ্গলবার সকালে বিশ্রামগঞ্জ থানায় চুরির মামলা নথিভুক্ত করেন তিনি।

ডেইলি দেশের কথা, আগরতলা, ২২ মার্চ, ২০২৩, বুধবার দুই

পাঁচ মিনিটের জন্য অফিসে আসুন বলে কাশ্মীরের সাংবাদিককে গ্রেপ্তার এনআইএ’র

লাগাতার ইরফানের পাঠানো প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে থাকে। যাতে কাশ্মীরের প্রকৃত ছবি উঠে আসে। বিশ্লেষকদের মত আন্তর্জাতিক মহলে কাশ্মীরের পরিস্থিতি নিয়ে মোদি সরকারকে যে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়, তার অন্যতম কারণ ইরফানের মত কাজ করছেন যেসব সাংবাদিক, চিহ্ন সাংবাদিকরা। কাশ্মীরের সংঘাতের খবর, সরকারের দমননীড়ন, মানুষের প্রতিবাদ- বিক্ষোভের খবর লাগাতার ইরফানের মাধ্যমে জেনেছে দেশ-দুনিয়া। একইভাবে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতির খবরও উঠে এসেছে ইরফানের প্রতিবেদনে।

সাংবাদিক ইরফান মেহরাজকে গ্রেপ্তারির সমালোচনা করেছে মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন। এক বিবৃতিতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইন্ডিয়া আকার পা্যোক্ত বলেছেন, সস্ত্রাসবাদের অভিযোগে সাংবাদিক ইরফান মেহরাজকে গ্রেপ্তার হাসাকর। এই ঘটনা কাশ্মীরে দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসা মানবাধিকার লঙ্ঘনের আরও একটি উদাহরণ। জন্মু-কাশ্মীরে সংবাদ মাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের উপরেও এই আক্রমণ, যা দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে। কাশ্মীরে মত প্রকাশের অধিকার ক্রমশ কল্পনায় হয়ে যাচ্ছে। ইরফান মেহরাজের মত মানবাধিকার কর্মীদের উৎসাহিত এবং রক্ষা করা প্রয়োজন, নির্যাতন করা নয়। এই নির্যাতন এখনই বন্ধ করতে হবে। যেসব সাংবাদিক এবং মানবাধিকার কর্মী মানবাধিকার লঙ্ঘনের খবর নাগরিক সামনে তুলে আনছেন, তাদের দমননীড়নের নীতি ভারতের সরকারকে ছাড়তে হবে বলেও মন্তব্য করেছে অ্যামনেস্টি।

মৃত্যুদণ্ডে ফাঁসির বিকল্প ব্যবস্থা চায় সুপ্রিম কোর্ট

নয়া দিল্লি। ২১ মার্চ : মৃত্যুদণ্ড কার্যকর ফাঁসির বিকল্প ব্যবস্থা চায় সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচার পতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় মঙ্গলবার একটি মামলার সুনানিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেন, ফাঁসির পরিবর্তে অন্য কোনও পদ্ধতি অনুসন্ধান করা হোক।

সংশ্লিষ্ট মামলায় আইনজীবী ঋষি মালহোত্রা দাবি করেছেন, ফাঁসি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতি। দেহ ঝুলে থাকা অবস্থায় কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় মৃত্যু পথযাত্রীকে। রাষ্ট্র জেনে বুঝে এই পদ্ধতি চালু রাখতে পারে না। অত্যাধীন হুঁসি একজন নাগরিকের অধিকার। ফাঁসি দিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বন্ধ হোক।

প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীরা দাবির সঙ্গে একমত নয়। প্রশ্ন হল, বিকল্প কী? অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেক্টর রমানিকে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, সরকার মনে করলে কম যন্ত্রণাদায়ক ব্যবস্থার অনুসন্ধান আদালত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গড়ে দিতে পারে। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, তিনি সরকারের সঙ্গে কথা বলে এই বিষয়ে জানানবেন।

আদালতে যে তিনটি বিকল্পের কথা আলোচনায় উঠে সেগুলি কম যন্ত্রণাদায়ক কিনা তা নিয়ে সশেষ প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। অনেক দেশে বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মৃত্যু কার্যকর করা হয়। কোনও কোনও দেশ ইলেকট্রিক চোয়ার ব্যবহা্য করে। আফ্রিকার কোনও কোনও দেশে এখনও আসামিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বিচারপতি পিএস নরসিং বলেন, এগুলি কম যন্ত্রণাদায়ক বলা যায় না। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতেও এই সব পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি আছে। ঠিক হয়েছে, অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের অতিমত জানালে আদালত পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানাবে।

মেরোয়ি নাম কুমারী প্রেমাণ সরকার বয়স, ২১ বৎসর, পিতা শ্রী নিতাই সরকার, গামা : হালহালি, থানা - কমলপুর, জেলা : ললাই, উচ্চতা : ৫ ফুট ২ ইঞ্চি, গায়ের রঙ : শ্যামলা, পদচরিত্র, উচ্চ মেয়েটি গত ১২-০৩-২০২৩ ই তারিখে নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়। এজন পশ্চত সে বাড়িতে ফিরাই আসে নাই। পরবর্তী সময়ে অনেক খোঁজবুজির পরও তাহাকে আদ্যাবিল খুঁজিয়া পড়ায় যায় নাই।

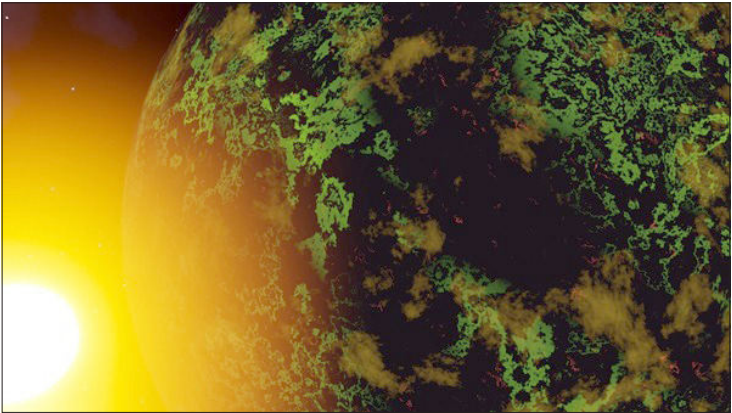
উক্ত বিষয়ে কমলপুর, থানায় গত ১২-০৩-২০২৩ ইং তারিখে একটি জেনারেল ডায়েরি নথিভুক্ত করা ইয়াইছে, যাহার নং ২৮। উক্ত বিষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু ইয়াইছে। উক্ত নিখোঁজ মহিলা সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত টিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

যোগাযোগের টিকানা : পুলিশ সুপার, ললাই জেলা, আমবাঙ্গা দুরাভাষ নম্বর : ০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ) ০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯২৭৬৩০ (মোবাইল) ৮৭৩১৯০৪০৭৭ (মোবাইল) ICA-D-2205-23

শেণ্ডোলি নাম -বিনীত পিতার নাম জানা নেই ও মাতার নাম কাজল মালেকার আচার্যি। জন্মের তারিখ ০৮-১২-২০২২, উপরের ছবিতে চিহ্নিত শিশুটি বর্তমানে আগরতলা বিশেষ শিশু দপ্তর মধ্যে রয়েছে। এই শিশুটির প্রতি তার পিতা/মাতার কোন দাবি থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে আগরতলা



পৃথিবীর অক্সিজেন এসেছিল কোথেকে?



আমাদের পৃথিবী বাসযোগ্য হলো কেন? অনেক কারণের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ আর ভারসাম্য অবশ্যই একটা কারণ। বায়ুমণ্ডলের প্রায় ২১ শতাংশ জুড়ে আছে এই প্রাণদায়ী উপাদান। কিন্তু বহু বহু যুগ আগেও কি ছবিটা একইরকম ছিল?

আজ থেকে ২.৮-২.৫ বিলিয়ন বছর আগেকার কথা। নিওআর্কিয়ান যুগ স্টো। তখন কিন্তু অক্সিজেন প্রায় ছিল না বললেই চলে। তারপর কী এমন ঘটল তবে? নেচার পত্রিকার জিওসায়েন্স বিভাগে প্রকাশিত একটা নতুন গবেষণাপত্র একেবারে অভিনব সম্ভাবনার কথা শোনাচ্ছে। পৃথিবীর ক্রাস্টে নড়াচড়া আর ভাঙাগড়ার ফলে টেক্টনিক উৎস থেকে পৃথিবীর প্রথম

দিককার অক্সিজেন এসেছিল। এখনকার ভূগোলকের কথা ধরলে, প্লেট টেক্টনিক হচ্ছে সবচেয়ে জোরদার টেক্টনিক সক্রিয়তা। যেখানে মহাসাগরের ক্রাস্ট পৃথিবীর ম্যাটেলের মধ্যে প্রবেশ করে। যেখানে তারা মিলিত হয় বা বলা ভালো সেই সংঘর্ষস্থলকে সাবডাকশান জোন বলে। এইখান থেকেই অক্সিজেন আসে বলে ধারণা গবেষকদের। কীভাবে?

এি অঞ্চলে ম্যাগমা তৈরি হয় জারিত পদার্থ দিয়ে (অর্থাৎ রাসায়নিকভাবে তার ভিতর অক্সিজেন থাকে)। সাথে থাকে তাঁতা আর ঘন জল, মহাসাগরের তলদেশের কাছেই। এই দুই পদার্থ ম্যাটেল স্তরে চলে আসে সংঘর্ষের সময়ে। সেখান থেকে আরেক ধরনের ম্যাগমা সৃষ্টি হয় যাতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস আর জলীয়বাষ্প থাকে।

বজ্রপাত এমন জিগজ্যাগ আকারের হয় কেন?



বাজ পড়তে কে না দেখেছে! আলোর ঝলকানি আর শক্তিতে হতবাক হয়ে যেতে হয়। কিন্তু বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ার আগে কয়েক ধাপে ভেঙে ভেঙে নামে। সেগুলোকেই জিগজ্যাগ রেখা বলা হচ্ছে। কিন্তু এই আঁকার্বাকা আকারের রহস্য এতদিন ধরে সমাধান হয়নি। নতুন গবেষণা দিচ্ছে ব্যাখ্যা। বজ্রগর্ভ মেঘের মধ্যে প্রবল তড়িৎক্ষেত্রের জন্ম হয়। তাতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে ইলেকট্রন কণা। তখন 'সিঙ্গলেট ডেন্টা অক্সিজেন মলিকিউল' নামের একটা বিশেষ গঠন তৈরিতে সুবিধে হয় যথেষ্ট শক্তিশালী এসব ইলেকট্রনের। তারপর এই নতুন

তৈরি হওয়া কণা আর ইলেকট্রন মিলিত হয়ে ছোট কিন্তু উচ্চ পরিবহণ ক্ষমতার কয়েকটা ধাপ তৈরি করে (বা সমাস্তুরাল রেখাও ভাবা যেতে পারে)। এই রেখাগুলোই সেকেন্ডের ভগ্নাংশ জুড়ে তীব্রভাবে আলাকিত হয়ে থাকে, সেটাই আমরা দেখতে পাই। আবার এই ধাপ যখন শেষ হয়, সেই শেষপ্রান্তে এই পুরো ঘটনায় একটা বিরতি পড়ে। তারপর আবার শুরু হয়। আবার সেই উজ্জ্বল ঝলকানি। এই পদ্ধতিটাই বারবার ঘটতে থাকে। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার পদার্থবিজ্ঞানের গবেষক-অধ্যাপক জন লওকে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন সম্প্রতি।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাত শক্ত করবে সফট রোবট



প্রযুক্তির বুনয়াদ ধার করা হয়েছিল অপটিক্যাল ফাইবার থেকে। সেই বিদ্যে প্রয়োগ করেই ফাইবারের তৈরি সফট রোবট বানিয়ে ফেলেছেন গবেষকরা। ফ্রান্সের ইকোল পলিটেকনিক আর ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের বিজ্ঞানীদের যৌথ উদ্যোগে এই নতুন গবেষণা। সফট রোবটের চল আজকের নয়। কিন্তু এই যন্ত্রের গতিবিধি সুচারুভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কাজটা প্রথম করে দেখালেন বিজ্ঞানীরা। ফলে সফট রোবটের কাজের পরিধি আরও খানিকটা বাড়বে। শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে তরল ঔষধ পৌঁছে দিতেও ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যেতে পারে। এছাড়া ইলেকট্রিক আর অপটিক্যাল সেলিং-র নানাবিধ প্রয়োগ তো

রয়েইছে। মুখ্য গবেষক ফ্যাবিয়ান সোরিন বলছেন, এই প্রথম ক্যাথেটারের মতো কাজ সফট রোবটের সাহায্যে করা হয়েছে। কিন্তু ক্যাথেটারের তুলনায় এর সূক্ষ্মতা বা কার্যক্ষমতা দুই-ই বেশি। এই সফট রোবটকে, বলতে গেলে, শরীরের ভিতরে এদিক ওদিক চালানো যাবে। গবেষণার খবরাখবর অ্যাডভান্স সায়েন্স পত্রিকায় বেরিয়েছে। এটা কাজ করবে নিশ্চিহ্ন অপটিক্যাল নির্দেশকের মতো। ফলে সফট রোবটের ফাইবারগুলোর আক্ষরিকভাবেই দেরের ভেতরকার অঙ্গের মধ্যে বাধা এড়িয়ে নির্দিষ্ট কাজটা করতে পারবে, বললেন আরেক বিজ্ঞানী লেবের।

সাইবেরিয়ার গুহায় নিয়ানডারথ্যালের খোঁজ

।। চয়ন লাহা ।।

আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ নিয়ানডারথ্যালরা যে গুহায় বাস করত তার আর এক বড় প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। লাইপজিগের ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট অব ইভলিউশনারি অ্যানথ্রলজির বিজ্ঞানীদের একটি দল সাইবেরিয়ার আলতাই পর্বতের চেগিরস্কায়্য গুহায় নিয়ানডারথ্যালের ১৭ খণ্ড হাড় ও দাঁত খুঁজে পেয়েছেন। এগুলি পরীক্ষা করে তারা জানতে পেরেছেন যে, এই নিয়ানডারথ্যালরা ঐ গুহায় বাস করেছিল ৫১ হাজার ৫৯ হাজার বছরের মধ্যবর্তী সময়ে। গবেষক দল ১৭ খণ্ড হাড় ও দাঁতের মধ্যে ১৫টির ডি এন এ পরীক্ষা করে সেগুলির বয়স নির্ধারণ করেছেন। তারা আরও জেনেছেন যে, মহিলা নিয়ানডারথ্যালরা দল বেঁধে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলাচল করত। সাইবেরিয়ার পর্বতে ঐ গুহায় নিয়ানডারথ্যালের পায়ের ছাপও পাওয়া গেছে। হাড়, দাঁত ও পায়ের ছাপ— সবকিছু বিশ্লেষণ করে নৃবিজ্ঞানীদের গবেষক দল ১১ জন নিয়ানডারথ্যালকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। এই ১১ জনের মধ্যে শিশুও রয়েছে। ঐ গুহায় বাইসনের হাড়ও পাওয়া গেছে। অর্থাৎ নিয়ানডারথ্যালরা বাইসন শিকার করে যেতো।

জার্মানির নিয়ানডার উপত্যকায় সর্বপ্রথম আদি মানবের এই প্রজাতির ফসিল আবিষ্কার হয়। সেখান থেকেই তাদের নাম করা হয় নিয়ানডারথ্যাল। নিয়ানডারথ্যালরা শেষ বরফ যুগের সময় পর্যন্ত টিকে ছিল। তারা পাথরের ব্যবহার শিখেছিল। যা দিয়ে তারা অন্য জীব-জন্তুদের শিকার করে নিজেদের খাদ্যের ব্যবস্থা করতো। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে নিয়ানডার উপত্যকায় ফেপ্পহফার গুহায় আবিষ্কৃত মানব ফসিল থেকেই নিয়ানডারথ্যাল নামকরণ করা হয়। ঐ উপত্যকায় শ্রমিকেরা চুনাপাথর খনন করছিলেন। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে নিয়ানডারথ্যালের হাড়, দাঁত, মাথার খুলি পাওয়া গেছে। আধুনিক মানুষের বিভিন্ন আদি শাখার মধ্যে এই নিয়ানডারথ্যালরা মানুষের বিকাশে এক বিশেষ অধ্যায়ে টিকে রয়েছিল।

জেরার ডোরাকাটা দাগ তাদের কী কাজে লাগে?

জেরার সাদা কালো দাগ তার ছদ্মবেশের কাজ করে এটাই বহুকালের প্রচলিত ধারণা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন রক্তচোষা মাছির হাত থেকে এই ডোরাকাটা দাগ জেরাকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। বেশ কয়েক বছর আগে ইউরোপের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের নেতৃত্বে একটি গবেষণায় দেখা গেছে জেরার ডোরা কাটা দাগ মাছিরের থেকে তাদের রক্ষাকবচ। এখন বিজ্ঞানীরা খোঁজ করছেন এই দাগ তাদের কীভাবে রক্ষা করে।

নতুন এক গবেষণায় এই উদ্ভরের খানিকটা অংশের খোঁজ পাওয়া গেছে — রোগীদের ক্ষেত্রে সাদা কালো বিভিন্ন নকশার কন্ট্রল দিয়ে কিছুটা বোঝা গেছে। আবার ঘোড়ার গায়ে বিভিন্ন নকশার কন্ট্রল চাপা দিয়ে, বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ডোরাকাটা দাগ বা স্ট্রাইপ আর দাবার খোপ বা চেকারবোর্ডের নকশার সাপেক্ষে মাছিরের আচরণ ক্যামেরাবন্দি করেছেন।

ওই একই দলের গবেষকরা এখন বোবার চেপ্টা করছেন ডোরাকাটা দাগ কেন মাছিরা অপছন্দ করে। ইউরোপের ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় পরিবেশবিদ টিম ক্যারো বলেছেন যে, ঘোড়ার রক্তচোষা মাছিরা ডোরাকাটা বস্তুর উপর বাস বিপজ্জনক মনে করে, কিন্তু এখনও গবেষণায় এটা স্পষ্ট নয় স্ট্রাইপ নকশা কেন তারা বিপজ্জনক মনে করে।



জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেনের ক্ষমতা কদুর?

অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহর থেকে ৮২০ কিলোমিটার উত্তরে উপকূলের বুকে একটা ছোট্ট শহর ডেনহ্যাম। এই অনামা শহরের দিকেই গোটা দেশ, এমনকি বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানীরা আর পরিবেশবন্ধুরা তাকিয়ে আছেন। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম হাইড্রোজেন মাইক্রোগ্রিডের ট্রায়াল শুরু হয়েছে এই ডেনহ্যামেই।

এই ধরনের মাইক্রোগ্রিড হয়তো পৃথিবীতে প্রথম। এ মাসেই শুরু হয়েছে হাইড্রোজেন উৎপাদন। আশা করা হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোদমে চালু হতে ২০২৩ সালের প্রথমদিক অবধি অপেক্ষা করতে হবে। তখন ডেনহ্যামের ২০ শতাংশ লোককে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতে পারবে ডেনহ্যাম হাইড্রোজেন ডেমনস্ট্রেশন প্ল্যান্ট। মোটামুটি ১০০ পরিবারের জন্য শক্তি সরবরাহ করতে পারবে সংস্থাটা।



মঙ্গলে মানুষের বসতির জায়গাগুলি বেছে ফেলল নাসা

বিজ্ঞান জার্নাল 'নেচার অ্যাস্ট্রোনমি'-তে। মঙ্গলে এখনও যে পরিমাণে জল রয়েছে, বিজ্ঞানীদের ধারণা, তার বেশিরভাগটাই রয়েছে লাল গ্রহের দুই মেরুতে। বিশেষ করে, মঙ্গলের উত্তরে গোলাপের মেরু এলাকাগুলিতে। সেই জল ভূপৃষ্ঠের খুব নিচেও নেই যে, তা তুলে আনার জন্য প্রচুর খাম খরাতে হবে। তবে সেই জল তরল অবস্থায় নেই, জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। সেই জল রয়েছে 'আইস ওয়াটার' বা বরফ জল অবস্থায়। জল জমে বরফ হয়েই আছে। তবে উষ্ণতায় তা গলে আশপাশে কিছুটা তরল হয়েও বেরিয়ে আসছে। **জলে চাষবাস, জলই হতে পারে রকেট জ্বালানি**

যদি আগামী দিনে মানুষের বসতি গড়ে ওঠে লাল গ্রহে, তা হলে এই জলকে কী

মিগালু কোথায় গেল?



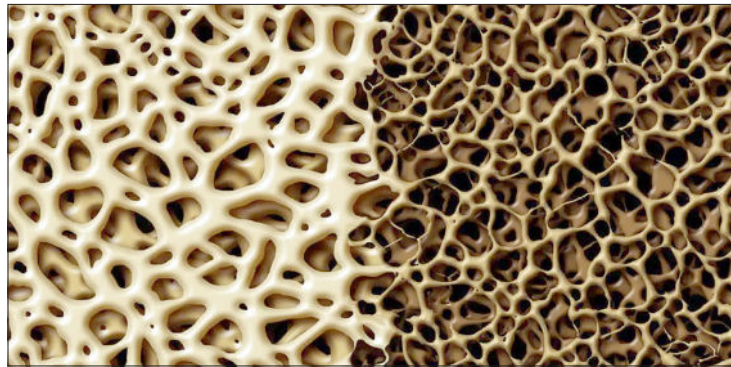
স্থানীয় ভাষায় মিগালু কথার অর্থ — ফরসা লোক। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল বরাবর সালা রঙের বিশেষ ভিমিকে মিগালু বলে। মেগাপেট্রা নোভাআংলিয়া — বিজ্ঞানসম্মত নাম, সাধারণ পরিচয়ে অ্যালবিনো হাম্পব্যাক ভিমি। ১৯৯১ সালে প্রথম এই বিরল জলচরের হদিশ মেলে। কিন্তু এই নিয়ে টানা দু-বছর একটাও মিগালুর দেখা পাওয়া যায়নি। স্বভাবতই মনঃক্ষুণ্ণ আগ্রহী মানুষজন।

এত বড় সমুদ্রে যেকোনো জায়গায় মিগালু লুকিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সবার মুখে একই প্রশ্ন — মিগালু কোথায় গেল? তারপরেই আশাহত করে উঠে আসছে আরেকটা কথা — আর কি কোনোদিন দেখা যাবে সাদা ভিমি?

সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীদের নিয়ে গবেষণা করেন ড. ভেনেসা পিরোত্তা। সিডনির ম্যাককুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কর্মরত। কোন্ কোন্ সময় মিগালুর দেখা মিলেছে তা তালিকাভুক্ত করে একটা সময়সারণি তিনি বানিয়েছেন। তারপরে তাঁর মন্তব্য, মিগালুর এই হঠাৎ বোপাশ হয়ে যাওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয়।

১৯৯১ সালের পর থেকে গত ৩০ বছরের তথ্য থেকে দেখাই যাচ্ছে, প্রত্যেক বছরই যে সাদা ভিমি দেখা যাবে এমন কোনও কথা নেই। বরং সময়ের অনেকটা ব্যবধান থাকতেই পারে। ড. পিরোত্তা ভরসা দিচ্ছেন দর্শকদের — হয়তো পরের বছরেই মিগালুর দর্শন মিলবে।

বায়ু দূষণ মানুষের হাড়কে আরও ভঙ্গুর করে তুলছে



অস্টিওপোরোসিস বা হাড়ের ক্ষয় রোগ একটা দুরারোগ্য ব্যাধি যা ধীরে ধীরে হাড়কে আরও ভঙ্গুর করে তোলে এবং সময়ের সাথে সাথে হাড় ভেঙেও যায়। আর এই অস্টিওপোরোসিস নিয়ে একটা নতুন গবেষণায় জানা গেছে যে উচ্চ মাত্রার বায়ু দূষণের সাথে হাড়ের এই ক্ষয় রোগের একটা উদ্বেগজনক যোগসূত্র আছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় বিশেষত পোস্টমেনোপজাল বা রজাবন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলাদের মধ্যে এই রোগ আরও বেশি করে দেখা যায়। ছয় বছর ধরে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসা ৯,০৪১ জন রজাবন্ধ হয়ে যাওয়া মহিলাদের থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে হাড় ক্ষয় হওয়া এবং হাড় ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকির একটা পরোক্ষ সূচক হলো হাড়ের খনিজ ঘনত্ব কমে যাওয়া। গবেষকেরা বয়স্ক ব্যক্তিদের বাড়ির ঠিকানা অনুসারে সেই পরিবেশে বায়ুতে নাইট্রিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই

অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড এবং ছোট ছোট বস্তুকণা বা ধূলিকণা ইত্যেজিতে যাকে পার্টিকুলেট ম্যাটার বলে (যার আকার ১০ মাইক্রোমিটারের চেয়ে ছোট -PM10, লোহিত কণিকার ব্যাসের মাপে), এইসব গ্যাস ও বস্তুকণার পরিমাণ মেপে দেখেছেন যে দূষণ বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে শরীরের বিভিন্ন জায়গার হাড় অর্থাৎ ঘাড়, মেরুদণ্ড এবং কোমরের হাড়ের খনিজ ঘনত্ব কমে গেছে। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির বায়োমেডিক্যাল বিজ্ঞানী ডিভিয়ের প্রাদার মতে গবেষণায় উঠে এসেছে যে অর্ধ-সামাজিক বা জনসংখ্যাগত কারণগুলো বাদ দিলেও বেশি মাত্রার বায়ু দূষণ হাড় ক্ষয়ের একটা কারণ হতে পারে।

অতীতের গবেষণা থেকে দেখা গেছে বেশি মাত্রায় বায়ু দূষণ এবং সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি হাড়ের ক্ষয়ে যাওয়া অথবা হাড় ভেঙে যাওয়ার অতিরিক্ত ঝুঁকি এই তিনটের মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া প্রদেশের হাইড্রোজেন ইনস্টিটিউটের মন্ত্রী আলানাহ ম্যাকটিয়েরেন বলছেন, পূর্ণ দক্ষতায় পৌঁছালে এই প্ল্যান্ট ডিজেল বা অন্য জীবাম্ম জ্বালানিকে সরিয়ে দিতে পারবে। ২০৫০ সালের মধ্যে এই প্রদেশের নোট জিরো বা কার্বন শূন্য করার প্রতিশ্রুতিও অনেকটাই বাস্তবায়িত হবে। ঘরে ঘরে জ্বালানি হিসেবে হাইড্রোজেন পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগের এটা প্রথম সোপান। প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি তৈরি হয়ে গেছে। অচিরেই হাইড্রোজেনের উৎপাদক এবং ভোক্তা হিসেবে সামনে এগিয়ে যাবে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া।

নভেম্বর মাস থেকে খুলে গিয়েছিল প্ল্যান্ট। হরাইজেন পাওয়ারের মতে, এই প্রকল্প প্রতি বছর ১৪০০০০ লিটার ডিজেলের ব্যবহার কমাতে পারে।



কী ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে? নাসার জেট প্রোপালসন ল্যাবরেটরি (জে পি এল)-র সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ও বৃহৎপতিত চাঁদ 'ইউরোপা'য় নাসার অভিযানে জে পি এল-এর টিম লিডার গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, “গত দু’তিন দশক ধরেই মঙ্গলে এই জায়গাগুলিকে খুঁজে বার করার চেষ্টা চালাচ্ছিল নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (এসএ)। ২০১৫ থেকে এই কাজে আরও গতি আসে। তারই ফল

হিসেবে এই প্রথম এমন অনেকগুলি জায়গাকে চিহ্নিত করে তার সার্বিক মানচিত্র বানানো সম্ভব হলো।” গৌতম জানাচ্ছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। কারণ, আগামীদিনে যদি অণুজীবের হদিশ মেলে মঙ্গলে, তা হলে এই সব এলাকা ও তার আশপাশেই তাদের খোঁজ মেলার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গৌতম বলছেন, “এই জল যে শুধুই ভবিষ্যতে আমাদের বসতির পানীয় জলের অভাব মেটাতে পারে তা-ই নয়;

তা দিয়ে হতে পারে চাষবাসও। এমনকি, এই জল থেকেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস বার করে তা দিয়ে রকেটের জ্বালানিও বানানো যেতে পারে। তাতে মঙ্গল থেকে পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য রকেটের জ্বালানি আর পৃথিবী থেকেই ভরে পাঠাতে হবে না। তাতে মহাকাশযানের ওজন কমবে। শক্তির সাশ্রয় হবে। খরচও কমবে। ফিরতি রকেটের জ্বালানি জোগাবে মঙ্গলের এই জলই।”

“এলাকায় এলাকায় মজবুত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। যদি রাজনৈতিক সংগঠনকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে এটা একটা কথার কথা থেকে যাবে। সংবাদপত্র ছাড়া এই শিক্ষার ব্যবস্থা কে করবে।”

— ভি আই লেনিন

প্রথম প্রকাশ ১৫ ই আগস্ট, ১৯৭৯ ইং
২২ মার্চ, ২০২৩ ইং
৭ চৈত্র, ১৪২৯ বাংলা

সম্পাদকীয়

বড় বিপর্যয়ের আভাস

একদিকে শাসক দলের হিংসে সন্ত্রাসে ভীত, সম্ভ্রান্ত, আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রাজ্যের মানুষ। এ অবস্থায় আরেকটি দুঃসংবাদ হলো, বেড়ে গেছে চোর-ডাকাতের উৎপাত। রাজ্যের রেল স্টেশনগুলিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চোর-পকেটমাররা। টাকার ব্যাণ্ণ, মোবাইল প্রভৃতি চুরি করে নিচ্ছে, শুধু তাই নয়, ছিনিয়ে নিচ্ছে মহিলাদের গায়ের স্বর্ণালঙ্কারও। আগরতলা শহরসহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তেই চুরি, ডাকাতি বেড়ে গেছে উদ্বেগজনকভাবে।

এ ধরনের অপরাধজনিত ঘটনাবলির মূল কারণ দুটি। প্রথমত, রাজ্যজুড়েই এখন শাসক দলের দুর্বৃত্তরা হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটো ব্যস্ত। এটি হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে শাসক দল বি জে পি-র জয়ে আনন্দ উল্লাসের নামে এবং বিরোধী দলগুলির কর্মী-সমর্থকদের উপর প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে। দ্বিতীয়ত, রাজ্যে এখন উয়নমূলক কম্প্রহাস সম্পূর্ণ স্তব্ধ। অভাব, অমান্ত, বেড়েছে প্রচণ্ডভাবে। চোরেরাও রয়েছে আর্থিক সংকটে। রাজ্যের অরাজক অবস্থার সুযোগ নিচ্ছে ওরা। এমনকি চুরির ঘটনা ঘটেছে পুলিশকর্মীর বাড়িতেও।

বি জে পি-র শাসনে শুধু রাজনৈতিক দুর্বৃত্ত তৈরি হয়নি, চুরি, ডাকাতির চাষাবাদও বেড়েছে সমানভাবে। এসব অপরাধে জড়িতদের টিকি কোথায় বাঁধা তা ভালোভাবেই জানে পুলিশ। তাই কোথাও ওরা ধরা পড়লেও অনেক ক্ষেত্রেই ছাড়া পেয়ে যায় অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে।

বি জে পি দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসার পর ত্রিপুরা অপরাধের আরও বড় স্বর্ণরাজ্য হতে চলেছে। এতে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বলাই নবান্ন চোর-ডাকাতদের শেল যখন নতুন উৎসাহে শুরু হবে তখন রাজ্যবাসী উপলব্ধি করবেন সামনের দিনগুলি আরও কত ভয়াবহ। সাধারণ চোর-ডাকাতরা নিয়ে যাচ্ছে মানুষের কিছু সম্পদ। কিন্তু রাজনৈতিক চোর-ডাকাতরা সরকারি অর্থ সম্পদ লুটপাটে এমন মত্ত হবে যে, রাজ্যের উন্নয়নে নেমে আসবে আরও স্তব্ধতা। অর্থনৈতিক সংকটে স্তব্ধ হবে জনজীবন। সাধারণ চুরি, ডাকাতির ঘটনা বেড়ে যাওয়া আরও বড় বিপর্যয়ের আভাস মাত্র।

খেরা জমিনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি ।। ২১ মার্চ: কয়েকসের অন্যতম মুখপাত্র পবন খেরার বিরুদ্ধে দায়ের তিনটি এফ আই আর-কে একত্রিত করে লন্স্ফোর্য়ের হজরতগঞ্জ থানায় স্থানান্তরিত নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এরই সঙ্গে খেরার অন্তর্বর্তীকালীন জমিনের মেয়াদ ১০ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়িয়েও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সোমবার প্রধান বিচারপতি বিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বENCH এই রায় দেওয়ার পাশাপাশি জানিয়ে দিয়েছে যে, ‘লন্স্ফোর্য়ের বিচারধীন আদালতে খেরা স্বাভাবিক জমিনের আবেদনও করতে পারেন। সেই স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হলো।’

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে মন্তব্যের জেরেই পবন খেরার বিরুদ্ধে উত্তরপ্রদেশের বারানসী ক্যান্টনমেন্ট এবং আসামের হাফলুংকে এফ আই আর দায়ের করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট খেরার অন্তর্বর্তীকালীন জমিনের মেয়াদ সময় মতো বাড়িয়ে গিয়েছে। গত ২২ ফেব্রুয়ারি খেরাকে গ্রেপ্তার করে আসাম পুলিশ। ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন খেরা। এর জেরেই তাকে গ্রেপ্তার করে আসামের পুলিশ। বহু নাটকের পর খেরাকে গ্রেপ্তার করা হয় দিল্লি বিমানবন্দরে তিনি কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সঙ্গে রায়ুরে যাত্রিছিলেন দলের শীর্ষ বৈঠকে যোগ দিতে। এদিন অবশ্য সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা খেরার জবাবের কাক উল্লেখ করে বলেন, তিনি কোনও নিশ্চর ক্ষমার কথা জানাননি। উলটে বলেছেন যে, তিনি কোনও ভুল করেননি।

ভোপাল গ্যাসকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ কেন্দ্রকে দেওয়ার দাবি

ভোপাল।। ২১ মার্চ: কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভোপাল গ্যাসকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানাল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেই কেন্দ্রের কাছে সাহায্যের আরজি জানিয়েছে গ্যাসকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে সংগ্রামরত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ ভোপাল গ্রুপ ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাকশন।

গ্যাসকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ইউনিয়ন কার্বাইড’র উত্তরাধিকার সংস্থা ডাও’র কাছে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭ হাজার ৮৪৪ কোটি টাকার দাবি জানিয়ে মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। দুই দশ সপ্তাহে সেই আরজি পুরোপুরি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। সোমবার যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে রাঢ়া থিংরা স্পস্ট অসহযোগ প্রকাশ করে বলেছেন, ‘আমরা ওই রায়ের ঘোরতর বিরোধিতা করছি। আমরা এখন ওই ক্ষতিপূরণ দাবি করছি কেন্দ্রের কাছে। একইসঙ্গে গ্যাসকাণ্ডের দ্বিতীয় গ্রন্থয়ের ক্ষতিগ্রস্তদের বিচারের আশায় যোগেযুক্ত আদালতে আবেদন জানানোকে চেষ্টা চালাবো আমরা।’ ক্ষয়ক্ষতির বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবনই করতে পারেনি সুপ্রিম কোর্ট বলে মনে করেন থিংরা। তিনি অভিযোগ করেন, ‘ইউনিয়ন কার্বাইডের বিবিত্ত বার্তা ভোপালের ভূগর্ভস্থ জলই দূষিত হয়ে পড়ে। এই মৌলিক বিষয়টি উপেক্ষা করে গিয়েছে শীর্ষ আদালত। অত্যাণ্ড গ্যাসবন্দের আগেও ওই বিষাক্ত বার্জের কারণে ভোপালের ভূগর্ভস্থ জল দূষিত হয়ে পড়েছিল।’

ভোপাল গ্যাসপিড়িত মহিলা স্টেশনারি কর্মচারী সংঘ’র সভানেত্রী রশিদা বী অভিজোয়া বলেন, ‘ইউনিয়ন কার্বাইড জালিয়াতি করে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে আপস মীমাংসায় আসার চেষ্টা করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টিকে গুরুত্ব যেননি।’ এ বিষয়ে তাঁদের আইনজীবীরা প্রামাণ্য তথ্যও পেশ করেছিলেন আদালতে বলে জানান।

গরু পরিষেবা কমিশন গড়তে চলেছে মহারাষ্ট্র

মুম্বাই।। ২১ মার্চ : এবার গরু সুরক্ষায় রাজ্যে গরু পরিষেবা কমিশন তৈরি করবে মহারাষ্ট্রের শিব সেনা (শিভে গোষ্ঠী) এবং বিজেপি’র জোট সরকার। গত শুক্রবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে কমিশন গঠনের বসড়া বিলাও অনুমোদন করা হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রস্তাবিত কমিশনের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কমিশনের নাম হবে মহারাষ্ট্র গৌ সেবা আয়োগ। রাজ্যের প্রাণী পালন দপ্তরের এক আধিকারিক সোমবার মুম্বাইয়ে এই খবর জানিয়েছেন।

তিনি বলেনছেন, ২০১৫ সালে মহারাষ্ট্রে আইন তৈরি করে গরু হত্যা ও গরুর মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেই আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করাই হবে এই কমিশনের অন্যতম প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে সেসব গরু অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়ছে, অর্থাৎ যেগুলি দুধ দেওয়ার ক্ষমতা ও প্রজনন ক্ষমতা হারিয়েছে এবং কৃষিকার্যে ব্যবহারের অনুপযোগ্য হয়ে পড়েছে, সেগুলির পরিত্যাগ বিধিটির তদারকি করবে এই কমিশন। অনুৎপাদনশীল ও রাস্তায় যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো গরুদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য রাজ্যে সেসব গোশালা রয়েছে, সেগুলির সবকটিতে নজরদারিও চালাবে এই কমিশন। গরুর স্বাস্থ্যি প্রজাতির বিকাশকেও কমিশন পরিকল্পনা করবে। গোবর ও গোমূত্র ব্যবহারও রাজ্যের পরিচর্যা ও বিন্যূৎ উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে যুক্ত করে গবেষণার উদ্যোগও নিতে বলা হবে কমিশনকে। এই কমিশন হবে ২৪ সদস্যের। সরকারি অফিসার, পুলিশ আধিকারিক এবং এনজিও’র কর্মীদের নিয়ে গড়া হবে এই কমিশন।

বি জে পি’র বুলডজার রাজনীতি এবং কমিউনিস্টরা

বুলডজার বাবা! যোগী আদিতানাথের নতুন নাম। কানপুর থেকে শাহারানপুর হয়ে প্রয়াগরাজ—উত্তরপ্রদেশ জুড়েদাপিয়ে বেড়াচ্ছে বুলডজার। অ্যামাজন, ফ্লিপকার্টের মতো ই-কমার্স সাইটে বুলডজারের খেলনা বিক্রি হচ্ছে। হোলিতে বুলডজারের পিচকারি বিক্রি হচ্ছে। সরকারি অনুষ্ঠানে বুলডজারের মেমেন্টো বিতরণ করা হচ্ছে। ফক্ফড় ভক্তরা গায়ে বুলডজারের ট্যাটু করছে।

এইসবের শুকটা জুলাই, ২০২০-তে। কোর্টের অর্ডার ছাড়াই কানপুরের বিক্্র গ্রামে গ্যাস্টার বিকাশ দুবের বাড়ি বুলডজার দিয়ে ভেঙে গুড়িয়ে দেয় যোগী আদিতানাথের সরকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে সেই ছবি-ভিডিও। পপুলিস্ট ন্যারেটিভে “অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় বুলডজার রাজনীতিকে।

ওই যে বলে, হাতির খাওয়ার আর দেখানোর দাঁত আলাদা। ঠিক সেটিই হয় এই বুলডজার রাজনীতির ক্ষেত্রেও। সংবিধানের আর্টিকেল ১৪-র রাইট টু ইকুয়ালিটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে যোগী আদিতানাথ নেতৃত্বাধীন বি জে পি সরকার এর পর থেকে একের পর এক জায়গায় বুলডজার রাজনীতি ব্যবহার করতে শুরু করে মূলত মুসলিম এবং যোগী সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমন করতে। অভিযুক্ত নামেই দোষী, সূতরাং তার ঘর ভেঙে দেওয়া জায়েজ— এটাই এরকম সরকারি ভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বি জে পি’র জয় বরকমে যোগী আদিতানাথের বুলডজার রাজনীতির সাটফিক্সের মতো ব্যবহার করা হয়। ক্রমশ বুলডজার রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ে মধ্যপ্রদেশ এবং দিল্লিতেও।

।। দুই।।

বুলডজার রাজনীতির সবচেয়ে চর্চিত উদাহরণ দিল্লির জাহাঙ্গির পুরী। হুমুদান জয়শ্রীকে কোনও করে প্রথমে জাহাঙ্গির পুরীতে হিন্দুত্ববাদীদের ম্যানুফ্যাকচারড সাম্প্রাদায়িক উত্তেজনা, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, পুলিশের নিক্রিয়তা এবং মদত। আক্রান্তদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা, এখেন্দ্র্যার। এই ঘটনার রেশ ধরেই ‘বেআইনি’ উচ্ছেদের নামে সংখ্যালঘুদের ঘরবাড়ি, দোকানের উপর বুলডজার। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারকে তোয়াক্কা না করার উদ্ধতা।

ভারতে পূজিবাদের তাঁবেদারিতে গরিব মানুষের ঘর উচ্ছেদ এই প্রথমবার নয়। কিন্তু তার মধ্যেও দিল্লির জাহাঙ্গিরপুরীর ঘটনার আরও কিছু বিশেষ আঙ্গিক রয়েছে। গোটা এলাকায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষই বসবাস করেন বেশি। মূলত বাংলাভাষী মুসলমান। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের তাঁদের আইডেন্টিটির জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আক্রমণ করার উদাহরণ বি জে পি’র আসলে ভূরি ভুরি। তার সাথে এখনো যুক্ত হলো বাংলা ভাষার প্রশ্ন। বাঙালি মুসলমানদের দাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ‘বাংলাদেশি’, ‘রোহিঙ্গা’ হিসেবে। সংঘ পরিবারের ‘রাজনৈতিক হিন্দু’ তৈরি করার প্রোজেক্টে এটাই দিল্লির বথ মানুশের জেনারেল সেক্টিমেন্ট।

লন্ডন, আমেরিকায় ভারতীয় দূতাবাসে হামলা খালিস্তানিদের ভাঙচুর, পতাকা খুলে নেওয়ার চেষ্টা

ওয়াশিংটন ও ক্যানবেরা।। ২১ মার্চ : খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিংকে লন্ডনের চেষ্টার প্রতিবাদ দেখিয়ে গ্রেপ্তার এবং সানফ্রান্সিসকোর ভারতীয় দূতাবাসে রবিবার হামলা চালানো খালিস্তানপন্থীরা। লন্ডনের ভারতীয় হাইকমিশন এবং সানফ্রান্সিসকোয় ভারীয় কনসুলেট ভবনে আক্রমণ হানে তারা। লন্ডনের দূতাবাস থেকে ভারতের পতাকা খুলে নেওয়ার চেষ্টাও করে খালিস্তানপন্থী সমর্থকরা। সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই দেখা যায়, সানফ্রান্সিসকোতে হাতে তরোয়াল নিয়ে দূতাবাসে হানা দিয়েছে তারা। জোরে বাজছে পাঞ্জাবি গান।

দূতাবাসের দেওয়ালজুড়ে তারা লিখে দেয়, ‘ফ্রি অমৃতপাল’। দুই দূতাবাসে চক্রবজুড়েই নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। স্কটল্যান্ড ভারত একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে। ভারতের তরফেও পতাকা প্রতিস্থিতি। দৈত্যে ভারতীয় দূতাবাসের কর্মী-আধিকারিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জোরালো বার্তা দেওয়া হয়েছে।

হামলাকারীরা নিজেই একাধিক ভিডিও তৈরি করেছে এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়েও দিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, একদল যুবক ভারতীয় দূতাবাসের দরজা-জানলার কাচ খালিস্তানি পতাকার আংশ দিয়ে মেরে বেতে ফেলেছে। ওই হৃদয় পতাকা উড়িয়েই দূতাবাসে ঢোকে তারা।

নিজস্ব সংবাদদাতা ।। কলকাতা, ২১ মার্চ: লুটেরাদের বিরুদ্ধে হুক আদায় করতে শ্রমজীবী মানুষ পাথে। রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে হলে হকের দাবিতে পাথে নামুন। রবিবার র্থ ২৪ পরগনা বিডি ওয়ার্কস্‌ ইউনিয়নের (সি আই টি ইউ) ৭ম জেলা সম্মেলন উদ্বোধন করে এই আহ্বান রাখলেন ফেডারেশন অব ওয়েস্ট বেঙ্গল বিডি অ্যান্ড টাচব্যাকো ওয়ার্কস্‌ ইউনিয়নের অন্যতম রাজ্য সম্পাদক দীপঙ্কর শীল। তিনি বলেন, ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গকে কার্যত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে একে অপরের পরিপূরক বি জে পি-তৃণমূল।

আগামী প্রজন্মকে গভীর খাদের কিনারায় দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।সেকারণে শুধুমাত্র সদস্য সংগ্রহ করে থেমে গেলে হবে না। গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় যেতে হবে। বিডি শ্রমিকদের সমস্যাগুলি শুনতে হবে। তাঁদের বোঝাতে হবে, বিডি শ্রমিকদের সমাজিক সুরক্ষা এবং হাজার প্রতি বিডি তৈরির মজুরি ৩৫০ টাকা, ষাট বছর বয়সের পর মাসিক ৭,৫০০ টাকা পেনশনদসহ অন্যান্য হকের দাবিতে একমাত্র বি আই টি ইউ লড়াই করছে। কমরেড শেখ সহিদ্দা, কমরেড মনোরঞ্জন সাহা, কমরেড অমর দাস মঞ্চ ও কমেড শ্রীদ্রা রায়চৌধুরী নগরে

সুশোভন

দিল্লিসহ বিভিন্ন মেট্রো শহরে এরকম বথ পরিযায়ী শ্রমজীবী আছেন যারা কিন্তু বকলামে এই বিশাল শহরগুলির চালিকা শক্তি। অথচ তারা শোষিত ও বঞ্চিত। কেউ নির্দিণ কর্মী থেকে ছোট ব্যবসায়ী, কেউ ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জারস— মূলত অসংগঠিত শ্রমিক। যাদের স্থায়ী মাথা গোঁজার জায়গা নেই। নেই রোগগারের নিশ্চয়তা। লকডাউন পরবর্তী সময়ে কমেছে তাঁদের কাজের সুযোগও। জাত, ধর্ম ও ভাষার আইডেন্টিটির অঙ্গিকে এই মানুষগুলোর রুটি-রুজির আসল দাবিগুলোকে আড়াল করার চেষ্টা করা হচ্ছে দিনের পর দিন।

।। তিন।।

প্রশ্ন আসতে পারে গো-বলয়ে জনমানসে বুলডজার রাজনীতির মান্যতা পেয়ে যাওয়া নিয়ে। এই বিষয়টি গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বুলডজার রাজনীতি আসলে হিন্দুত্ববাদীদের মাসেল ফ্রেঞ্জিং-র রোটোরিক। রাষ্ট্র ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ। ফ্যাসিস্ট শাসকদের ইতিহাসে যা স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত দেশের অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির থেকে বি জে পি’র চরিত্রে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এবং সেই পার্থক্যের ড্রাইভিং ফোর্সই হলো বি জে পি’র পাওয়ার সেন্টার—সংঘ পরিবার।

বি জে পি’র ক্ষমতায়ন মানে বকলামে এই সংঘ পরিবারের কাছেই রিমোট কন্ট্রোল। যে সংঘ পরিবারের প্রধান এজেন্ডা দেশের সোশ্যাল ফ্যাবরিকে অনুবাদী বিষাকে প্রাথিত করা। বিজ্ঞানমনস্কতার ধারণাকে ক্রমাগত আঘাত করা। জনমানসে ‘ধর্ম’-কে একটা ‘হার্জার দেন লাইফ’ স্ট্যাটাসে উন্নীত করা। সংঘ পরিবারের গত প্রায় ১০০বছর ধরে সমাজের মধ্যে এই বিষ ইনজেক্ট করে ‘রাজনৈতিক হিন্দু’ তৈরি করার প্রজেক্টকে বাদ দিলে বি জে পি’র নির্বাচনি সফলতা কিংবা বুলডজার রাজনীতির সামাজিকীকরণের কেমিস্ট্রি বোঝা সম্ভব নয়।

খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে, সংঘ পরিবারের কাজ ভারতের সোশ্যাল ফ্যাবরিককে পরিবর্তন করে রাজনৈতিক হিন্দু তৈরি করা। আর সংঘ পরিবারের এই কাজে সংসদীয় রাজনীতিতে দালালের নাম বি জে পি। দেশের বিভিন্ন গো-বলয়ের বিভিন্ন জায়গায় সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতি যদি গভীরভাবে খোঁজালা করা যায় তাহলে ওই রাজজুলিতে বি জে পি’র রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার ইউ এস পি-টা বোঝা যাবে।

গো-বলয় জুড়ে জনমানসে ধর্ম, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান একটা গভীর বিষয়। গো-বলয় জুড়ে ধর্ম মেনে আজীবন নিরামিষ খাওয়া একটা চর্যেনা। কর্তব্য, কম্পালশন। ধর্মকে নিয়ে মশকরা কথা যায় না। প্রশ্ন করা যায় না। যুক্তি খোঁজা চলে না। রাম নবমীর নদিন মাংসের দোকান খুলে যায় না। আমাদের বাংলার সঙ্গে ধর্ম পালনের স্টাইলে পার্থক্যটা চক অ্যান্ড চিজের মতো। এবং তার কারণ বাংলাতে বামপন্থীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দাবি ধরে মুক্তচিন্তার

“শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদের অধিকার প্রত্যেকের আছে। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাসকে কর্মী-অধিকারিকদের সঙ্গে যে হিংসাত্মক আচরণ করা হয়েছে এবং ভারতীয় পতাকা খুলে নেওয়ার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই ধরনের ঘটনার কোনও লাভ তো হাই না, উলটে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং একই সঙ্গে সহযোগিতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।”

এদিকে নয়াদিল্লি থেকে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতেই বিশেষ মন্ত্রকের তরফে ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ক্রিস্টিনা স্কটকে তলব করা হয়। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে ভারত। একইসঙ্গে লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে নিরাপত্তার অভাব নিয়েও কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। ভারত সরকার বলে, “ভারতীয় কূটনৈতিক এবং দূতাবাসকে কর্মীদের প্রতি ব্রিটেন সরকারের এই উদাসীনতা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না।” কেন্দ্রীয় বিশেষ সচিব বিনয় কাটরা এদিন সকালে জানান, ওই ঘটনার জোরালো প্রতিবাদ করা হয়েছে। ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্ট অবশ্য অন্য। তারা বলেন, খালিস্তানপন্থীরা পতাকা খুলে নেওয়ার চেষ্টা কর লেও তা পারেনি।

প্রবল সমালোচনার মুখে পড়লে ব্রিটেনে সবাবাসকারী শিখদের নেতৃমণ্ডল এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, “শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদের অধিকার প্রত্যেকের আছে। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাসকে কর্মী-অধিকারিকদের সঙ্গে যে হিংসাত্মক আচরণ করা হয়েছে এবং ভারতীয় পতাকা খুলে নেওয়ার চেষ্টা গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। এই ধরনের ঘটনার কোনও লাভ তো হাই না, উলটে ভারত-ব্রিটেন সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং একই সঙ্গে সহযোগিতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।”

অন্যদিকে, ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার সংসদের বাইরেও এদিন বিশেষাঙে দেখান খালিস্তানপন্থীরা। গত কয়েকমাস ধরে মেলবোর্নের বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে খালিস্তানপন্থীরা ভাঙচুর করছে বলে উঠে এসেছে সংবাদসংস্থার খবরে। একইভাবে কানাডাতেও খালিস্তান সমর্থকরা এই কাজ করতে বলে অভিযোগ। গত সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রের বিশেষ মন্ত্রক এ নিয়ে একটি বিবৃতিও দেয়।

প্রসঙ্গত, শনিবার জলন্ধর যাওয়ার পথে অমৃতপাল প্রায় পুলিশের হাভেরে গুলোয় এসে যায়। কিন্তু পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে সে পালিয়ে যায়। অমৃতপাল নির্খোঁজ হয়ে যাওয়ার পর থেকে পাঞ্জাবের আমআদমি পার্টি (আপ) সরকার ইন্টারনেটে সংযোগ বন্ধ করে দেয়। পাঞ্জাবে তো বটেই হরিয়ানাতেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চলছে তল্লাশি। এরপরই রবিবার দুই দূতাবাসে হামলা চালায় খালিস্তানপন্থীরা।

সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে সংগঠিত হচ্ছেন বিডি শ্রমিকরা

(তালপুকুর হাসানাবাদ) আয়োজিত সম্মেলনস্থলে জেলার ২২টরক থেকে ১৩০জন প্রতিনিধি অংশ নেন।

সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন নূর ইসলাম মোহা। অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সি আই টি ইউ নেতা গার্গী চ্যাটার্জি বলেন,

সামনে দুটি হাজারপুঁ লড়াই। এক গ্রামের নব্য ধনীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাথে পঞ্চায়েত থেকে লুটেরাদের তাড়িয়ে মানুষের পঞ্চায়েত গড়ে তুলতে হবে। দুই, ৫ এপ্রিল দিল্লির রাজপথে শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুরদের সমাবেশ সর্বাত্মক করতে হবে। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন

বি জে পি’র বুলডজার রাজনীতি এবং কমিউনিস্টরা

।। পাঁচ।।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের নির্বাস খুঁজতে হলে বুঝতে হবে, জাহাঙ্গিরপুরীতে বি জে পি সরকারের উজ্জত বুলডজারের বিরুদ্ধে সীমিত শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কমিউনিস্টরা। অন্য বিরোধী দলের মতো সুবিধাবাদী রাজনীতি না, কোদালকে কোদাল বলে, বহুত্ববাদী ভারতে ভাষা ও ধর্মের আইডেন্টিটিতে বি জে পি সরকারের গেম থিওরির মুখোশ খুলে দিয়েছে কমিউনিস্টরা। বুলডজার রাজনীতির বিরুদ্ধে জরুরি অর্থনৈতিক প্রগতি তুলছেন কমিউনিস্টরা।

জাহাঙ্গিরপুরীর ঘটনার পর বৃন্দা কারাভের ২০১৯ সালের একটি বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। যেখানে তিনি বলেনছেন, “সংসদে যদি আমরা দুর্বল হয়ে যাই, তাহলে রাস্তার এই লড়াই, এই একতা, এই সংগ্রাম, এই আন্দোলনই হিন্দুস্তানকে বাঁচাবে।” জাহাঙ্গিরপুরীর ঘটনা সেই লড়াই-সংগ্রামের দৃষ্ট ও জ্বলন্ত উদাহরণ। আসলে সংসদীয় রাজনীতিতে দুর্বল হয়ে গিয়েও রাস্তার লড়াইয়ে রাস্তের বুলডজারকে থামিয়ে দেওয়ার সংগ্রাম এ দেশের কমিউনিস্টরা করছেন দেশের প্রতিটি কোণে। প্রতিটি দিন।

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বি পর্যায়ের ফলাফলের বছর ঘোরার আগেই রাজনৈতিক ন্যারেটিভ ধীরে ধীরে বদলে দিচ্ছেন বামপন্থীরা। শান্তিপুরের উপনির্বাচন, কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের নির্বাচন, চারটি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নির্বাচন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পুরসভার নির্বাচন— দ্রুত এগাচ্ছেন বামপন্থীরা। বালিগঞ্জ বিধানসভার উপনির্বাচনে বামপন্থীদের ফলাফল নজর কাড়া। সাগরদিঘিতে জয় পেয়েছেন বাম সমর্থিত কম গ্রেন্স প্রার্থী। কম গ্রেন্সে ভোট বেড়েছে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রেও। ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে বামপন্থীদের পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম।

পশ্চিমবঙ্গে বি জে পি ক্রমশ দুর্বল হচ্ছে। বি জে পি’র ভোট ব্লাসের হাজার একটা কারণ থাকতে পারে। ‘হয় তৃণমূল না হয় বি জে পি’র দ্বৈত ভাষা (বাইনারি ন্যারেটিভ) তৈরি করার জন্য বাঙলার মিডিয়ার দায় থাকতে পারে। বামপন্থীরা নিজের ভোট বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অভিযুখে শ্রেণি সংগ্রামের উপর ভিত্তি করেই। রুটি-রুজির কথা বলা, মানুষের জীবন-জীবিকার দাবিতে প্রতদিন রাস্তার রাজনীতিতে পড়ে থাকা, সীমিত সময়ে প্যাভেমিকের সময়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করা, এক ঝাঁক নতুন মুখকে সামনে রেখে লড়াই করার সাহস দেখানো, বার্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদেরকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যম ও তগিদ— এই সমস্ত কিছুরই কিউমিলেটিভ প্রতিকলন হলো এই ভোট বৃদ্ধি।

বামপন্থী রাজনীতির সেই বেসিসটা আবার স্বরণ করিয়ে দিতেহে বলা কার্যত। সংসদে দুর্বল হলে রাস্তার লড়াই আবার সংসদীয় রাজনীতির রাস্তা তৈরি করে দেবে। সংসদ কিংবা রাস্তা কমিউনিস্টদের দায়িত্ব শেয়ার রাজনীতি করা। শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করা। কমিউনিস্টদের দায়িত্ব রাষ্ট্র যন্ত্রের প্রতিটি শোষণ, বঞ্চনার বুলডজারকে থামিয়ে দেওয়া।

ডুবছে আদানি গ্রুপ, এবার স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে গুজরাটের মুন্ড্রার প্ল্যান্ট

নয়াদিল্লি ।। ২১ মার্চ: হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টে নানা তথ্য উদ্ঘাটনে সমসায় পড়া আদানি গ্রুপ গুজরাটের মুন্ড্রা এলাকায় তাদের পেট্রো-কামিফেল প্রকল্পের কাজ স্থগিত করে দিয়েছে। প্রকল্পটি ৩৪,৯০০ কোটি টাকার। আদানি গ্রুপের মূল প্রতিষ্ঠান আদানি এন্টারপ্রাইজস লিমিটেড ২০২১ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে। মূলত কয়লা ব্যবহার করে পিডিসি প্ল্যান্ট হিসেবে এটি স্থাপন করা হয়েছিল। বর্তমানে গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আদানি গ্রুপ। ইতোমধ্যেই সংস্থার একাধিক বড় প্রকল্পকে অনিশ্চিত কালের জন্য বণ্ড করে দেওয়া হয়েছে। কয়লা ও পিডিসি প্ল্যান্টের মত বড় বড় প্রকল্প রয়েছে সেই তালিকায়। যে তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে গুজরাটের মুন্ড্রা এলাকার প্রকল্পটি।

আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে নানা কারচুপির অভিযোগ উঠলেও কেন্দ্রীয় সরকার একে থামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। কিছুই হয়নি বলে প্রচারের উপর জোর দিচ্ছে। যদিও সামান্যসামি কিছুটা দূরত্ব দেখানোও প্রচেষ্টা চাচ্ছে। এই অবস্থায় একের পর এক প্রকল্পের কাজ গুটিয়ে নেওয়া যে আসলে হিন্ডেনবার্গের তথ্যেরই বাস্তব প্রকাশ, তা আর বলাও অপেক্ষা রাখে না। বিরোধীরাও একে শোয়ার দরে কারচুপি ও আর্থিক প্রতারণা মামলার বহিঃপ্রকাশ বলে উল্লেখ করছে।

মুন্ড্রার প্রকল্পটির ক্ষেত্রে এমনও জানা যাচ্ছে যে, সংস্থাটি স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সহ সাত থেকে আটটি ব্যাংকের একটি গ্রুপ থেকে ১৪ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহের জন্য আলোচনাও শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু হিন্ডেনবার্গের তথ্য উদ্ঘাটনের পর ফলে এখন সেইসব তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা ইতোপূর্বেই স্বাভাবিকভাবেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া প্ল্যান্টের সঙ্গে সংযুক্ত আরও কিছু সহযোগী প্ল্যান্ট কেনা বা অংশীদারিত্ব করার কথাও অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল। সেগুলোও এখন আর হচ্ছে না বলে জানা যাচ্ছে।

হিন্ডেনবার্গ রিসোর্টের তথ্যে গত ২৪ জানুয়ারি প্রকাশ পায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। যেখানে বলা হয়েছে, একউন্টে জালিয়াতি, শোয়ারের দরে কারচুপি, অন্যান্য কর্পোরেট গর্নশান্সি ল্যান্সের অভিযোগ ইত্যাদি জালিয়াতি করে ফুলে ফেঁপে উঠার প্রচার চালাচ্ছে আদানি গ্রুপ। যদিও আদানি গ্রুপের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু স্টক হোল্ডারদের কাছে এই সব কথাবার্তা শেরকম বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। যার ফলে এখন একের পর এক প্ল্যান্ট বন্ধ করে দিতে ও স্থগিত করে দিতে হচ্ছে আদানি গ্রুপকে।

এবার হর্ষ মান্দারের বিরুদ্ধেও সি বি আই’কে নামানো হলো

মুম্বাই।। ২১ মার্চ : এবার বিশিষ্ট লেখক এবং সমাজকর্মী হর্ষ মান্দারের বিরুদ্ধে সিবিআই’কে লেলিয়ে দিল মোদি সরকার। প্রাক্তন আইনজীবী অফিসার মান্দারের একটি বেসরকারি সংস্থায় বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়মভঙ্গের অভিযোগে সিবিআই’কে তদন্তের অনুমতি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। অমিত শাহ’র হাতে থাকা এই মন্ত্রক সূত্রে সোমবার বলা হয়েছে, বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (এফসিআরএ) ভাঙার অভিযোগ রয়েছে প্রাক্তন এইসব সংস্থা অফিসারের বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। ২০০২ সালে গুজরাটে গণহত্যাকাণ্ডের পরপরই সমাজে সম্প্রতি ও সৌহার্দের বার্তা ছড়িয়ে দিতে ‘আমন বিরাদারি’ নামের একটি বেসরকারি সংস্থা তৈরি করেছিলেন। এবার এই সংস্থার বিরুদ্ধে বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ভাঙার অভিযোগ তোলা হয়েছে। এদিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে বলা হয়েছে বিদেশ থেকে তহবিল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে এফসিআরএ’র অধীন বেসরকারি সংস্থাগুলির নাম নথিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

এর আগেও একাধিক মান্দারের হর্ষ মান্দারকে কেন্দ্রা করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি’কে ব্যবহার করেছিল মোদি সরকার। কিন্তু কোনও ক্ষেত্রেই অভিযোগের প্রমাণ দাখিল করতে পারেনি কেন্দ্র। ২০২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অর্থ পাচারের অভিযোগে তুলে বাসভরন এবং অফিসে একযোগে তল্লাশি চালায় ইউ এবং জার্মানি থেকে।

এমনকী দিল্লির মেহরলিতে মাদারের সংগঠন পরিচালিত শিশু নিবাসও বাদ দেয়নি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এই সংস্থা। ধর্মনিরপেক্ষতা এবং শ্রমজীবীর অধিকারের পক্ষে বরাবর সোচ্চার হয়েছেন মান্দার। তিনি আরএসএস এবং বিজেপি’র সাম্প্রায়িক নীতির বিরুদ্ধেও লগাতার জোরালো তল্লাশি রেখে চলেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালিখির মাধ্যমে। সংশ্লিষিত নাগরিকত্ব আইন এবং জাতীয় নাগরিক পঞ্জির প্রতিবাদেও শামিল হয়েছিলেন মান্দার। গুজরাট গণহত্যায় নরেন্দ্র মোদির ভূমিকার তীব্র সমালোচনাও ছিলেন। এই কারণেই তার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক ভূমিকা নিয়ে চলেছে মোদি সরকার।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

জি বি—২৩৫-৫৮৮৮। আই জি এম—২৩২-৫৬০৬। টি এম সি—২৩৭-০৫০৪। আই জি এম চক্ষু ব্যাংক—৯৪৩৬৪৬২৮০৩।

জি বি ব্লাড ব্যাংক—২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স)। আই জি এম ব্লাড ব্যাংক—২৩২-৫৭৩৬। আই এল এস --- ২৪১ - ৫০০০/৮৯৭৪০৫৩০০।

পুলিশ

পশ্চিম থানা—২৩২-৫৭৬৫। পূর্ব থানা—২৩২-৫৭৭৪। এয়ারপোর্ট থানা—২৩৪-২২৫৮। সিটি কন্ট্রোল—২৩২-৫৮৪৮।

বিমানবন্দর

এয়ার ইন্ডিয়া—২৩৪-১৯০২। এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর—১৮৬০-২৩৩-১৪০৭,১৮০০-১৮০-১৪০৭। ইন্ডিগো—২৩৪-১২৬৩। স্পাইস জেট—২৩৪-১৭৭৮।

শববাহী যান

ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট—২৩৮-৫৮৫২। ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন (হা পানিয়া)।
৮২৫৬৯৯৭১৯৫ ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন-২৩৮-৬৪২৬। রিলিভার্স—৪৪৭-৪০৬২, ৯৭৭৪১৩৫৬৩১, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন—৮৯৭৪৮৮১৮১০, সূর্যভোরণ ক্লাব-৮৭২৯৯১১২৩৬। বটতলা-নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি—২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬৩৩৫ ৯৮৬২৭০২৮২৩। আগজুক ক্লাব - ৭০০৪৬০০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১। সমাজ কল্যাণ সংঘ—৯৭৭৪৬০২০৪২। ত্রিপুরা স্ম কল্যাণ সমিতির (ডুকলি)---(১) ৯৩৬২০৫০১১(২)৯৩৭০৭৭০৭০

ফায়ার স্টেশন

ফায়াব সার্ভিস প্রধান স্টেশন --- ২৩২ - ৫৬৩০। ফায়াব স্টেশন---২৩৭-৪৩৩০। কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশন--- ২৩৫-৩০১১। মহারাঙ্গজঙ্গ ফায়ার স্টেশন--- ২৩৮-৩১০১। কুমারঘাট --- ০৩৮২৪/২৬১২০৮। মো: ৭৬৩০৫৪ ৬৫৮৪/৮৭৪৪৬২৪৫৯

বিদ্যুৎ সাব- স্টেশন

বনমালীপুর ---২৩০-৬২১৩, ২৩২-৬৬৪০, দুর্গা চৌমুহনি--- ২৩০-০৭৩০, জি বি---২৩৫-৬৪৪৮, বড়দোআলী---২৩৭-০২৩৩, ২৩৭-১৪৬৪, আই জি এম---২৩২-৬৪০৫।

রেল পরিষেবা

রেল সার্ভিস রিজার্ভেশন (টি আর টি সি)---২৩২-৫৫৩০। আগরতলা রেল স্টেশন---(০৩৮১) ২৩৭-৪৫২৫।

অ্যান্ডুলেস পরিষেবা

একতা সংঘ --- ৯৭৭৪৯৮৯৯৬, বু. লোটাচর ক্লাব---৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মজরা ক্লাব ও আমরা তরুণ দল---২৫১-৯৯০০, আরোগ্য-৯ ৭ ৭ ৪ ২ ১ ৪ ৪ ২ ৫, ৯৯১২৩৯৯৩৯৮ (২৪ ঘণ্টা)। সেন্ট্রাল রোড, যুব সংস্থা-৯৮৫৩৫০৬১১। কর্নেল চৌমুহনি যুব সংস্থা ---৯৮৬২৫৭০১১৬। সংহতি ক্লাব---৮৭৯৪১৬৮২৮১। রামকৃষ্ণ ক্লাব---৮৭৯৪১৬৮২৮১। শতদল সংঘ--- ৯৮৬২৯৩৯৭০। প্রগতি সংঘ--- (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬৬২৪। রেডক্রস সোসাইটি---৩২১-৯৬৭৮। এগ্রিয়ে চলো সংঘ--- ৯৪৩৬১২১৪৮৮।

দাতব্য চিকিৎসালয়

সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়---৯৮৬২০৯৫২০, লাল বাহারুর দাতব্য চিকিৎসালয়---৯৪৩৬০৮৬৩৬৭/৯৪৩৬১২৬১১৮/৯৪৩৬৫৪৩৫৪। মানব কলিক্সেন্দ্রন --- ২৩২-৬১০০। চাইল্ড লাইন---১০৯৮ (টোল ফ্রি ২৪ ঘণ্টা)।

ট্রেনসূচি

বিশেষ ডেমু ট্রেন: প্রতিদিন ০৭৬৮১ সকাল ৫.১৫ মিনিটে আগরতলা থেকে সারাক্ষমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৪ বেলা ১০.৫০ মিনিটে আগরতলা থেকে সারাক্ষমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৩ বেলা ১০.৫০ মিনিটে আগরতলা থেকে সারাক্ষমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৯০ সকাল ৮.৩০ মিনিটে ০৭৬৯০ বেলা ১০.৫০ মিনিটে আগরতলা থেকে সারাক্ষমের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮১ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে সারাক্ষম থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৮৩ সকাল ৮.৩০ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৭৯ ডায়নি পৌঁছবে সকাল ৯টা ৪৫। বেলা ১০.১৫মি. ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৭৬৭৫ সকাল ৬টায় ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৬৬৭৫ সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।

বিশেষ যাত্রী ট্রেন : প্রতিদিন ০৬৬৭৫ সকাল ৬টায় ধর্মনগর থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। ০৬৬৭৫ সন্ধ্যা ৫টা ৩৫ মিনিটে আগরতলা থেকে ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে।



জলসেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত — অর্ধেকের বেশি উৎস বিকল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। খোয়াই,২১মার্চ:জলের অভাবে চাষের জমি ফুটিফাটা। সেচের প্রকল্প তো আছে ঠিকই। কিন্তু জল তো পাই না জমিতে। চাচক পাখির মতো আকাশপানে চেয়ে থাকি কখন বরষে বৃষ্টি। বর্নছিলেন খোয়াই মহকুমার তুল্যশিখর রুকের পূর্ব বাচাইবাড়ি এ ডি সি ভিলেজের গোপালনগরের প্রান্তিক কৃষক তরবীকান্ত দেববর্মণ।

এ শুধু পূর্ব বাচাইবাড়ির গোপালনগর গ্রামের কোনও ব্যতিক্রমী ছবি নয়। গোটা খোয়াই মহকুমারই সার্বিক জলসেচ ব্যবস্থার জীবন্ত চিত্রপট এরকম। হাল আমলে মহকুমার জলসেচ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে জলসেচ ব্যবস্থা। মহকুমার তিনটি ব্লক ও একটি পৌর এলাকার জলসেচ ব্যবস্থার হোলাশায় মুখ খুঁবেড়ে পড়েছে কৃষিকাজ। জমিতে জলের সংকটে বন্ধ হওয়ার উপক্রম চাষাবাদ। সেচের সরকারী প্রকল্পের সব উৎস এখন আর কাজ করেন না। মহকুমায় সরকারি সেচ প্রকল্পের যতগুলো উৎস রয়েছে তার মধ্যে অর্ধেকের থেকে বেশি উৎসই এখন বিকল বা অকেজো। উদাসীন জল সম্পদ দপ্তর। তার কোন অস্তিত্বই এখন খুঁজে পাওয়া দুরূহ। হাল আমলে গত বছর পাঁচেক ধরে দপ্তরের কোন অধিকারিক বা প্রকৌশলী বা কোনও করিগরি কর্মী কৃষকের জমিতে গিয়ে জলসেচের হালহকিকত সম্পর্কে কোনও খোঁজখবর নিয়েছেন বলে জানা নেই মহকুমার কোনও কৃষকের। সেচের এই চরমান বেহেলা দশ্যার বারোটা বাজতে চলেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। চাষাবাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন একসময়ের উদ্যমী কৃষক। জলসেচের বেহালা দশায় কৃষিকাজে উৎসাহ হারিয়ে যেতে বাসেছে পরিশ্রমী কৃষকের। বিপর্যস্ত জলসেচ ব্যবস্থার এই ভঙ্গুর শাশুর কারণে খোয়াই মহকুমার কৃষিতে উৎপাদনের অতীতের রেকর্ড আজ শুধুই ইতিহাস। মহকুমার জলসেচ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই প্রান্তিক কৃষকের। কথায় কথায় ফ্লোড বরছে তাদের।

মহকুমার তিনটি ব্লক ও একটি পৌর এলাকার কৃষকেরা অভিযোগ করে জানান যে,নদী বা ছড়ার জল থেকে উত্তোলক প্রকল্প বা এল আই স্কিম, ডিপ টিউবওয়েল ও ভাইভারশন প্রকল্প মিলিয়ে মহকুমায় জলসেচের যতগুলো উৎস রয়েছে, তার মধ্যে অর্ধেকের থেকে বেশি উৎসই এখন কোনও কাজ করছে না। এই অকেজো উৎসগুলো থেকে কোনও পরিষেবা পাচ্ছেন না কৃষক। এসব উৎসের সবগুলোই পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালের তৈরি করা। গত পাঁচ বছরে মডেল রাজ্যের সরকার খোয়াই মহকুমায় নতুন করে একটিও সেচের কোনও উৎস তৈরি করেননি বলে জানা নেই কৃষকদের। অবশ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাজেও এরকমের কোনও তথ্য নেই। নতুন কোনও সেচের উৎস গত পাঁচ বছরে মহকুমার কোনও স্থানে তৈরি হয়েছে বলে এরকমের কোনা তথ্য দিতে পারলো না জল সম্পদ দপ্তরের খোয়াই মহকুমা কার্যালয়ের কোনও অধিকারিকও।

কৃষকদের অভিযোগ হলো, নতুন করে সেচের কোনও উৎস না হয় নাইবা তৈরি হলো। কিন্তু আগের সরকারের আমলে তৈরি করা উৎসগুলো ঠিকঠাক করে চালু রাখলেই তো মোটামুটি কাজ

হয়ে যেতে পারে আমাদের। তাহলেই তো আমাদের কৃষিক্ষেত্রে জলে টিউবুর না হলেও অন্তত চাষাবাদের ভরা মরশুমে জমিতে জলের অভাব থাকার কথা নয়। কিন্তু সেসব তো দেখছি না। সংশ্লিষ্ট দপ্তর মহকুমার সেচ প্রকল্পগুলোর কোনও খোঁজখবরই নেয় না বলেই অভিযোগ কৃষকদের। বেখবর দপ্তরের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই মহকুমার সেচ ব্যবস্থার আজ এই দশা বলে অভিযোগ করেন কৃষকরা। আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে কৃষকদেরই বলে জানান কৃষকরা নিজেই।

সেচের পরিষেবা বিস্তৃত কৃষকরা অভিযোগ করে জানান, সেচের প্রকল্পগুলোর মোটর ডায়নামোসহ যন্ত্রাংশ অনেক জায়গাতেই কাজ করেন না। এগুলো নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। সারাই করার উদ্যোগ নেই। নতুন করে কোনও যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করারও তৎপরতা নেই। ফলে এসব উৎস থেকেই বা লাভ কি। দরকারের সময় জলই যদি না পাই, তাহলে এসব সেচের প্রকল্প রেখে কি লাভ! আবার অনেক প্রকল্পের পাইপলাইনের কারণেও জমিতে জল আসে না। উৎসমুখ থেকে জল উঠছে ঠিকই, কিন্তু পাইপলাইন সঠিকভাবে কাজ না করায় সেই জল কৃষকের জমি পর্যন্ত গিয়ে কিছুতেই পৌঁছাতে পারছে না। সেচের পরিষেবা বিস্তৃত কৃষকরা

বৃষ্টির জলই ভরসা খোয়াই'র প্রান্তিক কৃষকের

অভিযোগ করে বলেন যে, পাইপলাইনগুলো পুরোনে। অনেক জায়গায়ই পাইপলাইনে ফাটল ধরেছে। আবার অনেক স্থানেই সেচ প্রকল্পের পাইপলাইন ভেঙেচুরে একশেষ। কিন্তু পাইপলাইনের কোনও সংস্কার নেই। নতুন করে বসানোও হচ্ছে না পাইপলাইন। সেচের জন্য অনেক এলাকার জমির পাশে পাকা ড্রেন থাকলেও এগুলোর কোনও সংস্কার না থাকার কারণে ড্রেনগুলো বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। আবর্জনা আর জঞ্জালের স্তুপে পাকা ড্রেনে জল আটকে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে উৎসমুখ থেকে জল কোনওভাবেই আর কৃষকের জমিতে গিয়ে পৌঁছাতে পারছে না। কৃষকদের আরও অভিযোগ যে, কয়েকটি সেচ প্রকল্পের জায়গায় নদী বা ছড়ায় পলিমাটি জমে চরাভূমির সৃষ্টি হয়েছে ফলে এল আই স্কিম দিয়ে জল উত্তোলন করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু মাঝে মাঝেই এই জমাট বাধা পলিমাটি সরিয়ে ফেললেই উ চরাভূমি আর থাকে না। কিন্তু তারও কোনও উদ্যোগ নেই। বিগত দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট এলাকা সহস্রের কৃষকরা জানানেন 'আগে তো দেখাম রক থেকে রেগাসহ অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে মাঝে মাঝেই এখনও চরাভূমি থেকে পলিমাটি সরানো হতো।

বঞ্চনার বিরুদ্ধে ৯-১০ আগস্ট কলকাতার বৃকে বৃহৎ শ্রমিক সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ২১ মার্চ: আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে ও লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি ও তৃণমূলকে পরাজ করার আহ্বান জানানো সি আই টি ইউ সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্পভিত্তিক ফেডারেশন, কলচারী সংগঠনসমূহ। বি জে পি ও তৃণমূল সরকারের শ্রমিক-কৃষক স্বার্থবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আগামী ৯ এবং ১০ আগস্ট কলকাতায় বৃহৎ শ্রমিক সমাবেশের ডাক দিলেন নেতৃবৃন্দ। তার আগে ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট গোটা পশ্চিমবঙ্গজুড়ে হাঙ্গ জাঠা, সাইকেল ও মোটরসাইকেল র‍্যালি। সোমবার শ্রমিক ভবনে আয়োজিত এক কনভেনশন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। দেশ ও রাজ্য বাঁচানোর ডাক দিয়ে আগামীদিনে আরও বৃহত্তর লড়াই-আন্দোলন ছাড়া তোলায় ডাক দেন শ্রমিক-কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

কনভেনশনে প্রস্তাব পেশ করেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক, কনভেনশনের আহ্বায়ক অনাদি সাহ। সি আই টি ইউ ছাড়াও আই এন টি ইউ সি, এ আই টি ইউ সি, এ আই ইউ টি ইউ সি, এইচ এম এস, ইউ টি ইউ সি, ১২ই জুলাই কমিটি, বি ই এফ আই, বি এস এন এল ইউ, রেল, প্রতিরক্ষাসহ অন্যান্য শিল্পভিত্তিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক ফেডারেশনসমূহ কনভেনশনে शामिल ছিল এদিন। কনভেনশনে পরিচালনা করেন সুভাষ মুখার্জি,

তপন ঘোষ, বাসুদেব গুপ্ত, এ এল গুপ্ত, দেবদাস চ্যাটার্জি, অতনু চক্রবর্তী, শিশির প্রামাণিক, বি সি পাল, মনোজ বসুকে নিয়ে গঠিত এক সভাপতিমণ্ডলী। প্রস্তাব পেশ করে অনাদি সাহ বলেন, গত কয়েক বছর ধরে সংকট ভীরা হয়েছে দেশ এবং রাজ্যে। কর্পোরেটদের উত্থানের পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদ মাথাচাড়া দিয়েছে। শ্রমিকদের অধিকার হরণ চলছে, ওদিকে বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে সরকার পোষিত বিভিন্ন সংস্থা। সংবিধানের ওপর, গণতন্ত্রের ওপর পশ্চিমবঙ্গের পর্যায়ে গেছে, একের পর এক অ নৈতিকতা সামনে আসছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন লড়াই চলছে। আর ও বৃহত্তর আন্দোলনে আমাদের যেতে হবে। পাহাড় থেকে সমুদ্র, প্রতিটি কলকারখানা, শিল্পক্ষেত্র কনভেনশনের মাধ্যমে সেই শপথ আমাদের নিতে হবে। সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি সুভাষ মুখার্জি বলেন, গোটা বিশ্বে, ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে সংকট খুবই ঘনীভূত। মানুষের হাতে কাজ নেই, কাজ পাওয়াও উ পায়ও নেই। এরজন্য দারী দেশ রাজ্যের সরকার, শাসক দল। সঙ্গে আছে মুষ্টিমেয় কিছু ধনী শিল্পপতি। অসহায় গরিব মানুষকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। শুধু শ্রমিক নয়, কৃষকদেরও দুর্দশা বেড়েছে। মোদি সরকার কথা রাখেনি। এদিকে তৃণমূলও শুধুই অন্যায় অনৈতিকতায় ভরা। এই দুই সরকারকেই পরাজ করতে হবে আগামী নির্বাচনগুলিতে। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন ১২ই

জুলাই কমিটির নেতা সুমিত ভট্টাচার্য, বি ই এফ আই নেতা জয়দেব দাশগুপ্ত, বি এস এন এল নেতা শিশির দাস, এ আই টি ইউ সি নেতা বিপ্লব ভট্ট, এ আই ইউ টি ইউ সি নেতা অশোক দাস, ইউ টি ইউ সি নেতা তাপস বিশ্বাস, টি ইউ সি সি নেতা শ্যামসুন্দর হাজারা, এ আই সি টি ইউ নেতা বাসুদেব বসু প্রমুখ। প্রস্তাবে শ্রমিক বিরোধী অসংকট টাকা ক্ষতিপূরণের চেয়ে গোমতী জেলা ভোক্তা কমিশনে মামলা দায়ের করেন। জেলা ভোক্তা কমিশন পনের হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে। এই রাজ্যের বিরুদ্ধে ডাক বিভাগে রাজ্য ভোক্তা কমিশনে আপিল দায়ের করে। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর ত্রিপুরা রাজ্য ভোক্তা কমিশন ২০ মার্চ ২০২৩ এর রাজ্য ভারতীয় ডাক বিভাগকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ বালীকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বাদী সম্প্রদায়ের পক্ষে ছিলেন এডভোকেট ডি কে দাসচৌধুরী।

মুহাই। ২১ মার্চ : স্বঘোষিত ভগবান ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর অনুষ্ঠানে গিয়ে সোনার গরনা খুঁয়েছেন তার ৩৬জন ভক্ত। মীরা রোডের উইল সালসার সেটুলা পার্কে দুদিনের ওই সংসঙ্গে এসেছিলেন তারা। দুদিনে দুই লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল সেখানে। হাজির ছিল হিন্তাহিকারীরাও।

ছিনতাই

মুহাই। ২১ মার্চ : স্বঘোষিত ভগবান ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর অনুষ্ঠানে গিয়ে সোনার গরনা খুঁয়েছেন তার ৩৬জন ভক্ত। মীরা রোডের উইল সালসার সেটুলা পার্কে দুদিনের ওই সংসঙ্গে এসেছিলেন তারা। দুদিনে দুই লক্ষেরও বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম হয়েছিল সেখানে। হাজির ছিল হিন্তাহিকারীরাও।

ডেইলি দেশের কথা, আগরতলা, ২২ মার্চ, ২০২৩ বুধবার, পাঁচ

কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বহাল তবিয়েতেই ছিলেন আর্জমা লিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিলেনীয়া, ২১ মার্চ: সীমান্তরক্ষা বাহিনী, গোয়েন্দা বিভাগ এবং পুলিশ-প্রশাসন সর্বোপরি বিমানবন্দর ও রেলস্টেশনের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীকে ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশের খুলনা জেলার বাগেরহাট এলাকায় আর্জমা লিমা দিল্লিতে খাঁটি গেড়ে বসেন দীর্ঘ বছর। দিল্লিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে প্রায় সময়ই ভারত-বাংলাদেশে চোরাপথে তার অবাধ যাতায়াত থাকলেও ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্থা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বাহিনী বি এস এফ, জি আর পি এফ কিংবা বিমানবন্দরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ-প্রশাসন কেউই তাকে আটক করতে পারেনি।

১৮ মার্চ দিল্লি থেকে নিজ বাড়ি বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে আর্জমা লিমা। আগরতলা থেকে বিলেনীয়া হয়ে বিলেনীয়া থানার অন্তর্গত জয়কাতপুর দিয়ে চোরাপথে বেশ কয়েকটি লাগেজ বা ব্যাগ নিয়ে বছর আঠাশের এক মহিলাকে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকায় যোরাফেরা করতে থাকলে তা দেখতে পোয়ে স্থানীয় মানুষ সন্দেহমূলকভাবে তাকে আটক করে। খবর পোয়ে বি এস এফ এবং বিলেনীয়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে এবং তাকে বিলেনীয়া থানায় নিয়ে আসে।

জানা যায়, আর্জমা লিমা গত তিন থেকেচার বছর পূর্বে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে পাড়ি দেয় এবং সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। বছরে প্রায় দুই একবার চোরাপথে দিলি-বাংলাদেশ আসা-যাওয়া করা ছিল তার স্বাভাবিক নিয়ম। এরই মধ্যে ভারত সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আধার কার্ড কলকাতার ঠিকানায় আর্জমা লিমা নিজের নামে বানিয়ে নেয় বলে সুত্রের খবর। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও পুলিশ-প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বছরের পর বছর ভিন্ন দেশী নাগরিক অধিকাংশে ভারতবর্ষে বসবাস করলেও বেহদিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও গোয়েন্দা বিভাগ এবং

পুলিশ-প্রশাসন। অবশেষে স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় প্রেপ্তার আর্জমা লিমাকে নিজে ইতিমধ্যে পুলিশ তত্ত্বগুরু করে এবং মানব পাচার কাণ্ডে বিলেনীয়া থানার পুলিশ আমজাদনগরের মিলন মিঞা নামে একজনকে প্রেপ্তার করে।

আর্জমা লিমা সহ দুই তৃদজনকে ১৯ মার্চ আদালতে সোপর্ন করে বিলেনীয়া থানার পুলিশ। আদালতের নির্দেশে আর্জমা লিমা এবং মিলন মিঞাকে তিনদিনের হেফাজতে নেয় পুলিশ। এদিকে মানব পাচার কাণ্ডে পুলিশের তত্ত্ব নিয়ে উঠেছেন না প্রশ্ন। সুত্রের খবর পুলিশ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ও তাদের সহযোগীকে প্রেপ্তারের ক্ষেত্রে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে এবং নিরীহ মানুষদের আদম বাপারি কাণ্ডে সাথে যুক্ত করে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় খর্দাশয়ে জেলে পানোর এক সুগভীর চক্রান্ত শুরু করেছে। তবে এর পিছনে কোনও রাজনৈতিক যুক্তিই বাদ্য কিছু আছে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে অভিজ্ঞমহল থেকে গুরু করে স্থানীয় মানুষ।

কেরালায় প্রথম রূপান্তরকামী আইনজীবী পদ্মা লক্ষ্মী



তিরুবনন্তপুরম। ২১ মার্চ :

কেরালায় প্রথম রূপান্তরকামী আইনজীবী হলেন পদ্মা লক্ষ্মী। সোমবার তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী পি রাজীব। এ বছর রাজ্যে ১৫০০'র

বেশি আইনে স্নাতক হয়েছে। তাদের মধ্যে পদ্মা লক্ষ্মীও একজন। তিনি এনাকুলামের সরকারি আইন কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করার একরা জা নিয়েছেন রাজীব। তিনি পদ্মা লক্ষ্মীর ছবিও শোয়ার করে আরও জানান বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ায় নান নথিভুক্তকরণের শংসাপত্র তার হাতে তুলেও দিয়েছে। আইনজীবী হওয়ার প্রথমে তার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজীব বলেছেন জীবনের সত্য প্রতিবন্ধকতাতে ভয় করে কেরালার ইতিহাসে প্রথম রূপান্তরকামী আইনজীবী হলেন পদ্মা।

৩ মাসের মধ্যে হাইকোর্টে আর টি আই পোর্টাল চালুর নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি। ২১ মার্চ : আগামী ৩ মাসের মধ্যেই তথ্য জানার অধিকার (আর টি আই) আইন সংক্রান্ত পোর্টাল প্রতিটি হাইকোর্টে তৈরি নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এদিন এই নির্দেশ জারি করে বলেছে আর টি আই আবেদন জানানোর সুবিধার্থে ইতিমধ্যে পোর্টাল চালু হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। এছাড়াও দিল্লি, ওড়িশা এবং মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টেও এই পোর্টাল চালু হয়েছে। এই অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করে আগামী ৩ মাসের মধ্যে দেশের সমস্ত হাইকোর্টে এই পোর্টাল চালু করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে এই বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি পি এস নরসিমা এবং বিচারপতি জে বি পারদিওয়াল। পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহের সুবিধার্থে এই পোর্টাল চালু করার জন্য জেলা আদালতকেও বলা হয়েছে বলে এদিন জানিয়েছে এই বেঞ্চ। উল্লেখ ২০০৫ সালে তথ্য জানার অধিকার (আর টি আই) আইন চালু হলেও এখনও সমস্ত হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত পোর্টাল চালু না হওয়ায় ফ্লোড জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ।

বাইকে বেঁধে

গাজিয়াবাদ। ২১ মার্চ : আরও এক অমানুষের খোঁজ মিলল গাজিয়াবাদের বিজ্ঞানগণে। ইলাম নামের এই যুবক তার বাইকের পিছনে একটি কুকুরের পিছনের পা বেঁধে হিড়ড়ে নিয়ে যায় আড়াই কিলোমিটার পথ। শনিবারের এই ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই রাগে ফেটে পড়েন নেটিজেনরা।

প্রেসিডেন্সির রসায়ন বিভাগের ১৫০ বছর আয়োজন বিভিন্ন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ২১ মার্চ : ১৫০ বছরে পা দিতে চলছে '১৫০' প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কর্মভূমি, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ। সেই উল্লেস্ফ চারদিন ধরে বিবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছেন বিভাগের বিশেষজ্ঞের কাজ শুরু করেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সেই প্রক্রিয়াতেই ঠিক এক বছর পর তিনি খোঁজ পান ডিপার্টমেন্টের গৌরবময় ইতিহাসে 'আর টি ইউ'র। তাঁর স্মরণ করে আগামী ২৮ মার্চ শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। চলবে ১ এপ্রিল পর্যন্ত।

১৮৭৪ সালে প্রেসিডেন্সিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে রসায়ন বিভাগ। প্রথম অধ্যাপক হিসাবে সেখানে যোগ দেন আলেকজান্ডার প্রেসিডেন্সির গৌরবময় ইতিহাসে 'আর টি ইউ'র। তাঁর স্মরণ করে আগামী ২৮ মার্চ শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। চলবে ১ এপ্রিল পর্যন্ত।

১৮৭৪ সালে প্রেসিডেন্সিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে রসায়ন বিভাগ। প্রথম অধ্যাপক হিসাবে সেখানে যোগ দেন আলেকজান্ডার প্রেসিডেন্সির গৌরবময় ইতিহাসে 'আর টি ইউ'র। তাঁর স্মরণ করে আগামী ২৮ মার্চ শুরু হবে এই অনুষ্ঠান। চলবে ১ এপ্রিল পর্যন্ত।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটিসঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত হবে জাতীয় বিজ্ঞান সন্মেলন। তারপরের দিন, ২৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সেমিনার প্রতিযোগিতা। ৩১ মার্চ 'দ্য রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রি'র সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেন।

২৬ তম বেঙ্গল কেমিস্ট্রি জয়। সবশেষে ১ এপ্রিল বিভাগের প্রাক্কনীক একত্রিত করে পালিত হবে পুনর্মিলন উৎসব।

সোনার দাম

মুম্বাই।। ২১ মার্চ : এই প্রথমবারের মতো ৬০,০০০ টাকা ছাড়িয়ে গেলে হলুদ ধাতু সোনা। সোমবার প্রতি দশ গ্রাম সোনার দাম উঠলো ৬০,০৪০ টাকা। অথচ সোমবারও এর দাম ছিল ৫৮ হাজার টাকার কিছু বেশি।

আক্রান্ত শিখ

টরন্টো।। ২১ মার্চ : কানাডায় আক্রান্ত হলেন এক শিখ ছাত্র। ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশে ওই ছাত্রের পাগড়ি খুলে নিয়ে চুল ধরে টানটানি করে কয়েকজন। গুরুদ্বার রাস্তে গগনদীপ সিং নামের ওই ছাত্রটিকে হেনস্তা করে ১২ থেকে ১৫জন যুবক। সি সি টিভি'র ফুটেজে ধরা আছে সব।

ডাহা চুরি

ইন্দোর।। ২১ মার্চ : জেলা শাসকের অফিসের এক কর্মী গত তিন বছরে নানা সরকারি তহবিল থেকে কোটি টাকারও বেশি ট্র্যাপফার করে দিয়েছে তার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে। সোমবার ওই কর্মীকে বরখাস্ত করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ইন্দোরের জেলা শাসক ড. ইলাহিয়া রাজা টি।

হাতির হানায়

নয়াদিল্লি।। ২১ মার্চ : গত তিন বছরে হাতির হামলায় দেড় হাজারেরও বেশি ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে মারা যান ৫৮৫জন, ২০২০-২১ সালে ৪৬১ জন ও ২০২১-২২ সালে ৫৩৫ জন হাতির শিকার হন। সোমবার সংসদে এই তথ্য জানান বনমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌধুরী।

চার শ্রমিক

পাটনা।। ২১ মার্চ : সোমবার পাটনার শহরতলি বিয়াপুরে একটি ইট ভাঙিতে বিস্ফোরণ হলে চার মহিলা শ্রমিক মারা যান। আরও ছয়জন আহত হন। লাকি ব্রিক্স এর এই ঘটনায় যারা হতাহত হলেন তাদের সবাই ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।

৫০০ টাকা

কলকাতা।। ২১ মার্চ : মাত্র ৫০০ টাকার জন্য খুন হয়ে গেলেন একজন। মালদা জেলার বামনগোবর বাসিন্দা বনমালি প্রামাণিক তার প্রতিবেশী প্রফুল্ল রায়ের কাছ থেকে ৫০০ টাকা ধার নিয়ে সময়ে শোধ করতে পারেননি। তাই তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় রবিবার সন্ধ্যায়। প্রফুল্ল গ্রেপ্তার।

অস্ত্র রপ্তানি

নয়াদিল্লি।। ২১ মার্চ : চলতি অর্থ বছরে নানা দেশে ১৩,৩৯৯ কোটি টাকার অস্ত্র রপ্তানি করেছে ভারত। সোমবার সংসদে এই তথ্য জানানো হয়। তবে কেন্দ্র কেন্দ্র দেশে তা পাঠানো হয়েছে তা জানানো হয়নি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছর থেকে অস্ত্র রপ্তানি শুরু করে ভারত।

উদ্ধার মাথা

বেঙ্গালুরু।। ২১ মার্চ : খুনের আট বছর পর জিগানির কাছে একটি লেইক থেকে উদ্ধার করা হলো নিহত লিদরাজুর মাথা। গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার করা হয় তার বোন ভাগাশ্রী ও বোনের প্রেমিক এস সুপ্তরকে। তাদের সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় এই খুন। ২০১৫ সালের ১১ আগস্ট লিদরাজুকে মেরে দেহাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। এতদিন মাথার খোঁজ মিলছিল না।

লতিকার মৃত্যু

বিরূদ্রনগর।। ২১ মার্চ : ৬০ বছর বয়সে মারা গেল তামিলনাড়ুর বিরূদ্রনগরের মাদী হাতি লতিকা। জটিল রাজপাল্লারদের পোষা এই হাতিটিকে গত জানুয়ারি মাসে ভাইকুড় একাদশী উপলক্ষে একটি মন্দিরে আনা হয়েছিল। কিন্তু ট্রাক থেকে নামানোর সময় পড়ে গিয়ে আহত হয় এটি। সেই থেকে অসুস্থ ছিল হাতিটি।

কন্যাসহ

ভদেদোরা।। ২১ মার্চ : দুই কন্যাকে বুকে জড়িয়ে সোমবার উমারিয়া লেইকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক মা। মৃত মহিলার নাম জয়া বারিয়া (৩০)। দুই মেয়ে প্রজ্ঞা (৫) ও মেধা (২)। দ্বিতীয় মেয়ে হবার পর বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল জয়াকে। সম্প্রতি স্বামীর সংসারে ফিরে এসেছিলেন তিনি।

বিদেশি ধৃত

মুম্বাই।। ২১ মার্চ : ৭০ কোটি টাকার নিষিদ্ধ ড্রাগসহ দুই বিদেশিকে গ্রেপ্তার করল মুম্বাইয়ের রাজস্ব গোয়েন্দা শাখা। আগে থেকে খবর পেয়ে গোয়েন্দারা ১৯ মার্চ দিল্লি বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে থাকেন শিকার ধরার জন্য। ভোরে নাইজেরিয়ার আদিস আবাবা থেকে আসা দুই বিমানযাত্রীর ব্যাগ থেকে মেলে ১০ কেজি হেরোইন। যার দাম ৭০ কোটি টাকা।



বিজয়ওয়াড়ায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিল আটকে দিতে বিশাল পুলিশ ব্যারিকেড। নিজেদের ন্যায় সংগত দাবি নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা।

বন্ধ করা খাম সম্পূর্ণরূপে বিচার বিভাগীয় নীতির পরিপন্থী— সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি (সংবাদ সংস্থা)।। ২১ মার্চ: “ওয়ান রায়্স ওয়ান পেনশন” বা “এক পদ এক পেনশন” মামলার কেন্দ্রীয় সরকারের জমা দেওয়া সিলমোহর করা বন্ধ স্মারকলিপি গ্রহণ করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্র চূড় বলেন, “আমি ব্যক্তিগতভাবে সিল করা খামের বিরুদ্ধে। আদালতে স্বচ্ছতা থাকতে হবে।” প্রধান বিচারপতি বলেন, “এটা আদেশ বাস্তবায়নের বিষয়, এখানে কী গোপন রাখা যায়। আমাদের সুপ্রিম কোর্টে এই সিলমোহর করার অনুশীলনের অবসান ঘটতে হবে... এটি মৌলিকভাবে ন্যায়্য ন্যায়বিচারের মৌলিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী।” নরেন্দ্র মোদি সরকার সাম্প্রতিক শুভানুষ্ঠানে “এক পদ এক পেনশন” ইশতেই শীর্ষ আদালতের সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। আদালত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় “এক পদ এক পেনশন” প্রকল্পের আওতায় বকেয়ার সঠিক পরিমাণ উল্লেখ করে তিন পৃষ্ঠার

একটি নোট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং উল্লেখ করেছে যে এটি “দুঃখজনক” যে চার লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মী ইতিমধ্যে তাদের পেনশনের অপেক্ষায় থেকে মারা গেছেন। সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে যে প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে “নেটটি সিনিয়র অ্যাডভোকেট জুজিয়া আহমদির (যিনি প্রাক্তন সৈন্যদের পক্ষে উপস্থিত) সাথে ভাগ করে নিতে বলেছিলেন। তিনি বলেন, “সিল করা খামগুলি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত বিচার বিভাগীয় নীতির পরিপন্থী এবং এটি কেবল তখনই ব্যবহার করা যেতে পারে যখন এটি কোনও উৎস সম্পর্কে বা কারও জীবনকে বিপন্ন করে তোলে।” তিনি বলেছিলেন, যা এমন একটি সরকারের

জন্য একটি ধাক্কা হতে পারে, যারা গত কয়েক বছর ধরে তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ না করে তদন্তের হাত থেকে বাঁচতে “সিলড কভার বা বন্ধ খাম” এর সাহায্য নিয়েছে। এর আগে রাক্ষালে চুক্তি, আসামের ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিসিজনস মামলা, ইলেকটোরাল বন্ড মামলা, অযোগ্যতার মালিকানা বিরোধ, গুজরাট পুলিশের “ভুয়ো” এমনকি উদ্ভিদ মামলা, নরেন্দ্র মোদির বায়োপিক রিলিজ মামলা, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি মামলা, ভীমা কোরেগীও মামলা এবং কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরমের আগাম জামিনের আবেদনের মামলার মতো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সিলমোহর করার ডকুমেন্ট গ্রহণ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

“সিল করা কভার” এর উৎপত্তি, পরিবেশ বা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে শনাক্ত করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের খ্যাতির ক্ষতি এড়ানোর জন্য পৃথক কর্মীদের অফিসিয়াল সার্ভিস রেকর্ড এবং পদোন্নতির মূল্যায়নগুলি সিল করা কভারে জমা দেওয়া হয়েছিল। যৌন নিপীড়নের ঘটনায় বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিচয় রক্ষার জন্য আদালত গোপনীয় নথি গ্রহণ করা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু গত বছরের শেষের দিকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছিল যে সিল করা কভার পদ্ধতি একটি “বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত” স্থাপন করে কারণ এটি “বিচার প্রক্রিয়াকে অস্পষ্ট এবং অস্বচ্ছ” করে তোলে। বিচারপতি চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি হিমা কোহলির বেঞ্চ ২০২২ সালের ২০ অক্টোবর দেওয়া এক রায়ে বলেছিল যে এই পদ্ধতি বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের গুরুত্ব রক্ষা না ঘটায়।

গত বছরের মার্চ মাসে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এন ডি রামানাও সিলমোহর করা খামের নথি জমা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন।

‘আন্তর্জাতিক মিলেটস বর্ষে’ প্রয়াত ‘মিলেট ম্যান’ পি ভি সতীশ

হায়দ্রাবাদ।। ২১ মার্চ: ২০২৩ ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (ডি ডি এস) প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ‘মিলেট ম্যান’ হিসাবে পরিচিত পি ভি সতীশ রবিবার হায়দ্রাবাদের একটি হাসপাতালে ৭৭ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি কেবল মিলেটস (বাজরা) নয়, একটি বিকল্প এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যও কাজ করার জন্য পরিচিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে, “মিলেট ম্যান” এমন এক সময়ে মারা গেছেন যখন রাষ্ট্রসংঘ ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেটস বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে। ডেকান ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, একটি তৃণমূলস্তরে কাজ করা সংগঠন যা দরিদ্র এবং প্রান্তিক মহিলা কৃষকদের তাদের জমি এবং ফসলের অ্যাক্সেস এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করে। এই সংগঠন সাপারেড্ডি জেলার পান্তাপুর গ্রাম থেকে কাজ করে। পেরিরাপাটনা ডেভেলপমেন্ট সতীশের শেষ কৃত্য সোমবার পান্তাপুরে হয়েছে। সতীশ মহিলা গোষ্ঠীগুলির দ্বারা বৃহৎ আকারের বাজরা চাষ এবং জৈব কৃষির পিছনে চালিকা শক্তি ছিলেন। যার ফলে তিনি “মিলেট



ম্যান” উপাধি অর্জন করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে মহিলা কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত এবং শুধুমাত্র বাজরা ফসলের উপর ভিত্তি করে একটি স্থানীয় পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি স্পেনের বার্সেলোনায় জেনেটিক রিসোর্সেস অ্যাকশন ইন্টারন্যাশনালের (গ্রেন) বোর্ড এবং বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা (আই পি ই এস-ফুড) সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক প্যানেলে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কৃষিমন্ত্রী সিন্ধিরেড্ডি নিরঞ্জন রেড্ডি “মিলেট ম্যান”—এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি রাজ্য ও দেশে বাজরা প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রণী কাজ করেছেন।

বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে তিন জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা।। মহেশভালা, ২১ মার্চ: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশভালায় এক বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বিকেলে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটনাস্থলে পৌরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের পুষ্টিাঙ্গী মন্ডলপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভ্রত হাতিরে বাজি কারখানায় জাবহর বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের ঘটনায় ওই কারখানার মালিকের স্ত্রী লিপিকা হাতি (৫২), তাঁর পুত্র শান্তনু হাতি (৩২) ও প্রতিবেশী আলো দাস (১৭) নামে এক কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে আসে যম্মার ব্রিগেডের কর্মীদের পাশাপাশি মনোহোতা ও বজবজ খানার পুলিশ। খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের ঘটনাস্থলে হেনস্তার শিকার হতে হয়। তাদেরকে ছবি করতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওই কারখানার বাজি তৈরির জন্য কোনো বৈধ অনুমতিপত্র ছিল কিনা তা জানা যায়নি। মৃত দেহগুলিকে ঘটনাস্থল থেকে বের করে ময়না তদন্তের জন্য বেহালায় বিদ্যাসাগর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।



বরফে ছেয়ে গিয়েছে সান্দাকফু। তুষারপাতে বন্ধ যাওয়ার রাজপাথ।

ধর্মঘটের সাফল্য মেনেই প্রতিহিংসা, ট্রেজারিতে বেতনের বিল পিছিয়ে যাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কলকাতা, ২১ মার্চ : ধর্মঘট ভাঙতে জারি করা নির্দেশিকাতে ২৪ মার্চের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিল নবাব ধর্মঘটী কর্মচারীদের শান্তি দিতেই বেতন বিল জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে সেই ২৪ মার্চ রাখলো নবাব। সরকারের এই সিদ্ধান্তে ট্রেজারিতে চলে যাওয়া বেতনের বিল ফেরত আসতে শুরু করেছে। সোমবারই পশ্চিমবঙ্গে অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে জারি করা নয়া ফরমান খিরে কর্মচারীরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলছেন। ৩৫ শতাংশ ডি এ বকেয়া রেখে বেতন বন্ধনায় দেশের শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গের সরকার কর্মচারীদের পৌঁছে দিয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার। বাজেট পেশের দিন ৩ শতাংশ ডি এ দিয়েছিলেন চিরকুটে। নিজেই জানিয়েছিলেন, ভালোবেসে দিলে, নিশ্চয় দেব। কিন্তু কর্মচারীদের প্রতি আসলে সরকারের মনোভাব কী এদিন অর্থ দপ্তরের নয়া ফরমানে ফের একবার সামনে চলে এল।

চলতি মাসে সরকার কর্মচারীদের বেতনের জন্য বিল তৈরি করে ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার জন্য ২০ মার্চ পর্যন্ত রাখা হয়েছিল। কিন্তু এদিনই অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০ মার্চের পরিবর্তে বেতনের বিল ট্রেজারিতে জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়িয়ে ২৪ মার্চ করা হয়েছে। আসলে ধর্মঘটের বিরোধিতা করে সরকার যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল, এদিনের জারি করা ফরমানে সেই নির্দেশিকার কথাই উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যত ডি এ'র দাবি নিয়ে কর্মচারীরা ১০ মার্চ ধর্মঘটে शामिल হয়েছিলেন। মঙ্গলবারই সুপ্রিম কোর্টে শুভানুষ্ঠান হয় ডি এ মালারা। হাইকোর্টে ও স্যাট—এ ছয় দফায় পরাস্ত হয়ে রাজা সরকার কর্মচারীদের ন্যায়্য দাবির বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে গেছে। রাত পোহালেই সুপ্রিম কোর্টে ঠিক হতে চলেছে ডি এ মালার ভবিষ্যৎ। কর্মচারীরা বলছেন, মমতা ব্যানার্জির আমলে সরকার কর্মচারীরা ধর্মঘটে আসে নিজেছিল। শান্তি হিসাবে বেতন কেটে ডায়াল নন করা হয়েছিল। কিন্তু ২ মাস পরেও সরকার ধর্মঘটী কর্মচারীদের বেতন কেটেছিল। এবারই ধর্মঘট নিয়ে শুরু থেকেও কড়া মনোভাব দেখাতে গিয়ে মার্চ মাসের পুনরায় জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত অসুবিধা যায় তার রাস্তা পরিষ্কার করতেই এই পদক্ষেপ। সরকারের এই আচরণকে অবশ্য সরকার কর্মচারীরা ১০ মার্চের ধর্মঘটের সাফল্য হিসাবে দেখেছেন। গত ৯ মার্চ অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের বিরোধিতা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা

হাইকোর্টে ৫৬৯ জন বিচারপতি নিয়োগের মধ্যে মাত্র ১৭ জন এস সি ও ৯ জন এস টি

নয়াদিল্লি।। ২১ মার্চ (সংবাদ সংস্থা): কেন্দ্রীয় সরকার ১৭ মার্চ সংসদে জানিয়েছে যে ২০১৮ সাল থেকে হাইকোর্টে মোট ৫৬৯ জন বিচারক নিয়োগ করা হয়েছে। ৫৬৯ জন বিচারকের মধ্যে ১৭ জন তপশিলি জাতি, ৯ জন তপশিলি উপজাতি, ৬৪ জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং ১৫ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। ২০ জন বিচারকের সামাজিক পটভূমির তথ্য সরকারের কাছে নেই। সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে পরামর্শ করে ২০১৮ সাল থেকে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগে সামাজিক বৈচিত্র্য সম্পর্কিত তথ্য রেকর্ড করা হয়েছে। সংসদ সদস্য নব কুমার সরনিয়া সরকারকে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। যার মধ্যে রয়েছে: ১) উচ্চ আদালত এবং সুপ্রিম কোর্ট সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড হিসাবে মনোনীত এস সি এবং এস টি অ্যাডভোকেটদের বিশদ বিবরণ, ২) সাম্প্রতিক অতীতে উচ্চ আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রস্তাবিত এস সি এবং এস টি বিচারক এবং আনজীবীদের বিবরণ, ৩) স্বাধীনতার পর থেকে উচ্চ আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিযুক্ত এস সি এবং এস টি বিচারক এবং অ্যাডভোকেটদের বিবরণ, ৪) এস সি এবং এস টি (নিপীড়ন প্রতিরোধ) আইন, ১৯৮৯-এর অধীনে মামলা। আপিলগুলির শুভানুষ্ঠান জন্য বিশেষ বেঞ্চ রয়েছে এমন উচ্চ আদালতগুলির বিশদ বিবরণ সম্পর্কিত।

সাংসদ রবিকুমারের করা একই ধরনের প্রশ্নের জবাবও দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু সংসদে জানান, আদালতের ওয়েবসাইটে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালের ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে ৪৩৬ জন মনোনীত সিনিয়র অ্যাডভোকেট এবং ৩ হাজার ৪১ জন অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড রয়েছে। এছাড়াও, উচ্চ আদালতগুলিতে প্রায় ১ হাজার ৩০৬ জন মনোনীত সিনিয়র অ্যাডভোকেট রয়েছে।

মন্ত্রী আরও জানান, ইন্দিরা জয়সিং বনাম ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সেক্রেটারি মামলায় ২০১২ সালে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে সিনিয়র পদবি দেওয়া হয়।

বিচারপতি নিয়োগের প্রশ্নে মন্ত্রী লোকসভায় জানান, সংবিধানের ২১৭ ও ২২৪ নং অনুচ্ছেদের অধীনে উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ করা হয়। যেখানে কোনও জাতি বা শ্রেণির মানুষের জন্য সংরক্ষণের বিধান নেই। তবে, সরকার উচ্চতর বিচার বিভাগে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈচিত্র্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতিদের অনুরোধ করেছে যে, বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক বৈচিত্র্য নিশ্চিত করার জন্য এস সি, এস টি, ও বি সি, সংখ্যালঘু এবং মহিলাদের উপযুক্ত প্রার্থীদের যথাযথ বিবেচনা করা উচিত।

তিনি আরও বলেন, ২০২৩ সালের ১৬ মার্চ পর্যন্ত হাইকোর্টের কলেজিয়াম ১২৪ জনের নাম উচ্চ আদালতের বিচারক পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে, যা কেন্দ্রীয় সরকার এবং সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়ামের বিচারার্থীরা নিয়েছে। এর মধ্যে চারজন সুপারিশকারী এস সি ক্যাটাগরির এবং তিনজন সুপারিশকারী এস টি ক্যাটাগরির।

খেলার খবর

মহিলা প্রিমিয়ার লিগে জয় পেলো মুম্বাই, দিল্লি

মুম্বাই, ২১ মার্চ : মহিলা প্রিমিয়ার লিগে বাঙ্গালুরুর বিপক্ষে জয় পেলো মুম্বাই। তারা চার উইকেটে জয় পায়। বাঙ্গালুরু প্রথম ব্যাট করে নয় উইকেটে ১২৫ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বাই ছয় উইকেটে ১২৯ রান করে। দিনের অপর ম্যাচে জয় পায় দিল্লি। তারা পাঁচ উইকেটে পরাজিত করে ইউপিকে। প্রথম ব্যাট করে ইউপি ছয় উইকেটে ১৩৮ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি পাঁচ উইকেটে ১৪২ রান করে।

ব্যাঙ্গালুরু প্রথম ব্যাট করতে নেমে স্মৃতি মান্দানা (২৪),এলিস পেরি(২৯), রিচা ঘোষ(২৯) ব্যাটে নয় উইকেটে ১২৫ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বাই হেইলি ম্যাথিউজ(২৪),যন্তিকা ভটিয়া(৩০), অ্যামেলিয়া কের (৩১) ব্যাটে ছয় উইকেটে ১২৯ রান করে জয় পায়।

দিনের অপর ম্যাচে ইউপি প্রথম ব্যাট করে। তারা অ্যালিসা হিলি(৩৬),শ্বেতা শেরওয়াজ(১৯), তলিয়া ম্যাকগ্রা(৪৮) ব্যাটে ছয় উইকেটে ১৩৮ রান করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি মেগ ল্যানিং(৩৯),শেফালি বর্মা(২১), মেরিজনস কাপ (৩৪),অ্যালিস কাপসি(৩৪) ব্যাটে পাঁচ উইকেটে ১৪২ রান করে।

কুঁচকিতে চোট, নরওয়ে দলে নেই হলান্ড

২১ মার্চ : ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাইয়ে নামার আগে বড় ধাক্কা নরওয়ে দলে। কুঁচকিতে চোট পাওয়ায় স্পেন ও জর্জিয়ার বিপক্ষে আসছে ম্যাচে খেলতে পারবেন না ম্যাক্সেস্টার সিটির স্টাইকার অর্লিৎ হলান্ড।

নর ওয়ে ফুটবল ফেডারেশন মঙ্গলবার হলান্ডের চোটের বিষয়টি জানায়। গত শনিবার এক্ষএ কাপের কোয়ার্টার-ফাইন্যালে বানলির বিপক্ষে সিটির ৬-০ গোলে জয়ের ম্যাচে শুরুর একাদশে ছিলেন এই তারকা, করেন হ্যাটট্রিক। চলতি মৌসুমে সিটির হয়ে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন ২২ বছর বয়সী এই ফুটবলার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে জালের দেখা পেয়েছেন ৪২ বার।

এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে ২৩ ম্যাচে ২১ গোল করা হলান্ডের ছিটকে পড়া নরওয়ের স্কোয়াডে অনেক বড় ঘাটিত। বাছাইপর্বে ‘এ গ্রুপে দলটির সঙ্গী সাইপ্রাস, জর্জিয়া, স্কটল্যান্ড ও স্পেন।

প্রথম ম্যাচে আগামী শনিবার স্পেনের বিপক্ষে খেলবে নরওয়ে। এরপর ২৮ মার্চ জর্জিয়ার মুখোমুখি হবে তারা।

৭৫ বছর বয়সে কোচিংয়ে ফিরলেন হজসন

২১ মার্চ : রয় হজসন আর কোচিংয়ে ফিরবেন না বলেই ধারণা ছিল অনেকের। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে ৭৫ বছর বয়সে আবার ডাগআউটে ফিরলেন তিনি। মৌসুমের বাকি সময়ের জন্য ক্রিস্টাল প্যালেসের দায়িত্ব নিয়েছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলের প্রাক্তন এই কোচ।

২০১৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত টানা চার মরশুম প্যালেসের দায়িত্বে ছিলেন হজসন। ২০২১ সালের জুলাইয়ে ক্লাবটিতে তার স্থলাভিষিক্ত হল পাত্রিক ভিয়েইরা। তবে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দল টানা ১২ ম্যাচ জয়নিম্ন থাকার পর গত শুক্রবার বরখাস্ত করা হয়ে থাকে।

প্রিমিয়ার লিগে প্যালেস একমাত্র দল, যারা ২০২৩ সালে এখন পর্যন্ত কোনো জয় পায়নি। পাঁচটি ড্র ও সাতটি হার। লিগে সবশেষ তারা ম্যাচ জিতেছিল গত ৩১ ডিসেম্বর, বোর্নামউথের বিপক্ষে ২-০ গোলে। হজসনের সামনে তাই কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।

হজসন সবশেষ ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত ওয়াটফোর্ডের দায়িত্বে ছিলেন। দলটি প্রিমিয়ার লিগ থেকে ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তর চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে যাওয়ার পর দায়িত্ব ছেড়েছিলেন তিনি। আবার প্যালেসে ফিরতে পেরে খুব খুশি হজসন। জানিয়ে দিলেন তার লক্ষ্য।

এই ক্লাব সবসময় আমার কাছে অনেক বেশি কিছু। এখন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ম্যাচ জেতা শুরু করা এবং প্রিমিয়ার লিগে অবস্থান ধরে রাখা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরেষ্ট পাওয়া।

প্রিমিয়ার লিগে বর্তমানে ১২ নম্বরে আছে প্যালেস। তবে বেলিগেশন অঞ্চল থেকে ফেফ ৩ পয়েন্ট দূরে তারা। আন্তর্জাতিক বিরতির পর আগামী ১ এপ্রিল ঘরের মাঠে লেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে প্যালেসে হজসনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হবে। সাড়ে চার দশকের বেশি সময়ের কোচিং ক্যারিয়ারে অসংখ্য ক্লারের পাশাপাশি ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সবুজুড় আরব আমিরাতে ও ফিনল্যান্ড জাতীয় দলের দায়িত্ব পালন করেছেন হজসন। ছয়টি প্রিমিয়ার লিগ ক্লাবে ৩৮২ ম্যাচে দলের পালন করেছেন তিনি। প্রতিযোগিতাটির সবচেয়ে বেশি গয়সী কোচের রেকর্ড গড়েছেন আগেই।

ক্যানসারমুক্ত কিংবদন্তি মার্টিনা নাজাতিলোভা

২১ মার্চ : টেনিসহল ক্রীড়া জগতের জন্য সুখবর। কিংবদন্তি টেনিস প্লেয়ার মার্টিনা নাজাতিলোভা ক্যানসার থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এই খবর নিজেই জানিয়েছেন তিনি। বছরের শুরুতে জানুয়ারি মাসে তিনি সকলকে জানান দ্বিতীয়বারের জন্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন। তখন থেকেই তার সর্মথক এবং ক্রীড়ামহল মার্টিনার স্বাস্থ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

গত জানুয়ারি মাসে সকলকে জানান, গলা এবং স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত তিনি। যখন মার্টিনা এই বিষয় জানান, তখন ক্যানসার প্রথম স্তর দানা বাঁধে তার শরীরে। সকলকেই আশা করেছিলেন তিনি সুস্থ হয়ে ফিরে আসবেন। তবে চাপা উত্তেজনা ছিল। চিকিৎসক থেকে সর্মথকদের কাছে সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার বয়স। ৬৬ বছর বয়সি এই তারকা প্লেয়ার সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ফিরে এসেছেন।

চেকোভ্লোভাকিয়ার প্রাগে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। চেক-আমেরিকান এই টেনিস প্লেয়ার তার খেলোয়াড়ই জীবনে জিতেছেন ৫৯টি গ্ল্যান্ড স্লাম শিরোপা। সিঙ্গলস জিতেছেন ১৮টি। সিঙ্গলস এবং ডাবলসে সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় ধরা হয় তাদের। ২০০৬ সালের টেনিস খেলাকে বিদায় জানান তিনি। এক সাক্ষাৎকারে মার্টিনা নিজেদের সুস্থতার কথা প্রকাশ করে বলেন, “চিকিৎসকরা আমাকে জানিয়েছেন আমি ক্যানসারমুক্ত। তবে এখনও আমাকে কিছু ডাক্তারি প্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে যেতে হবে। ওভার বলেছে আমাকে রেডিয়েশন দিতে হবে। তবে এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া নয়। খুব বেশি হলে কয়েক সপ্তাহ এই প্রক্রিয়া চলবে।”

তিনি আরও বলেন, “আমি লক্ষ্য করি গলার বাঁ-দিকে ফুলে যাচ্ছে। তখন আমি ভেবেছিলাম, ডাক্তারিন নেওয়ার জন্য এমনটা হচ্ছে। কিন্তু কোনও ভাবেই তা না কমায, কয়েক সপ্তাহ পর আমি চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করি। এবং সেখানে মায়োগ্রাফি করার পর ক্যানসার ধরা পড়ে। তবে এই সময়টা আমার কাছে খুব কঠিন ছিল। যা বলে বোঝানো যাবে না। বিশেষ করে প্রথম সপ্তাহে কেনো দেখা হওয়া হয়, যা সত্যি যন্ত্রণাদায়ক। তারপর ধীরে ধীরে সব কিছু সয়ে যায়।”

গত বছরের নভেম্বর মাসে তার ক্যানসার ধরা পড়ে। তবে তিনি তা সকলকে জানিয়েছিলেন জানুয়ারি মাসে। চার মাসের ব্যবধানে ফের সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। উল্লেখ্য, এর আগেও এই টেনিস সন্দ্বর্ভী মার্টিনা ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। টেনিসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় মার্টিনা নাজাতিলোভা সেই সময়েও নিজের খেলোয়াড়ই মানসিকতার পরিচয় দেন। হাল না ছাড়ার মানসিকতা নিয়ে ক্যানসারকে হারিয়েছিলেন তিনি। এবারও সেই একই পথে হাঁটলেন তিনি। ক্যানসারকে জয় করে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এই টেনিস তারকা।

আজ চেন্নাইয়ে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার একদিবসীয় সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ

চেন্নাই, ২১ মার্চ : আগামীকাল চেন্নাইয়ে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার তিন ম্যাচের একদিবসীয় সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ। মুম্বাইয়ে সিরিজের প্রথম একদিবসীয় ম্যাচে জিতে ভারতীয় দল এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিশাখাপত্তনমে দারুণভাবে পর্যাবর্তন করে অস্ট্রেলিয়া। ভ্রাতৃত্বকে দশ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে সমতা নিয়ে আসে ১-১। আগামীকাল তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামার আগে রোহিতদের কাছে চিন্তার বড়ো কারণ দলের টপ অর্ডারদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। সেই সাথে অবশ্যই প্রতিপক্ষ দলে মিচেল মার্শের বিধ্বংসী ফর্ম।

মুম্বাইতে প্রথম একদিবসীয় ম্যাচে ভারতীয় বোলাররা অস্ট্রেলিয়াকে কম রানে আটকে রাখলেও ভারতীয় ব্যাটাররা নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি। লড়াই করে ম্যাচ জিততে হয়েছে। আর দ্বিতীয় একদিবসীয় ম্যাচে ভারতীয় ব্যাটাররা স্টার্কের দাপটে গুড়িয়ে গিয়েছিল। দুটি ম্যাচেই ভারতীয় ব্যাটাররা বার্থা অধিনায়ক



রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, বিরাট কোহলিরা রান পাচ্ছেন না। দুই ম্যাচে রানের খাতাই খুলতে পারলেন না সূর্যকুমার যাদব। চোটের জন্য এই আসর থেকে ছিটকে গেছেন শ্রেয়াস আইয়ার, শুভমান এবং বিরাটের রান পাওয়া টা। এই তিন ব্যাটার রান পেলে অস্ট্রেলিয়াকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ছেড়ে দেওয়া যেত। আগামীকাল দেখার বিষয় কিভাবে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে মোকাবিলা করে ভারতীয় ব্যাটাররা। কারণ দুই ম্যাচে আট

প্রথম ম্যাচে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। দ্বিতীয় ম্যাচে রান না পেলেও কোচ দ্রাবিড় কিন্তু আত্মবিশ্বাসী সঠিক সময়ে জুলে উঠবে রাখল, জাদেজার ব্যাট। তবে চিন্তার বড়ো কারণ রোহিত, শুভমান এবং বিরাটের রান পাওয়া টা। এই তিন ব্যাটার রান পেলে অস্ট্রেলিয়াকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে ছেড়ে দেওয়া যেত। আগামীকাল দেখার বিষয় কিভাবে অস্ট্রেলিয়ার বাঁহাতি পেসারকে মোকাবিলা করে ভারতীয় ব্যাটাররা। কারণ দুই ম্যাচে আট

কে এল রাখল এবং জাদেজা

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা একাদশ ভারতের তিন ক্রিকেটার থাকলেও জায়গা হলো না রোহিত, কোহলিদের

নয়াদিল্লি। ২১ মার্চ : বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইন্যালের আগেই সেরা একাদশ ঘোষণা করল উইজডেন। ২০২১ সাল থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় পর্ব। উল্লেখ্যই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। টানা দ্বিতীয় বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে উঠেছে ভারতীয় দল।

মোঘরাহরই শেষ হয়েছে শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজ। এরপরে সেরা একাদশ বেছে নিল উইজডেন। ৭ জুন থেকে ওভালে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে। এ বছর টেবিলের এক নম্বরে শেষ করেছেন

অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় স্থানে ছিল ভারত। ফাইনালের প্রায় তিন মাস আগেই টুর্নামেন্টের সেরা একাদশ ঘোষণা করল উইজডেন। এগারো জনের সেই দলে রয়েছেন ভারতের তিন ক্রিকেটার। যশিণ্ড বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, কেএল রাহুলরা সেই দলে সুযোগ পাননি। উইজডেনের ঘোষিত সেরা একাদশে ভারতীয় দল থেকে রয়েছেন ঋষভ পণ্ড, জসপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাডেজা। এর মধ্যে পছ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে বেলেতে পারবেন না। কয়েক মাস আগেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ভারতীয় তরুণ কিপার-ব্যাটার। ফিরে আসার প্রবল চেষ্টা অলরাউন্ডার। ব্যাটিং গড় ৩৭.৩৮। বল হাতে নিয়েছেন ৪৩ উইকেট।

টুর্নামেন্টে ১২ ম্যাচে ৮৬৮ রান করেন পণ্ড। ব্যাটিং গড় ৪৩.৪। ২টি সেঞ্চুরি আর ৫টা হাফসেঞ্চুরি করেছেন বী-হাতি কিপার-ব্যাটার। স্ট্রাইক রেট ৮১। ভারতীয় পেসার জসপ্রীত বুমরাও রয়েছেন একাদশে। তবে দীর্ঘ কয়েক মাস ধরেই মাঠের বাইরে তিনি। কোমরের চোটে ভুগছেন বুমরা। অস্ত্রোপচারও হয়েছে। ১০ ম্যাচে ৪৫ উইকেট নেন ভারতীয় পেসার। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যালে পাওয়া যাবে না বুমরাকেও। এ ছাড়াও উইজডেনের সেরা একাদশে ভারতীয়দের মধ্যে রয়েছেন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা। ১২ ম্যাচে ৬৭৩ রান করেন বী-হাতি অলরাউন্ডার। ব্যাটিং গড় ৩৭.৩৮। বল হাতে নিয়েছেন ৪৩ উইকেট।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের এই একাদশে ঠাই হয়নি পাকিস্তানের কোনও ক্রিকেটারের। প্রথম ফাইন্যালিস্ট অস্ট্রেলিয়ার ৪ ক্রিকেটার জয়গা পেয়েছেন এগারো জনের দলে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক উইজডেনের বিচারে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা একাদশ : উসমান খোয়াজা (শ্রীলঙ্কা), দিমুথ করুণারত্নে (শ্রীলঙ্কা), মার্নাস লাবুশেন (অস্ট্রেলিয়া), নীশেন চণ্ডীমল (শ্রীলঙ্কা), জনি বেয়ারস্টো (ইংল্যান্ড), ঋষভ পণ্ড (ভারত), রবীন্দ্র জাডেজা (ভারত), প্যাট কামিন্স (অস্ট্রেলিয়া), কাগিসো রাবোডা (দঃ আফ্রিকা), নাথান লিয়ঁ (অস্ট্রেলিয়া), জসপ্রীত বুমরাহ (ভারত)।

বুমরাহের বোলিং অ্যাকশনের জনাই বারবার চোট পাচ্ছে, বললেন শোয়েব

২১ মার্চ : জসপ্রীত বুমরাহর পিঠে চোট লাগার জন্য দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় দলের বাইরে রয়েছেন। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে আর কোনও ধরনের ক্রিকেট খেলেননি তিনি। বুমরাহ এশিয়া কাপের পাশাপাশি একাধিক টি-টোয়েন্টি এবং ওডিআই সিরিজ হাতছাড়া করেছেন। আগস্টে চোট লাগলেও কয়েকদিন পরই কিছুটা সুস্থ হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিনি দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেন। আর এই খেলার ফলেই তার চোট আরও বেড়ে যায়। যার ফলে পরবর্তী টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ও বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ে যান। সেপ্টেম্বর থেকে পুরোপুরিভাবে মাঠের বাইরে তিনি।

পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার শোয়েব আখতার মনে করেন, বুমরাহর বোলিং অ্যাকশনে ভুল রয়েছে। তিনি বলেন, “অস্বাভাবিক বোলিং অ্যাকশন এবং ওয়াকলোড ম্যানেজমেন্টের অভাবে বুমরাহ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গত বছর যে পরিমাণ ক্রিকেট খেলেছে, সে কারণেও বুমরাহের পিঠের চোট লাগতে পারে।”

আখতার বুমরাহের পিঠের চোট লাগার কারণ হিসেবে বলেছেন, “বুমরাহ বোলিং করার জন্য অনেকটাই মেরুদণ্ডের উপর চাপ দেয়। আমরা সব সময় সেই চাপ পাশে রাখতাম। আমরা খেলার সময় আমাদের পিঠে যাতে চাপ বেশি না পড়ে সেজনা বিকল্প কিছুর সাহায্য নিয়ে থাকি। জসপ্রীত সেটা করেন না।

তাই চোট লাগছে।”

আখতার আরও বলেন, “গত বছরে যে পরিমাণ ক্রিকেট খেলেছে বুমরাহ তাতে চোট লাগা স্বাভাবিক। তিন ফরমাটেই নিয়মিত খেলেছে। সেই সঙ্গে আইপিএলও খেলেছে। টিম ম্যানেজমেন্ট বুমরাহকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারেনি। আমি মনে করি, ভারতীয় দল ওকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারত। তবে বুমরাহর উচিত ছিল একটু সচেতন থাকার। তাঁর বোঝা উচিত ছিল কোন ফরমাটে খেলা উচিত আর কোন ফরমাটে খেলা উচিত নয়।”

বুমরাহ ছিটকে যাওয়ার বেশ সমস্যায় পড়েছে ভারতীয় দল। বিশেষ করে চলতি বছরের শেষের

ফাইন্যালের পেনাল্টি নিয়ে সিদ্ধান্ত রেফারির কিয়ানের খেলায় খুশি বাবা জামশেদ

২১ মার্চ : ২০২২-২৩ সালের ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ফাইন্যাল ম্যাচে কিয়ানের পেনাল্টি নিয়েই বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। বঙ্গের বাইরে ফাউল করা হয়েছিল কিয়ানকে। আর সেই ফাউলকেই কেন পেনাল্টি দিলেন রেফারি? তাই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। এই বিতর্ক নিয়ে কার্যত সমালোচনার সূনামি উঠেছে দেশের ফুটবল মহলে। রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে খুশি নন বেঙ্গালুরু কোচ সহিদন খেসান। তার সঙ্গে যোগ হয়েছেন বেঙ্গালুরুর কর্মকর্তারা। ম্যাচের পর সরাসরি রেফারিকে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন সমালোচকরাও। ম্যাচের পরে আইইএফএফ সভাপতিও বলেছেন রিভিউ সিস্টেম থাকলে রেফারিদের অনেক সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হত এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে জটিলতা থাকত না।

এমন আবহে কিয়ানের বিতর্কিত পেনাল্টি আদায় নিয়ে শেষমেশ মুখ খুললেন কিংবদন্তি



ফুটবলার জামশেদ নাসিরি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ওই গোল নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। সুনীলের গোল নিয়েই বলার কিছু নেই। রেফারি শুধু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে যাবেন। শুধু এই ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রে পেনাল্টি নাকি পেনাল্টি নয়,, হ্যান্ডবল নাকি হ্যান্ডবল নয়, বাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী একমাত্র রেফারি।’

কিয়ানের পারফরম্যান্স নিয়ে জামশেদ নাসিরি বলেছেন, ‘কিয়ানের খেলা দারুণ লেগেছে।

সব থেকে ভালো লাগছে ও জানে ওঁকে ম্যাচে কোন দায়িত্ব পালন করতে হবে। সেটাই করেছে ও।’ এরপরে তিনি আরও বলেন, ‘খুব ভালো লাগছে। বর্ধদিন পরের ক্লাবে ট্রফি এন্ড। আরও ভালো লাগছে বাংলার জন্য। বাংলার কোনও দল এরকম দেশের সেরা হল, অসাধারণ অনুভূতি হচ্ছে।’ মোহনবাগান নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘ফাইন্যালে মোহনবাগানকেই সর্মথন করছিলাম। বাংলার একটা দল

ফাইনাল খেলছে। অবশ্যই সে দলকে সর্মথন করা নিয়ে কোনও প্রশ্নই থাকে না। ডার্বিতেও ওরা দুটো লেগে ভালো খেলেছে। মোহনবাগান বরাবর পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলে। যে দল পজিটিভ ফুটবল খেলবে তাদের পক্ষেই ফফাফল আসবে। এটা জানা কথা।’

কিয়ানকে এখনই জাতীয় দলের পরবর্তী সম্পদ ভাবা শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে এখনই পুত্রের জন্য তাড়াতাড়ি করতে রাজি নন জামশেদ নাসিরি। তবে কিয়ান যাতে ভবিষ্যতে আরও বড় বাবা জামশেদ নাসিরি তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আগামী টুর্নামেন্ট ওলাতে আরও সাফল্য আসুক।’ এর পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘জাতীয় দলে ও খেলবে কিনা সেটা পুরোপুরি কোচ স্টিম্যাচ, ফেডারেশন সিদ্ধান্ত নেবে। এই নিয়ে আমরা বলার কিছু নেই।’

ডেইলি দেশের কথা, আগরতলা, ২২ মার্চ, ২০২৩, বুধবার সাঁত

তপন স্মৃতি নকআউট সেমিফাইন্যালে কসমোপলিটন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আগরতলা, ২১ মার্চ : তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইন্যালে খেলার ছাড়পত্র আদায় করল কসমোপলিটন ক্লাব। কোয়ার্টার ফাইন্যালের ম্যাচে জেসিসিকে ৯ উইকেটে ছিটকে দিয়ে শেষ চারে পৌঁছায় কসমোপলিটন। পোলস্টার এবং ইউনাইটেড ফ্রেডসের মধ্যকার অপর কোয়ার্টার ফাইন্যালের ম্যাচটি বৃষ্টির জন্য মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়াতে আগামীকাল পুনরায় ম্যাচ কনারানো সিদ্ধান্ত নেয় টুর্নামেন্ট কমিটি।

কসমোপলিটন - জে সি সি

এম বি বি স্টেডিয়ামে কসমোপলিটন টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় জে সি সি-কে। ব্যাট করতে মেমে জেসিসি-র প্রথম সারির ব্যাটাররা কসমোপলিটনের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে দ্রুত একের পর এক মাঠ ছাড়তে থাকেন। শঙ্কর পাল (০), তেজস্বী জয়সওয়াল(১) ও রোহিত ঘোষ (১১) বড় স্কোর গড়তে পারেননি। এরপর অনিরুদ্ধ সাহা ৪৪ বলে ২৬ রান ও দীপজয় দেব ২৯ বলে ১৩ রান করে লড়াই করার চেষ্টা করে আউট হয়ে মাঠ ছাড়েন। মিডল অর্ডারে অভয়ের ১২ রান ছাড়া বাকিরা কেউ দুই সংখ্যার রান করতে পারেনি। নিরুপম সেন (৪), জয়শ্রীমান সাহা (৫), প্রিন্স (৩) ও বিকাশ মজুমদার (০) চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়। শেষে অতিরিক্ত ১৩ রানের সুবাদে জে সি সি ২৪.১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯২ রান তুলতে সক্ষম হয়। কসমোপলিটনের চৌধুরী জুনেইদ কালাম ৪টি, সৌরভ দাস ৩টি এবং সৌরভ করে ২টি করে উইকেট পান।

জবাবে ৯৩ রানের জয়ের সহজ লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে কসমোপলিটন ১৬.৪ ওভারে ১উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। ব্যাট হাতে শুরুটা ভালই করেছিল কসমোর অমীয় সুমন ও পল্লব দাস। সুমন ১৯ বলে ২৫ রান করে আউট হলেও নিনাদ কমকে সঙ্গে নিয়ে দলকে জয় এনে দেন পল্লব দাস। পল্লব ৪২ বলে ৩৩ রান এবং নিনাদ ৩৯ বলে ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। জেসিসি-র হয়ে একমাত্র উইকেটটি পান বিকাশ মজুমদার। মর গুমে জে সি সি দুইবার কসমোপলিটনকে হারালেও নকআউটে কিন্তু কসমোপলিটনের কাছে হেরে বিদায় নিল জে সি সি।

ইউনাইটেড ফ্রেডস-পোলস্টার

পি টি জিতে টস হেরে প্রথমে ব্যাট পায় পোলস্টার। দলের ইনিংসের শুরুটা তেমন ভাল না হলেও মিডল অর্ডারের ব্যাটারদের দুরন্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে ভাল স্কোর গড়ে পোলস্টার। ব্যাট হাতে অমরেশ দাস ৭৫ বল খেলে ৮টি চার ও ৭টি ছয়ের সাহায্যে ১০৭ রানের দুরন্ত শতরানের ইনিংস খেলেন। অমরেশকে উইকেটে যোগ্য সহযোগিতা করেন ঋতুরাজ ঘোষ রায় (৩১), নিহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তব (২২) ও উত্তম কলই (১৬)। পোলস্টার ৪১.১ ওভার ব্যাট করে ১০ উইকেট হারিয়ে ২০৫ রান তুলে। ইউনাইটেড ফ্রেডসের ঋত্বিক শ্রীবাস্তব ৩টি, পারভেজ সুলতান ও রজত দে ২টি করে উইকেট পান। জবাবে ব্যাট করতে ইউনাইটেড ফ্রেডস ৮ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ৪৫ রান তোলার পর বৃষ্টি নামলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। বৃষ্টির জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে ম্যাচ শুরু করতে না পাড়ায় আগামীকাল পুনরায় ম্যাচটি হবে বলে জানায় টুর্নামেন্ট কমিটি।

ভারতীয় ব্যাটারদের বাঁ-হাতি বোলারে আতঙ্ক, মানছেন না রোহিত

মুম্বাই, ২১ মার্চ : মুম্বাইয়ে প্রথম একদিবসীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার মিচেল স্টার্ক ভারতের ৩ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় ম্যাচেও এই পেসার নিজের আধিপত্য বজায় রাখেন। পাঁচ উইকেটে নেন তিনি। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রোহিত শর্মা ও শুভমান গিলকে দ্রুত ফিরিয়ে দেন এই অভিজ পেসার। শুধু তাই নয়, সূর্যকুমার যাদব ও কেএল রাহুলকে ফিরিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পিছনে বড় অবদান রাখেন স্টার্ক (মহম্মদ সিরাজকেও আউট করেন)।

শুধু বিশাখাপত্তনমে নয়, অতীতে বাঁহাতি বোলার মহম্মদ আমির, শাহিন শাহ আফ্রিদি এবং ট্রেন্ট বোল্টের এইসব বাঁ-হাতি বোলারদের কাছে পর্যদুষ্ট হয়েছে ভারতের তারকাখচিত ব্যাটিং লাইন-আপ। ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপ বিভিন্ন সময়ে বাঁহাতি বোলারদের সামনে ভেঙে পড়েছে। কিন্তু ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা মনে করেন না, টিম ম্যানেজমেন্টের এই বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, “যখন প্রতিপক্ষ দলের কাছে একজন ভালো বোলার থাকে, তখন সে উইকেট নিতে চাইবে। সেই প্রতিপক্ষ দলের ভালো বোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, বিপক্ষদের ভালো ব্যাটারদের আউট করতে। বাঁ-হাতি বা ডানহাতি ব্যাটার তারা দেখে না। উইকেট নেওয়াটাই তাদের লক্ষ্য থাকে। তবে আমাদের যে ডানহাতি বোলাররাও সমস্যায় ফেলেন, সেটা নিয়ে কেউ কথা বলে না। ডানহাতি বোলাররাও সমস্যায় ফেলে দেয় আমাদের। তখনও কেউ কিছু বলে না। উইকেট পড়লেই দলের চিন্তার বিষয় হয়।”

ভারত অধিনায়ক আরও বলেন, “আমরা প্রত্যেকটা বিষয় অন্যরকমভাবে দেখব। আমরা কীভাবে আরও ভালো খেলব তাতে নজর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা কীভাবে আউট হুজি, সেটাও লক্ষ্য রাখছি। যাতে পরে একই সমস্যার মুখে পড়তে না হয়। সবকিছু দেখেই আমাদের একটা ভালো পরিকল্পনা করে নামতে হবে।”

হিটমান আরও বলেন, “ক্রিকেট এমনই একটা খেলা যেখানে সব পরিকল্পনা কাজ করে না। অনেক সময় অনেক পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। যদি অজেগা এবং অক্ষরের মতো বাইনে ব্যাটাররা উপরের দিকে ব্যাট করতে নেমে আউট হয়ে যেত, তাহলে পরিস্থিতি অন্য রকম হত। খেলা কীভাবে গড়ায়, সেটা আমি জানি। যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু ঘটে না, তখন বিভিন্ন রকম চিন্তাভাবনা আসে। তখন আমরা প্রয়োজনমতো নির্দিষ্ট ব্যাটারকে তুলে আনি।

আমাদের সময় ইয়ো ইয়ো টেস্ট থাকলে অনেক তারকা বাদ যেতেন : সেওয়াগ

দিল্লি, ২১ মার্চ : বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বে ফিটনেসের গুরুত্ব আলাদা। সবকটি দেশে আলাদা করে ফিটনেসের উপর জোর দিয়েছে। দল নির্বাচনের অন্যতম মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ফিটনেস। ফিফ্টিয়ে রান বাঁচানো থেকে ভালো কাচ ধরা সবকিছুই বর্তমান দিনে ম্যাচের প্রেক্ষাপটকে বদলে দিতে সক্ষম। সম্প্রতি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকা দলের অধিনায়ক ড্যান ভ্যান নিকার্ক ফিটনেস পরীক্ষায় ফেল করার কারণে দল থেকে বাদ পড়েছিলেন। বর্তমান দিনে বিশেষ করে বিসিসিআই ফিটনেসের লেভেল পরীক্ষা করার জন্য ইয়ো-ইয়ো টেস্টের ব্যবহার করে থাকে। প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ব্যাটার বীরেন্দ্রে সেওয়াগ মনে করেন তাদের সময়ে দল নির্বাচন এই ইয়ো-ইয়ো টেস্টের ভিত্তিতে হলে অনেক কিংবদন্তি দলে জায়গাই পেতেন না।

এক আলোচনাসভায় বীরেন্দ্রে সেওয়াগ জানিয়েছেন, “ভারতীয় দলে একটা ট্রেন্ড চালু হয়েছিল। যদি তুমি ইয়ো-ইয়ো টেস্টে পাশ না করতে পার তাহলে দলে জায়গা পাবে না। আর এই ট্রেন্ড যদি আমাদের সময়ে থাকত তাহলে ভারতীয় ক্রিকেটের অনেক কিংবদন্তি দলেই জায়গা পেতেন না। কারণ তারা নির্ঘাত ইয়ো-ইয়ো টেস্ট পাশ করতে পারতেন না। আমাদের সময়ে ফেকার্সটা ছিল একজন ক্রিকেটোরে ফিলের উপরে। যারা তাদের ফিল দিয়ে জাতীয় দলকে ম্যাচ জেতানোর ক্ষমতা রাখতে পারত, তাদের দলে সেওয়াগ পেয়েছিল। যদি ভালো দৌড়বির দরকার হয় তাহলে তাকে ক্রিকেটে খেলা নয় ম্যারাথনে নামাও।

তার ক্রিকেট খেলার দরকার নেই বলেই আমি মনে করি।’ বীরেন্দ্রে সেওয়াগ আরও জানিয়েছেন, “আমাদের সময়ে সবাই ওজন নিয়ে অনুশীলন বা জিম করতে না। তাদের লক্ষ্য ছিল নিজেদের ফিলকে আরও ঘষামাজা করে তাকে আরও উন্নত করা। সময় অনেকটাই বদলেছে। আমাদের সময়ে ব্যাটিং, বোলিং, ফিফ্টিং সবক্ষেত্রেই যত পার অনুশীলন কর, এই নীতিই ছিল আমাদের। শারীরিকভাবে সক্ষম থাকলে আমরা ভারোত্তোলন করতোম। তবে কোন সমস্যা থাকলে যেমন পিঠের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা তাহলে সবকিছু একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে করা হত। তবে এখন এই ইয়ো ইয়ো টেস্ট, ডেভো এইসব কিছুই দল নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে।’

ডেইলি দেশের কথা

□ ২২শে মার্চ, ২০২৩ □ ৭ই চৈত্র, ১৪২৯ □ বুধবার

পাঁচ দফা দাবিতে গ্রুপ ডি সমিতির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ২১ মার্চ : অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সহ সুনির্দিষ্ট ৫ টি দাবি নিয়ে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা সরকারি গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতি। সোমবার সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৩ সদস্যক প্রতিনিধিদল দেখা করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ২ জন অতিরিক্ত অধিকর্তার সঙ্গে। সকল প্রকার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করার জোরালো দাবি করা হয়েছে। এছাড়া সমস্ত পার্মানেন্ট লেবারদের নিয়মিত ফেলে বেতন দেওয়ার দাবি করা হয়েছে।

একইসঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সকল প্রকার গ্রুপ ডি শূন্যপদ দপ্তর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পূরণ করার দাবিও করা হয়েছে। গ্রুপ ডি কর্মচারীরা যারা নিজ নিজ মহকুমায় এবং জেলায় বাইরে কর্মরত রয়েছেন তাদের নিজ নিজ এলাকায় বসলি করে নিয়ে আসার দাবি করা হয়েছে। ডেপুটেশনে অংশ নিরেছেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিবেকানন্দ রায়, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক খোকন চন্দ্র পাল ও যুগ্ম সম্পাদক জয়নাল উদ্দিন।

সিপিআই(এম) অঞ্চল সদস্য প্রয়াত, শোক



নিজস্ব প্রতিনিধি। আমবাঙ্গা, ২১ মার্চ : সিপিআই(এম) বলরামা অঞ্চল কমিটির সদস্য প্রখ্যাত চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। তিনি সি আই টি ইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা দিনমজুর ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্যও। সোমবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫১ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী ও দুই ছেলে। সিপিআই(এম) বলরামা অঞ্চল কমিটি গভীর শোক প্রকাশ করে পরিবারের লোকজনকে জানিয়েছে সমবেদনা।

সোমবার সন্ধ্যায় প্রখ্যাত চক্রবর্তী তার লাশখরজ নিজ বাড়ি থেকে ফুলি বাজারে যান বাজার করতে। কিছুক্ষণ পর বাজার সেরে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তার মাঝেই অনুস্থতা বোধ করেন। রাস্তার পাশেই একটি বাড়িতে ঢুকলে বাড়ির লোকজন তার মাথায় জল ঢালেন এবং খুব জরুরতর সাথে থলিই জেলা হাসপাতালে পাঠান তাকে। এই সময়ে বুকের ব্যথায় একেবারে কাতর হয়ে পড়েন প্রখ্যাত চক্রবর্তী। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসা শুরু করলেই মৃত্যুর আঘাত চলে পড়ে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিত্রভাষি ও সজ্ঞন ব্যক্তি। ১৯৯১ সালে সিপিআই(এম)-র সদস্যপদ লাভ করেন। যুব ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন। তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে এলাকাভূঁড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া। রাতে মরদেহ বাড়িতে নেয়ার সাথে সাথে পরিবারের লোকজন কান্নায় ডেঙে পড়েন। এলাকার মানুষও ভিড় জমান। রাতেই প্রয়াতের বাড়িতে যান সিপিআই(এম) আমবাঙ্গা মহকুমা কমিটির সদস্য শংকর শর্মা।

মঙ্গলবার সকালে প্রয়াতের বাড়িতে যান সিপিআই(এম) থলিই জেলা কমিটির সম্পাদক পংকজ চক্রবর্তী।

মন্ত্রী অসুস্থ : ভর্তি হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ২১ মার্চ: সচিবালয়ে কাজ করার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালে গিয়ে মন্ত্রীর চিকিৎসার খোঁজ খবর নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।

অনাস্থায় ম্যাক্রা জয়ী কান ঘেঁষে রাস্তার প্রতিবাদ আরও জোরালো

প্যারিস, ২১ মার্চ : জাতীয় সংসদে অনাস্থা প্রস্তাবের ভোটের কান ঘেঁষে ম্যাক্রা সরকার টিকে যাওয়ার ১০ মিনিটের মধ্যেই প্যারিসের রাজপথ ফের উত্তাল বিক্ষোভে। পেনশন প্রকরের সংস্কারের আইন সংসদে আলোচনা না করেই ডিক্রি জারি করে চালু করেছেন ফরাসি রাষ্ট্রপতি। তার বিরুদ্ধে টানা বিক্ষোভ চলছে। প্যারিস-সহ একের পর এক শহরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে। এই প্রেক্ষিতেই জাতীয় সংসদে দুটি অনাস্থা প্রস্তাব এসেছিল সোমবার। মধ্যপন্থী কয়েকজন সংসদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিল বামপন্থী পার্টিগুলি, সোশালিস্ট পার্টি, গ্রিন পার্টি। রক্ষণশীল দলের একাংশের সদস্যও বিরোধ করেছেন। এই প্রস্তাব পেয়েছে ২৭৮টি ভোট। দরকার ছিল ২৮৭ ভোট। ৯ সদস্যের পার্থক্যে ম্যাক্রা সরকার এর যাওয়া টিকে গেলেও সংসদের বাইরে রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাতই হচ্ছে। সংসদের মধ্যে অনাস্থা ভোটের ফল ঘোষণার পরেই বামপন্থী লা ফ্রান্স ইনসৌমিসের সদস্যরা ফ্রান্সে ভ্রমণ করেন। সেখানে লেখা: ‘ঠিক আছে, সরকার চালাও, রাস্তায় দেখা হবে’। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে স্লোগানও উঠে। লা ফ্রান্স ইনসৌমিসের সদস্যরা নেতা মারিন্লে প্যান্টো স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো সমসারই নিষ্পত্তি হলো না। এই সংস্কার প্রত্যাখ্যাত করতে যা যা করার আমরা করে যাব। জাঁ লুক মেলোশ’র লদ লা ফ্রান্স ইনসৌমিসের আরেক সাংসদ আলেক্সেই

কোরবিয়েরে বলেন, প্রচণ্ড রাগ জমা হয়ে আছে। লড়াই চলবেই। দ্বিতীয় অনাস্থা প্রস্তাব এনেছিল অতি দক্ষিণপন্থী মারি লে পেনের নাশ্যনাল র্যালি পার্টি। সেই প্রস্তাবটি ৯৪ ভোট পেয়েছে। কিন্তু দলের নেত্রী লরে লাভালেয়ে সংসদেই রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যেকোনও সময়ের তুলনায় এখন আমরা আত্মবিশ্বাসী আমরাই প্রকৃত বিকল্প। আপনার পরে আমরাই ক্ষমতায় আসব।

সংসদে অনাস্থা ভোটের পরমুহূর্তেই রাজধানীর রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায়। রাষ্ট্রপতির কুশপুতুল পোড়ানো হয়। সংসদের কাছেই বিক্ষোভে সংঘর্ষ হয় পুলিশের সঙ্গে। একের পর এক শহরে ফের বিক্ষোভ শুরু হয়। শুধু প্যারিসেই প্রায় ২৫০ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পরিবহণ, পৌর পরিষেবা, তেল যোগানাদার, পরিকাঠামোর বহু ক্ষেত্র ধর্মঘট বা টানা প্রতিবাদে অচল হয়ে পড়েছে। এই বিক্ষোভে একদিকে শ্রমজীবী জনতা নেমেছেন, অন্যদিকে তরুণতর প্রজন্ম নেমেছে। ম্যাক্রা’র নেশনাল সংস্কারে পেনশন দেওয়া শুরু হবে ৬৪ বছরের পরে। অবসরও তার পরে। এখন ৬২ বছর বয়সে অবসর নিয়ে পেনশনের সুযোগ পাওয়া যায়। ম্যাক্রা’র যুক্তি, দেশে ব্যয়ক্ষ জনসংখ্যা বাড়ছে। শ্রমিকদের তরফে দেয় অংশ না বাড়ালে পেনশনের বোঝা সরকারের পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। সুতরাং আরও দু’বছর কাজ কর, পেনশন তহবিলে দেয় অংশ দিয়ে যাও। ফ্রান্সের শ্রমজীবী জনতা যে

রাস্তায় নেমেছেন তার বড় কারণ হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা বলছেন, সামাজিক সুরক্ষা ভালো ছিল। ফ্রান্সের কাজের ধরন, সামাজিক সুরক্ষার ধরন ইউরোপের অনেক দেশ থেকেই পৃথক। অথচ এখন প্রকৃত মজুরির হার কমছে, স্থায়ী কাজ বিরল হয়ে দাঁড়িয়েছে, মেয়াদি কর্মসংস্থানই প্রধান। এই সামাজিক অস্থিরতার মধ্যেই পেনশন পিছিয়ে দেওয়া ফ্রান্সের মানুষ মানতে পারছেন না।

এই বিক্ষোভের চরিত্র সম্পর্কে ‘লা মর্দে’ পত্রিকায় ইতিহাসবিদ জী গ্যারিগুয়েস লিখেছেন, ‘রাষ্ট্রপ্রধানকে পুরানো ব্যবস্থার রাজার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে যে ঘৃণা ছড়িয়েছে তা নাগরিকদের সঙ্গে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাদের সম্পর্কহীনতার লক্ষণ। রাষ্ট্রপ্রধান এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাদের চিরায়ত প্রতীক।’

বস্তুত এর অন্য একটি বিপদের দিকও আছে। শাসক ও মধ্যপন্থী দলগুলি সম্পর্কে মানুষের এই ঘৃণাকে ব্যবহার করতে পারে অতি দক্ষিণপন্থীরা। ইউরোপের অনেক দেশেই তা অতীতে ঘটেছে, এখনও ঘটছে। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় সম্পাদক ফেব্রিয়ান রগসে বলেছেন, ফরাসি রাষ্ট্রের গভীর সংকটে পড়েছে। অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রপতিরা একে আবেদন করছি বিবেচনা বোধ ফিরিয়ে আনুন। আমাদের সাধারণতন্ত্র, আমাদের দেশের বড় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে, এ থেকে গুরুতর সংকট তৈরি হতে পারে, পরিস্থিতি ঝাঁক হয়ে কেউ বলতে পারে না।

মিলেনি পূজার সময়ের কাজের টাকা

শহর শহরতলির মানুষকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে জেট সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ২১ মার্চ : গ্রাম পাহাড়ে নয় শহর শহরতলিতেও গরিব শ্রমজীবীদের ভাতে মারার কৌশল নিয়েছে বিজেপি জেট সরকার। ছয় মাস ধরে এক শ্রম দিবসের কাজও পাননি টুয়েপের শ্রমিকরা। এখনো বাকি সেক্টরস্বর আট্টাবর মাসে কাজ উৎসবের সময়ের ৫ দিনের কাজের টাকা। যদিও বাক্যবাগিশ এই সরকারের নেতা মন্ত্রীরা মুখে সুশাসনের গল্প প্রচার করে চলেছে। গ্রামাঞ্চলে এম জি এম রেগা প্রকল্প চালু হওয়ার পর গোটা দেশে একমাত্র ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার শহর শহরতলির গরিব মানুষের জন্য টুয়েপ প্রকল্প চালু করেছিল। প্রথম দিকে বছরে ৫০ দিনের কাজ দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে সেটা ৭৬ দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। শুধুমাত্র আগরতলা পুর নগর এলাকায় ৩২ হাজারের বেশি শ্রমিক যুক্ত ছিলেন টুয়েপের কাজের সঙ্গে।

শ্রমিক পরিবার ও গোলা শুধু বাঁচতেন না শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডগুলোতে দোদার ছোট ছোট নির্মাণ

ইমরানের আরজি প্রসঙ্গে রায় সংরক্ষিত আদালতে

ইসলামাবাদ, ২১ মার্চ : গুণানির সময় হাজিরায় ছাড় প্রসঙ্গে ইমরানের আবেদনের উপরে রায় সংরক্ষিত রাখল ইসলামাবাদের অ্যান্টি-টেররিজম কোর্ট (এটিসি)। মঙ্গলবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রফে আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী সর্দার মাসরুফ খান। নিরাপত্তার আশঙ্কা জানিয়ে গুণানির সময়ে হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিতে ইমরান (৭০)র আইনজীবীদের দাবী পক্ষে কোনো এটিসি’র বিচারপতি রাজ জাওয়াদ আব্বাসের কাছে আবেদন করা হয়। এই সময় ইমরানের আইনজীবীরা বলেন, গণতন্ত্র শুধুমাত্র সময় ইমরান এসেছিলেন তা সবাই দেখেছেন। সেদিন যেকোনও সময় তাকে বন্দি করা হতে পারত। আইনজীবীরা জানান, ইমরান নিজে চান আদালতে যেতে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি তার পক্ষে অনুকূল নয়। গত শনিবার ইসলামাবাদের বিশেষ আদালতে ইমরানের হাজিরা ছিল। সেইমতো লাভাওয়ার বাড়ি থেকে আদালতে গেলেন রাজওয়ান হন তিনি। কিন্তু তার আদালত ভাঙলে প্রবেশের দরজা আগে থেকেই প্রশাসনের ১৪৪ নম্বর ধারাকে নথ্য করে তুলে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান তেহরির-খ-ইনসাফ (পিটিএই) সমরক্ষণের সঙ্গে সংঘর্ষে ২৫ জন পুলিশ কর্মী আহত হন।

কাজও করা হতো টুয়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে। স্থানীয়ভাবে ওয়ার্ড গুলোতে পরিচরার পরিচর্য করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করতে পারতেন কাউন্সিলার। কিন্তু সেই প্রকল্পই অচল করে দেওয়া হয়েছে বিজেপি জেট সরকারের সময়। ২০১৮ সালে বছরে ২০০ দিনের কাজ ও ৩৪০ টাকা মজুরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার বসা এই সরকার শুরুতেই আঘাত এনেছে টুয়েপ প্রকল্প। যদিও তখনও আগরতলা পুর নিগম সহ অধিকাংশ নগর সংস্থা বামফ্রন্ট পরিচালিত হওয়ায় একেবারে প্রকল্পটি গিলে ফেলতে পারেনি।

এরপর শুরু হয়েছে যড়যন্ত্র। কোভিড এর সময়সীমা মেনে রেখে ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নগর সংস্থাগুলোতে ঠিক সময়ে নির্বাচন না করিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রশাসন। এরপর বিভিন্নভাবে গায়ের জোরে ছাড়া ভোটের আগরতলা পুর নিগম সহ নগর সংস্থাগুলোর লক্ষ্য নিয়েছে শাসক দল। টুয়েপ সহ জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ২০২২-২৩ অর্থ

বছরের শেষ মাস চলছে। এখন পর্যন্ত ২৫ থেকে ২৭ দিনের কাজ দেওয়া হয়েছে টুয়েপ প্রকল্পে। এক্ষেত্রেও অধিকাংশ ওয়ার্ডে শারদিয়া উৎসবের আগে কাজ করেও টাকা পাননি শ্রমিকরা। অক্টোবর মাসের পক্ষে এক শ্রম দিবসের কাজও মেলেনি আগরতলা পুর নিগম এলাকার গরিব শ্রমিক পরিবার গুলো।

সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা উৎসবের সময় ৫ শ্রম দিবসের কাজ করিয়েও এই গরিব শ্রমিক পরিবার গুলোকে পয়সা দেওয়া হয়নি। অভিযোগ রয়েছে এর আগে ২ দিন কাজ করিয়েও কাউকে ২ দিন তো কাউকে ৩ দিনের টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকি টাকা লুটপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ। যদিও ভুরি ভুরি অভিযোগ নিয়ে কোন বক্তব্য রাখেন না আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। ছয় মাস ধরে শ্রমিক পরিবার গুলো অনাহারে অর্ধাহারে শুকিয়ে মরলেও বহাল তবিয়তে রয়েছে পুর নিগম।

দিল্লির বাজেট ঘিরে বিতর্ক অব্যাহত

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : দিল্লি সরকারের বাজেটকে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক (এমএইচএ)। ইতিমধ্যে সেই বিষয়ে দিল্লির আপ সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দপ্তরের সূত্র থেকে এই কথা জানান হয়েছে। একই সঙ্গে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও তাঁর সরকারের মন্ত্রীদের সর্বসম্মত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা বিবৃতি দেওয়ার সমালোচনা করা হয়েছে।

“উনি অভিযোগ করছেন কেন্দ্র একটি রাজ্যের বাজেট আটকে দিয়েছে। বাস্তব যা সর্বোচ্চ মিথ্যা। দিল্লি একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, কোনো রাজ্য নয় এবং তা ভারত সরকারের অংশ। আসলে বাজেট আটকে দেওয়া হয়নি,” লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দপ্তর সূত্রের থেকে জানানো হয়েছে।

অন্যদিকে এমএইচএ’র অনুমোদন পাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেই বিজ্ঞাপনে বরাবর দিয়ে কেন্দ্রের আপত্তির বিরুদ্ধে নিষ্পা করেন কেজরিওয়াল। তিনি জানান, প্রশাসনের ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত রয়েছে অশিক্ষিত লোকেরা। অশোভা তার খানিক পরই বেলবলবলে কেজরিওয়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিজের বড় ভাই বলেই সম্বোধন করেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের সঙ্গে একযোগে কাজ করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, গত সোমবার আপ সরকারের থেকে দিল্লি বাজেট আটকে দেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ তোলা হয়। দাবি করা কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পিতভাবেই এমনটা করেছে। এই নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিজে চিঠিও লেখেন কেজরিওয়াল। এর পরই দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দপ্তরের থেকে আপ’র অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা জানান হয়। আরো বলা হয় যেহেতু দিল্লি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তাই বাজেট পেশের আগে রাষ্ট্রপতিকে জানিয়ে তার অনুমোদন নেওয়াই নিয়ম। গত ২৮ বছর ধরেই দিল্লিতে বাজেট পেশের আগেই এমন করা হয়। “দিল্লি সরকারের বাজেট পেশের তারিখ চূড়ান্ত করার আগেই রাষ্ট্রপতির থেকে অনুমোদন নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। আসলে যা আপ সরকারের খারাপ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে,” জানানো হয়েছে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের দপ্তর থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে।

লিপি সমস্যা: ব্যবস্থা দাবিতে ডেপুটেশন এস এফ আই-টি এস ইউ’র

আগরতলা: ২১ মার্চ : মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক ককবর কভারী পরীক্ষার্থীদের লিপি নিয়ে তুলনাকি আচরণ করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ফলে সহস্রাবিক ছাত্রছাত্রী বিপন্ন হয়ে পড়ল। বিষয়টি নিয়ে সোমবার বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার সঙ্গে দেখা করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে এস এফ আই, টি এস ইউ।

ককবরক ভাষার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দিয়ে পরীক্ষকরা জানান, ভাষা পরীক্ষার মাধ্যম বালি সহ বোলা। এতদিন বাংলা ও রোমনে পরীক্ষা দেওয়া যেত। হঠাৎ করে এই ঘোষণায় বিপন্ন বোধ করেন ছাত্র ছাত্রীরা। কেননা তাদের অনেককেই রোমনে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে আসেন।

শিক্ষা অধিকর্তার কাছে দেওয়া স্মারকলিপিতে দুটি সংগঠন বলেছে, গত ১৭ ও ১৮ মার্চ ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ককবরক ভাষার পরীক্ষায়। এই পরীক্ষা দিতে গিয়ে বহু জগুরায়েই ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যা সন্মুখীন হতে হয়েছে। উল্লেখ্য, কিছু স্কুলের উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা হরফে লেখার জন্য বাধ্য করা হয়। বার ফলে তারা পরীক্ষা সঠিক ভাবে দিতে পারেনি। আবার একই স্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যে কোনো হরফে লেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একই স্কুলে দুই ধরনের সিদ্ধান্ত কেন। অন্যদিকে অস্পষ্ট ও কাঙ্ড়াবাদ বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় ককবরক বিষয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে কয়েকটি স্কুলে হরফ নিয়ে এক সমস্যা তৈরি হয়েছে তার সমাধানে অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হোক। প্রতিনিধিদলে ছিলেন, সন্দীপন দেব, সুস্মোন আলি, নেত্রাজ দেববর্মী, সুজিত ত্রিপুরা, শিবশঙ্কর সাহা। এদিকে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, মঙ্গলবার রাতের মোট ৭৭টি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সব কয়টিতে শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

১০ কোটি টাকা চেয়ে ছমকি ফোন গড়করির বাড়ি ও অফিসে

নাগপুর। ২১ মার্চ : ১০ কোটি টাকা তোলা চেয়ে ছমকি ফোন এসেছে হোদ কেন্দ্রীয় সড়ক ও পরিবহণ মন্ত্রী নীতিন গড়করির বাড়ি এবং অফিসে। এই ১০ কোটি টাকা না দিলে প্রাণাথী হাদলা চালাবেন ছমকি ও অফিসেই য়ে ফোন। ঘটনার জেরে নাগপুরে গড়করির বাড়ি এবং অফিসের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

নাগপুর পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি এবং নাগপুর আরজি সিটি হাসপাতালের বিপরীতে জনসংযোগ দপ্তরে ৩টি ফোন এসেছে। যিনি ফোন করেছিলেন, তিনি নিজেকে জঙ্গল পুজারি ওরফে জঙ্গল ঝাঁপ বলে পরিচয় দেন।” ওই ব্যক্তিই ২ মাস আগে নীতিনকে ছমকি ফোন করেছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। নাগপুর পুলিশের ‘সেকিটি কমিশনার রায়হা মাদান বলেন, “৩০ থেকে ২টি ফোন এসেছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়িতে। বেলা ১২টার তৃতীয় ফোনটি করা হয়েছিল তার জনসংযোগ দপ্তরে। যিনি ফোন করেছিলেন, তার কন্ঠস্বরের নমুনা খতিয়ে দেখা দেখা হচ্ছে।

কেন্দ্রের কর্মীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ১০.৯ শতাংশ: ইরানি

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ: কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকে মহিলা কর্মীদের সংখ্যা মাত্র ১০.৯ শতাংশ বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী স্তুতি ইরানি। বিজেপিরই সংসদে দিলীপ সহকিয়া সংসদে এই প্রশ্ন এনেছিলেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে স্তুতি ইরানি জানিয়েছেন, ২০১১ সালের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের আদমশুমারি অনুসারে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক/দপ্তরে মোট কর্মচারীর সংখ্যা হল ৩০ লক্ষ ৮৭ হাজার ২৭৮ জন। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৩৯ জন মহিলা কর্মচারী। এর অর্থ, কর্মরত আছেন ১০.৯ শতাংশ।

সংসদে ৩৩% মহিলা সংরক্ষণের দাবি তুলে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু বিলটি বেশ কয়েকবার উপস্থাপন করা হলেও, সেই বিল এখনও পাশ হয়নি। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে সংসদে মহিলা সদস্যদের সংখ্যা তুলে ধরেন ইরানি। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোট ৭২৪ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, এর মধ্যে ৮২ জন জয়লাভ করেন। অর্থাৎ, লোকসভায় মহিলা সদস্য ১৫.১২। তিনি আরও জানান, ২০১৪ সালে লোকসভায় মহিলা সদস্যের এই সংখ্যা ছিল ৬৮। আর, ১৬ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যসভায় মহিলা সাংসদ রয়েছেন ৩৩ জন। এর অর্থ, রাজ্যসভায় মহিলা সদস্য ১৩.৬%। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় রয়েছেন ১১ জন মহিলা মন্ত্রী।

প্রসঙ্গত, সংসদে ৩৩% মহিলা সংরক্ষণের দাবি তুলে আসছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু বিলটি বেশ কয়েকবার উপস্থাপন করা হলেও, হাউসে সেই বিল এখনও পাশ হয়নি। প্রধানমন্ত্রী দেবদীপ্তার যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল থেকেই এই বিল আটকে ছিল। ২০১৪ সালে লোকসভায় সেই বিল বাতিল হয়ে যায়। পশ্চাৎদিক্তার ব্যবস্থায় সর্বশেষের ২৪টি অনুচ্ছেদ মোট আসনের ১/৩ শতাংশ আনন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলে। তবে কিছু রাজ্যে মহিলাদের জন্য ৫০% সংরক্ষণ রয়েছে।

ইপিএফও’র তথ্য বলছে ভারতে নতুন নিয়োগ কমছে বিপুল হারে

নিজস্ব প্রতিনিধি। নয়াদিল্লি, ২১মার্চ: বিভিন্ন উন্নত দেশে বহুজাতিক সংস্থায় দোদার ছোট ছোট নিয়োগ বন্ধ হওয়ার মতো যে ঘটনা ঘটছে তার থেকে মুক্ত নয় ভারত। বহু সংগঠিত আধুনিক প্রযুক্তির উন্নত শিল্পে নতুন নিয়োগ হচ্ছে না, চলছে ছাটাই। তাই ভারতেও এখন সংগঠিত শিল্পে বিপুল হারে নতুন নিয়োগ কমছে। সোমবার এমপ্লয়জ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও) তাদের নতুন সদস্য সংখ্যার তথ্য প্রকাশ করেই সংগঠিত শিল্পে বিপুল হারে নিয়োগ কমছে বলে জানিয়েছে। তারা জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেই ডিসেম্বরের তুলনায় নতুন নিয়োগে সদস্য সংখ্যা কমেছে ৭.৫ শতাংশ হারে। যেখানে ডিসেম্বরে নতুন নিয়োগের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৭২, তা জানুয়ারিতে কমে হয়েছে ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার ২৩২ জন।

দেখা গেছে, গত ২০মাসে সর্বাধিক নিয়োগ কমছে জানুয়ারিতে। প্রসঙ্গত, সংগঠিত শিল্পে নতুন যারা নিয়োগ হচ্ছেন তাদের ইপিএফও সদস্য হওয়া বাধ্যতা মূলক। তার ভিত্তিতে নিয়োগের হার নিয়ে নিয়মিত সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে ইপিএফও। যদিও এই সমীক্ষায় প্রকৃত বেকারি ধরা পড়ে না, বেকারির হার স্বভাবতই এর তুলনায় অনেক বেশি হয়।

নতুন নিয়োগের একটা বড় অংশ হলো ১৮ থেকে ২৮ বছরের যুব কর্মী। সংগঠিত উন্নত আধুনিক শিল্পে নতুন নিয়োগের হার ছিল তাতে এখন

ভারত টান। বহু নতুন চালু হওয়া আধুনিক শিল্প বন্ধ হয়ে গেছে। তথ্য প্রযুক্তি শিল্পেও নতুন নিয়োগ হচ্ছে না। তার প্রভাব পড়ছে নতুন প্রজন্মের নতুন কর্মী নিয়োগে। ইপিএফও জানাচ্ছে, গত ডিসেম্বরে নতুন নিয়োগ যা হয়েছে তার মধ্যে ১৮ থেকে ২৮ বছরের কর্মী নিয়োগের সদস্য সংখ্যা হলো ৫লক্ষ ৫৫হাজার ৭৫৫। মোট নতুন নিয়োগের প্রায় ৭০ শতাংশ হলো নতুন প্রজন্মের কর্মী। জানুয়ারিতে এই নতুন নিয়োগের সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছে ৫লক্ষ ১৫ হাজার ৭১০। এতে যুব নতুন কর্মী নিয়োগ কমে যাওয়ার হার হলো ৭.২ শতাংশ। পূর্বকর্মী নিয়োগের সংখ্যা হলো ৩লক্ষ ৯১ হাজার ২৫হাজার মহিলার সংখ্যা হলো ১লক্ষ ২৪ হাজার ৬৮০।

এদিকে শ্রমমন্ত্রক জানাচ্ছে ইপিএফও নতুন নিয়োগের পরিসংখ্যানে দেশে সংগঠিত শিল্পে নিয়োগের হার বোঝায়। দেখা যাচ্ছে, গত বছরের শুরুতে নিয়োগ গড়ে ১০ লক্ষের উপরে ছিল। কিন্তু গতবছর ডিসেম্বর থেকে নিয়োগের হার কমতে থাকে। তা জানুয়ারির শেষে ৭.৭৭ লক্ষে চলে আসে। এদিকে ইপিএফও নতুন পুরানো মিলিয়ে মোট গ্রাহকের সংখ্যা এই সময় বেড়েছে। তা ডিসেম্বরে ১২.৮ লক্ষ থেকে বেড়ে জানুয়ারিতে দাঁড়িয়েছে ১৪.৮ লক্ষ। বেকারির হার জানুয়ারিতে দাঁড়িয়েছে ৭.১ শতাংশ। সিএমআইই জানাচ্ছে, ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে বেকারির হার কিছু কমলেও তা যথেষ্ট চড়া হারে বেড়েই রয়েছে। তবে

বেকারির হার কমার অর্থ নতুন নিয়োগ বেড়ে চলা নয়। কাজের জগতে নতুন শ্রমিক প্রবেশের হার কমে যাওয়াতে বেকারির হার কম দেখাচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থা চলেছে লাগাতার ছাটাই। ভারতে তার শাখা অফিসে চলছে ছাটাই। প্রায় বন্ধ নতুন নিয়োগ। আধুনিক পরিষেবা ক্ষেত্র ফেসবুকে ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় ১০ হাজার কর্মী ছাটাই করার কথা ঘোষণা করেছে ফেসবুকের নিয়ন্ত্রক সংস্থা মোটা প্রাকটিকর্ম। মোটা ছয় মাস আগে গত বছর নভেম্বরে ছাটাই করে ফেসবুকের ১১ হাজার কর্মীকে। ১৮ বছরের ইতিহাসে প্রথম এই বিশাল সংখ্যক কর্মী ছাটাই হয়। তারপরেও খেমে থাকেনি ছাটাই। একদিকে ছাটাই, অন্যদিকে এই বছরের প্রথমে যে নতুন ৫ হাজার কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা ছিল, তাও বাতিল করেছে মোটা। আমেরিকায় শুধু ফেসবুকের ছাটাই সীমাবদ্ধ নেই। অ্যামাজনে মার্চ ফের ১০ হাজার কর্মী ছাটাই করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতে তার শাখায় চলছে ছাটাই। বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা এবং ব্যাংক ও বিমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি বিভাগেও চলছে ছাটাই। যেমন মাইক্রোসফট, মর্গান স্ট্যানলি, গোল্ডম্যান স্যাচেস মতো সংস্থাও চলছে ছাটাই। বিভিন্ন কোম্পানির সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর থেকে এখন পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৯০ হাজার প্রযুক্তি কর্মী ছাটাই হয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ ছাটাই হয়েছেন চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে।



সাক্ষমের দমদমায় খাদে পড়ে থাকা বাস।

জেলখানায়ও বেসরকারি রক্ষা নিয়োগ করবে বি জে পি সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি। আগরতলা, ২১ মার্চ : “এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা” স্লোগান দিয়ে প্রথম বি জে পি-আই পি এফ টি সরকার দপ্তরগুলিতে প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ না করে কেবল ভাওতা দিয়ে গেছে রাজবাসীকে। তাছাড়া ওই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কেবল কর্মী সংকোচনের দিকেই বেশি নজর দিয়েছে। তার প্রমাণ এখন দেবো পাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ।

অন্যান্য দপ্তরগুলির মতোই প্রচণ্ড কর্মী স্বল্পতায় ভুগছে কারা দপ্তরও (জেল)। গত পাঁচ বছরে একজন কর্মী, কারারক্ষী নিয়োগ করা হয়নি। জরুরি কাজের জন্যও কর্মী নিয়োগে অনীহা দেখিয়েছে সরকার। এখন তার মশুল গুণতে হচ্ছে দপ্তরকে। জেলখানায় মোট একটি ওরুত্বপূর্ণ স্থানে নিজস্ব কারারক্ষী নিয়োগ করতে না পেরে কারা দপ্তর এখন বেসরকারি কারারক্ষী নিয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছে। অবশ্য এর পেছনে অন্য উদ্দেশ্য কাজ করছে।

মঙ্গলবার খোয়াই সাব জেল কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে বেসরকারি সংস্থার কাজে কয়েকজন মহিলা কারারক্ষী চেয়েছেন জেলখানার মহিলা ওয়ার্ডে ২৪ ঘণ্টা পাহারা দেবার জন্য। দরপত্রে খোয়াই সাব জেল কর্তৃপক্ষ কোনো অর্থকারী বিষয় উল্লেখ করেনি। অভিযোগ সরকারিভাবে কারারক্ষী নিয়োগ না করার এই নীতি বা সিদ্ধান্ত প্রকৃতিতে অস্বীকার করে নির্ভেজাল আনন্দে থাক। বি জে পি জেট সরকার তাই সব বিষয়ে বেসরকারিকরণ চাইছে। প্রশ্ন উঠেছে জেলখানার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষী নিয়োগ করা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কতটুকু যুক্তি যুক্ত সিদ্ধান্ত। তাও মহিলা ওয়ার্ডের জন্য বেসরকারি কারারক্ষী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত হটকানী বলে আশঙ্কা।

দিল্লিতে দুই স্কুলের পড়ুয়াদের মারপিট, গ্রেপ্তার ৬ ছাত্র

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ : দিল্লিতে দুই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তুমুল মারপিটের জেরে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো ৫ জন। তাদের শরীরে ভুরির আঘাত রয়েছে। গণ্ডগোল করার অপরাধে ৬ ছাত্রকে আটক করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। সোমবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে দলপালপুর অঞ্চলে একটি সরকারি স্কুলের সামনে মারপিটের ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনায় আহত ৫ জন ছাত্র গুরু ভাগ বাহাদুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। আহতরা করওয়াল নগরের একটি স্কুলের পড়ুয়া। এদিন একথা জানিয়ে পুলিশের এক আধিকারিক বলেছেন, সোমবার দুপুরে করওয়াল নগরের স্কুলের একদল ছাত্রের সঙ্গে বাজুরি খাস স্কুলের আরেক দল ছাত্রের মধ্যে তুমুল বচসা থেকে মারপিট বেধে যায়। ও